৺ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD 1878 REGD NO C 1080

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

৪৯ বর্ষ, ৩২১ সংখ্যা

সোমবার, ১৮ মাঘ ১৩৭৭ (১২ মাঘ ১৮৯২ শক) Monday, February 1, 1971.

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

লক্ষ্মীনারায়ণ
* গুঁড়া মশলা *
লক্ষ্মীনারায়ণ ভাণ্ডার, ২৩৪/পিং, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলি-৭

বিশ্বের সেরা মানে প্রস্তুত
সুপ্রা স্পেশাল কালি
ব্যবহার করুন

কাজ যা হচ্ছে

বানতলা ট্যাঙকের কাজ প্রায় শেষ, শুধু বিজলী আসতে বাকি। এ-কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বানতলা থেকে কুলটি পর্যন্ত একুশ মাইল দীর্ঘ পাকাপোক্ত ড্রাই ওয়াটার-ফ্লো খাল তৈরি। একুশের মধ্যে বারো মাইল হয়ে গেছে, বাকি ন মাইল। এ-কাজে সংশ্লিষ্ট ইনজিনিয়ারদের আশা, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পুরো কাজ সমাধা হবে, অকাল বৃষ্টিতে অপরিমিত ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও। পাম্প বসানোর ব্যাপারে আনুমানিক আঠারো লক্ষ টাকা খরচ আর পুরো কাজে লাগবে এই আশি লক্ষ টাকার মতো।

শুকো-খালের পাশাপাশি থাকছে ঝোড়ো-জলের খাল। এরও কাজ চলছে। চওড়ায় দাঁড়াবে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট জায়গায় জায়গায়। খরচ হবে প্রায় চোদ্দ লক্ষ টাকা।

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি—বছর বিশেক পর পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগ আবার চালু হয়েছে। আজ বি বি সি-র খবরে এ কথা জানা গিয়েছে। —ইউ এন আই

আকাশ-দস্যুদের পাকিস্তান রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে

ছিনতাই বিমানের যাত্রীদের আনতে বিমান যাচ্ছে

করাচি, ৩১ জানুয়ারি—ইসলামাবাদে পাকিস্তান পররাষ্ট্র দফতর থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে দু'জন লোক ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে লাহোরে নেমেছিল, পাকিস্তান সরকার তাঁদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছেন।

পাকিস্তান সরকার ছিনতাই ভারতীয় বিমানের যাত্রী ও বৈমানিকদের ভারতে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য একটি ভারতীয় বিমানকে লাহোরে নামার অনুমতি দিয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে, বিমানটি কাল এখানে আসবে।

দিল্লি থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা জানিয়েছেন, ছিনতাই ভারতীয় বিমানের আরোহী ও বৈমানিকদের ফিরিয়ে আনতে বিমান পাঠাবার জন্য পাকিস্তান হাই-কমিশনার শ্রীসাজ্জাদ হায়দরকে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং অনুরোধ জানান। অধিক রাত্রিতে এই অনুমতি পাওয়া যায়।

জম্মু থেকে পি টি আই-এর খবরে জানা যায়, আকাশ-দস্যুদ্বয় কাশ্মীরে আটক জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের ৩৬ জন কর্মীর মুক্তি দাবি করেছিলেন। ফ্রন্টের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল, আটক ৩৬ জন কর্মীর মুক্তিদান। আকাশ-দস্যুদ্বয়কে পাকিস্তানের রাজনৈতিক আশ্রয়দান এবং আকাশ-দস্যুদ্বয়ের কাশ্মীরস্থ পরিবারবর্গকে কোনপ্রকার অত্যাচার করা হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। ফ্রন্টের মুখপাত্র বলে বর্ণিত শ্রীমকবুল আমেদ বাট এই মর্মে হুমকি দেন যে, এইসব দাবি মেনে না নিলে বিমানটিকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। পাক বেতারে এই খবর প্রচার করা হয়েছিল। শ্রীবাট বলেছেন যে, ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কম্যানডের নির্দেশেই বিমান ছিনতাই করা হয় এবং এটা প্রতিরোধ আন্দোলনের একটা অংশ। তিনি নিজেকে ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য বলে পরিচয় দেন।

দিল্লির খবরে জানা যায়, সকাল থেকেই দিল্লিতে ভারতীয় বিমানের যাত্রীদের ফিরিয়ে আনার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত ছিলেন। ভারত সরকার ইসলামাবাদস্থ ভারতীয় হাইকমিশন এবং পাক সরকারের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখেন।

আজ দিনেরবেলায় খবর পাওয়া গিয়েছিল, পাক সরকার রিলিফ বিমান যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং বিমানটির বেলা তিনটায় যাত্রা করার কথা ছিল। পরে বিমান না পাঠাবার জন্য পাকিস্তান থেকে বার্তা পাঠানো হয়। এর কারণস্বরূপে বলা হয়, বেশি বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাহোর বিমানবন্দরের চারদিকে লোক জমা হতে শুরু করেছে এবং জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে।

পূর্ববর্তী খবরে জানা যায়, আফগান এরিয়ান এয়ারলাইনস ছিনতাই ভারতের বিমানের যাত্রী ও বৈমানিকদের তাঁদের বিমানে করে ভারতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু আবহাওয়া ভাল না থাকায় তাঁদের পক্ষে এটা করা সম্ভব হয়নি।

পঞ্চম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমে দ্রষ্টব্য

রবিবার নানা ঘটনায় পঃ বঙ্গে চারজন নিহত

স্টাফ রিপোরটার

রবিবার পশ্চিমবঙ্গে চারজন নিহত হয়েছেন। তার দু'জন পুলিশ। একজন সি পি এম এবং একজন নব কংগ্রেস কর্মী।

এদিন বেলা বারোটা নাগাদ বেলুড়ে একটি সরস্বতী পুজো প্যানডেলের কাছে বোমায় পুলিশের একজন এস আই খুন হন। সেখানে তাঁর গুলিতেই সি পি এম যুবকটি মারা যান। নব কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যু হয় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। শনিবার গভীর রাতে আমহার্স্ট স্ট্রীট থানা এলাকায় তিনি ছুরিকাহত হয়েছিলেন। কৃষ্ণনগরে খুন হন ডি আই বি'র একজন কনেসটবল।

পুলিশ জানায় বেলুড়ে নিহত এস আই-এর নাম শ্রীমাখনলাল দত্ত (৪০) এ সম্পর্কে ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কৃষ্ণনগরে

পি টি আই জানিয়েছেন, কৃষ্ণনগরে

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

রাণী রত্না বুলেটে বিদ্ধ

বাঘ শিকারের সময়ে দুর্ঘটনা

কাঠমানডু, ৩১ জানুয়ারি—দক্ষিণ-পশ্চিম নেপালের ঘন জঙ্গলে গতকাল শিকারের সময়ে নেপালের রাণী রত্না অকস্মাৎ বুলেটের ঘায়ে আহত হন। তাঁর বাম হাতে ও পেটে বুলেট বিদ্ধ হয়।

৪২ বছর বয়স্ক রাণীকে নিয়ে রাজা মহেন্দ্র মধ্যরাত্রির কিছুপর বিমানে কাঠমানডুতে ফিরে আসেন এবং রাণীকে একটি হাসপাতালে ভরতি করেন। সেখানে রাণীর দেহ থেকে বুলেট বার করে দেওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন যে, রাণী ক্রমশ আরোগ্যলাভ করছেন।

কাঠমানডু থেকে ৪৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে কাঞ্চনপুর জেলায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। —এ পি

শনিবার প্রত্যুষে ফাঁসিদেওয়া থানার চৌপুকুরিয়া নকশাল ঘাটিতে হানা দিয়ে পুলিশ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে। বিহারে মাগুরজানে পুলিশের কাছে থেকে ছিনিয়ে নেওয়া রাইফেলের একটি উদ্ধারপ্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে রয়েছে। —নিজস্ব-চিত্র

ডিম খাওয়ায় সেরা

বোমবাই, ৩১, জানুয়ারি—গতকাল এখানে ডিম খাওয়ার প্রতিযোগিতায় ২০ মিনিটে ৩০টি ডিম খেয়ে ২০ বছরের তরুণ মনোহর ওয়ামান রাউল জয়ী হয়েছেন। এ ব্যাপারে বিশ্ব রেকরড একজন ফরাসী ভদ্রলোকের। তিনি আধঘণ্টায় ৬০টি ডিম সাবাড় করেছিলেন। ভারতে এই ধরনের প্রতিযোগিতা এই প্রথম।

বিপুল দর্শকের হর্ষধ্বনির মধ্যে রাউল টপাটপ মুখে ডিম পুরতে থাকেন। এবং গোড়া থেকেই মনে হচ্ছিল যে, তিনি জিতবেন। দ্বিতীয় হন শ্রী এইচ খান। তিনি খান পৌণে ২৫টি ডিম। মেয়েদের মধ্যে প্রথম হন ৪৬ বছরের শ্রীমতী প্রমীলা যশবন্ত পটনিস। তিনি খান সওয়া ১৭টি ডিম। দ্বিতীয় কুমারী ফরিদা এলাডিয়া। ইনি ২০ মিনিটে ১৪টি ডিম খেয়েছেন। —ইউ এন আই

জেনারল ম্যানেকশ কলকাতায়

রাজ্যের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ে আজ উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা

স্টাফ রিপোরটার

সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারল ম্যানেকশ কলকাতায়। রাজ্যের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ে সামরিক এবং অসামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আজ সোমবার তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসবেন। নির্বাচনের সময় শান্তিরক্ষার প্রশ্নটিই সেখানে প্রাধান্য পাবে।

প্রকাশ, অসামরিক কর্তৃপক্ষকে নির্বাচনের সময় মিলিটারি কী সাহায্য দিতে পারে সম্ভবত সোমবার তার বিশদ আলোচনা হবে। মনে হয়, নির্বাচনের আগেই সামরিক বাহিনীকে সতর্ক করা হবে। যাতে প্রয়োজন দেখা দেওয়া মাত্রই তারা শান্তি রক্ষার জন্য রাস্তায় নেমে পড়তে পারে। ভোটারদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য আগে থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি বা এলাকাগুলিতে মিলিটারি মোতায়েন থাকাও অসম্ভব নয়।

রবিবার বিকালের বিমানে জেনারাল ম্যানেকশ শহরে উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন মহলে এইসব জল্পনাকল্পনা শুরু হয়ে যায়। রাজ্যের বর্তমান হিংসাত্মক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বর্তমান সফরের উপর অনেকেই বিশেষ গুরুত্ব দেন।

রবিবার সন্ধ্যায় সরকারীভাবে বলা হয় জেনারাল ম্যানেকশ দুদিনের সফরে এসেছেন।

আজ সোমবারের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে তিনি অন্যান্যের মধ্যে মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ, মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত এবং স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী বি আর গুপ্তের সঙ্গেও আলোচনা করবেন বলে জানা যায়।

শহর ও শহরতলীতে বাগদেবীর বন্দনা

স্টাফ রিপোরটার

রবিবার কলকাতা ও শহরতলী এলাকায় যথোচিত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে বাগ্‌দেবীর বন্দনা সম্পন্ন হয়।

এদিন সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা। দু-একবার টিপ টিপ বৃষ্টিও পড়েছে। কিন্তু তাতে পুজোর উদ্যম, উদ্যোগ-আয়োজন বা আনুষ্ঠানিক সমারোহ কোনটাই ক্ষুণ্ণ হয়নি। মহানগরের বিভিন্ন শিক্ষায়তনে শনিবার রাত থেকেই সামিয়ানা টাঙানো, দেবীপ্রতিমা নিয়ে আসা, পুজোর জায়গা সুসজ্জিত করা, আলোকসজ্জার ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজ সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকে। ঘরে ঘরেও গৃহস্থদের সাধ্যমত বাণী বিদ্যাদায়িনীর পুজো সম্পন্ন হয়।

সন্ধ্যায় বিভিন্ন মণ্ডপে ভারতীর আরতি চলে। পুজো মণ্ডপগুলিতে মাইকের মাধ্যমে হিন্দী ফিলমি গানের ঝালাপালা ~ তো কমেই নি, বরং বেড়েছে। পুজোর জাঁকজমক ও অন্যান্যবারের তুলনায় বেশী বলেই মনে হল। অথচ বিগত বৎসরে রাজনৈতিক অবস্থার দরুণ অনেক

পঞ্চম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

পঃ বঙ্গে আদি কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গে আদি কংগ্রেসের সঙ্গে অন্য কোন দলেরই নির্বাচনী সমঝোতা হচ্ছে না। রবিবার দলের রাজ্য সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে এ কথা জানান।

ডঃ চন্দ্র বলেন, কয়েক মাস আগেই তাঁরা রাজ্যের অসাম্প্রদায়িক, অকমিউনিসট, জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গে নির্বাচনী আসন রফার প্রস্তাব তুলেছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। সুতরাং আদি কংগ্রেস নির্বাচনে একাই লড়ছে।

ডঃ চন্দ্র রবিবার আদি কংগ্রেসের প্রথম কিস্তির প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন। এই তালিকায় বিধানসভার ১৮৬টি আসনের এবং লোকসভার ২৩টি আসনের প্রার্থীর নাম আছে। ডঃ চন্দ্র জানান, তাঁরা আরও ১৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে এবং ৪টি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দেবেন।

নব কংগ্রেস ছেড়ে সদ্য যাঁরা আদি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় করিমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে, শ্রীপ্রমথনাথ ধাড়া খণ্ডঘোষ বিধানসভা কেন্দ্রে, শ্রীসত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় চন্দ্রকোণা বিানসভা কেন্দ্রে শ্রীবিপিনবিহারী সাউ চণ্ডীতলা বি ধা ন স ভা কেন্দ্রে এবং শ্রীপ্রসেনজিৎ বর্মণ কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে ম নো న য় ন পেয়েছেন।

ডঃ চন্দ্র জানান, বিভিন্ন জেলাতেই বহু নব কংগ্রেস নেতা

পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

সুক্কুরে দাঙ্গা থামাবার জন্য সৈন্য তলব

করাচি, ৩১ জানুয়ারি—সিন্ধু অঞ্চলের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে উর্দুর পরিবর্তে সিন্ধী ভাষা প্রবর্তনের সুক্কুরে দাঙ্গা চলতে থাকলে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য সৈন্য তলব করা হয়।

পাকিস্তানের দুইটি সরকারী ভাষার মধ্যে উর্দু অন্যতম সুক্কুরে এই দাঙ্গার ফলে একজন ছাত্র নিহত এবং আর একজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। —এ এফ পি

এ্যাপোলো-১৪ চাঁদের দিকে

কেপ কেনেডি থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার ভারতীয় সময় রাত্রি ২-৩২ মিঃ-এ তিন মহাকাশচারীকে নিয়ে 'এ্যাপোলো—১৪' মহাকাশযান চাঁদের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছে। খারাপ আবহাওয়ার জন্য অ্যাপোলোর যাত্রা ৩৯ মিনিট বিলম্বিত হয়।

তাঁরা চাঁদের 'ফ্রা মরো' অঞ্চলে অবতরণ করবেন। অভিযানের নেতৃত্ব করছেন মহাকাশচারী এ্যালেন শেপারড। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি।

৩৬ তলা বাড়ির সমান উঁচু স্যাটারন রকেটটি 'এ্যাপোলো'কে নিয়ে পলকের মধ্যে আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মরিশাসে ব্রিটিশ ঘাঁটি স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়নি

স্টাফ রিপোরটার

মরিসাসের প্রধানমন্ত্রী সার শিউসাগর রামগুলাম ও তাঁর সহধর্মিণী রবিবার দমদমে সাংবাদিকদের জানান, মরিসাসে ব্রিটিশ নৌঘাটি স্থাপনের কোন আনুমানিক প্রস্তাব নেই। "এটি কথার আলোচনা মাত্র।"

সার রামগুলাম এদিন সকালে রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় আসেন। তিনি ব্রহ্মদেশে দুদিনের সরকারী সফরে গিয়েছিলেন।

মহীশূরের আইনমন্ত্রীর পদত্যাগ

বাঙ্গালোর, ৩১ জানুয়ারি—মহীশূরের আইনমন্ত্রী শ্রী জে পুট্টটাস্বামী পদত্যাগ করেছেন। এঁকে নিয়ে গত তিন দিনে বীরেন্দ্র পাতিলের মন্ত্রিসভা থেকে দুজন মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন। পরিবহণ মন্ত্রী মহম্মদ আলি শুক্রবার পদত্যাগ করেন।

আজও আকাশ মেঘলা থাকবে

স্টাফ রিপোরটার

আজ সোমবার কলকাতার আকাশ প্রায়ই মেঘলা থাকবে। দু'-এক পশলা বৃষ্টিরও সম্ভাবনা আছে। রাত্রের তাপমাত্রায় তেমন কোন হেরফের হবে না।

রবিবার বিকাল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ২২.১ সেঃ ও ১৬.৯ সেঃ।

ইউ পি স্টেট লটারী

প্রথম পুরস্কার 8,00,000 টাকা (৮ লক্ষ)

দ্বিতীয় পুরস্কার 25,000 টাকা (প্রত্যেক সিরিজে)

এবং 2514 অন্যান্য আকর্ষণীয় পুরস্কার

(মোট পুরস্কার ১৩ লক্ষ টাকা)

- নিম্নোক্ত স্থানে টিকিট বিক্রী চলছে: উঃ প্রদেশের সমস্ত ট্রেজারী
- অন্যান্য রাজ্যের ইউ. পি. হ্যান্ডিক্র্যাফটস এম্পোরিয়াম

এজেন্ট ও বিক্রেতাদের জন্য যথাক্রমে ৭½% এবং ২½% বোনাস

খেলার তারিখ: লখনৌ-তে ৯-৩-১৯৭১

আজই আপনার সৌভাগ্যপ্রদ টিকিট কিনুন

ডিরেক্টর, স্টেট লটারী, ইউ. পি. লখনৌ। ফোন: ২৩৬৪২

আনন্দবাজার পত্রিকা

(বিমান মাশুল : অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৮ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO 2536 G.P.O

কর্মখালি

দি দুর্গাপুর প্রোজেক্টস লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিঃ অধীনে নিম্নলিখিত পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে।

১। টেকনিসিয়ান গ্রেড ৩ (বেল্ট ভালকানাইজার)—সেন্ট্রাল বেল্ট ভালক্যানাইজিং সেকশনের জন্য। বেতনক্রমঃ ১২৫—৫—২০০, টাকা তদুপরি কোম্পানির রুল অনুযায়ী ভাতাসমূহ।

প্রার্থীদের বেল্ট (কনভেয়র) স্প্লাইসিং, ভালক্যানাজিং ও রিপেয়ারিং-এর বিশদ জ্ঞান থাকা চাই এবং এই লাইনে অন্তত ৫ বৎসর কাজ করিয়া থাকা চাই ও স্বাধীনভাবে বেল্ট ভালক্যানাইজিং-এর কাজ করিতে সক্ষম হওয়া চাই। বয়স ঃ ১-১-৭১ তারিখে ৩০ বৎসরের কম। প্রার্থীদের অবশ্যই ইংরেজি পড়িতে ও লিখিতে সক্ষম হইতে হইবে। যাঁহারা এই পদের জন্য পূর্ববর্তী বিজ্ঞাপনের উত্তরে দরখাস্ত করিয়াছেন তাঁহাদের পুনরায় দরখাস্ত করার প্রয়োজন নাই।

নির্ধারিত ফরমে (স্বয়ং আসিলে বা নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ডাকটিকিটযুক্ত খাম পাঠাইলে পার্সোনেল অফিসার, দি দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিঃ, পোঃ অঃ দুর্গাপুর-১, জেলা বর্ধমান ঠিকানায় প্রাপ্তব্য) দরখাস্ত তৎসহ অ্যাকাউন্টস অফিসার, দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিঃ, দুর্গাপুর-এর অনুকূলে কাটা ১, টাকার রেখিত পোস্টাল অর্ডার ১৫-২-১৯৭১ তারিখের মধ্যে উপরোক্ত অফিসারের নিকট পৌঁছা চাই। (৭৭৩৯)

শিক্ষক শিক্ষিকা

ম্যাট্রিক কাব্যতীর্থ অথবা সংস্কৃত (অনার্স) বা এম-এ অভিজ্ঞ শিক্ষক চাই। ১০ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে আবেদন করুন। প্রধান শিক্ষক, বাঁশদ্রোণী চাকদহ বিদ্যামন্দির, পোঃ বাঁশদ্রোণী, জেলা ২৪-পরগণা। (সি ৭৪৯৫)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

বেহালায় ২২ কাঠা জমিতে মোজায়েক পাঁচ কামরার নূতন বাড়ী সুলভে বিক্রয়। শ্রীদিলীপ বিশ্বাস, ২০৫ ডাঃ অক্ষয় পাল রোড, পেয়ারাবাগান, কলি-৩৪। (সি ৭৪৭৯)

হারাণ-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

গত ১৭।১।৭১-দীঘা হইতে ফিরিবার সময় খড়্গপুরে বাস হইতে নামিবার সময় একটি স্যুটকেস বদল হইয়াছে। যাঁহার সহিত বদল হইয়াছে, তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করিলে বাধিত হইব। সন্তোষ রায়, এন ৯২ পাহাড়পুর রোড, কলি-২৪। (সি ৭৬২৩)

২৪শে জানুয়ারী রবিবার আপ বারোনি প্যাসেঞ্জারের তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে ...

স্মৃতির উদ্দেশে

স্বর্ণলতাবালা মিত্র

ডিরেক্টরেট অব ইণ্ডাস্ট্রীজ (ট্রেনিং)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মেসার্স ডানলপ ইণ্ডিয়া লিঃ-তে অ্যাপ্রেণ্টিসশীপ ট্রেনিং

ডানলপ ইণ্ডিয়া লিঃ-তে (পোঃ অঃ সাহাগঞ্জ, জেলা হুগলী) ট্রেনিং লওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত অধিবাসীদের নিকট হইতে অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর অব ইণ্ডাস্ট্রীজ (ট্রেনিং), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ৬৭, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট (৪র্থ তল), কলিকাতা-১ কর্তৃক প্রার্থীদের স্বহস্ত-লিখিত দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। মহিলাগণ অনুপযুক্ত। ট্রেনিং কাল ঃ ১ বৎসর। শিক্ষার্থীর পর্যায়, যোগ্যতা, শূন্য আসনের সংখ্যা এবং মাসিক ভাতা যথাক্রমে নিম্নরূপঃ—(১) (ক) গ্র্যাজুয়েট ট্রেনী; ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিংয়ে ডিগ্রী; ১টি; মাসিক ৯০, টাকা। (খ) গ্র্যাজুয়েট ট্রেনী; মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিংয়ে ডিগ্রী; ২টি; মাসিক ৯০, টাকা। (২) টেকনিক্যাল ট্রেনী; বি এস-সি (পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ও গণিত লইয়া); ৪টি; মাসিক ৭৫, টাকা। (৩) অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনী; বি এ/বি কম; ৫টি; মাসিক ৭৫, টাকা। (৪) (ক) ট্রেড ট্রেনী; টেকনিক্যাল ট্রেনিং-সহ নন-ম্যাট্রিক; ৩টি; মাসিক ৬০, টাকা। (খ) ট্রেড ট্রেনী; টেকনিক্যাল ট্রেনিং ব্যতীত নন-ম্যাট্রিক; ৩টি; মাসিক ৬০, টাকা। সকল পর্যায়ের ট্রেনীর ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা ১-৪-৭১ তারিখে ১৮ হইতে ২৩ বৎসরের মধ্যে। বয়স শিথিল করা সম্ভবপর নহে। ট্রেনিং শেষ হইয়া যাওয়ার পর চাকুরীর কোন গ্যারাণ্টী নাই। ইচ্ছুক প্রার্থীদিগকে সাধারণ কাগজে নিম্নলিখিত বিবরণ উল্লেখে তাঁহাদের স্বহস্ত লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে (মুদ্রিত বা টাইপ করা ফরম গ্রাহ্য হইবে না) ঃ ১। পুরা নাম (বড় হাতের হরফে); ২। ডাকের পুরা ঠিকানা (বড় হাতের হরফে); ৩। পিতার নাম; ৪। সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতাবলী (সর্বোচ্চ যোগ্যতা উল্লেখ করুন); ৫। টেকনিক্যাল যোগ্যতা (যদি কিছু থাকে); ৬। জন্ম তারিখ ও ১-৪-৭১ তারিখে বয়স; ৭। প্রার্থিত ট্রেনিংয়ের পর্যায় (গ্র্যাজুয়েট ট্রেনী/টেকনিক্যাল ট্রেনী/অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনী/ট্রেড ট্রেনী কিনা উল্লেখ করুন); ৮। ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডারের (ক্রসড) নং ও তারিখ; ৯।(ক) বাংলায় নাম স্বাক্ষর ঃ (খ) ইংরেজীতে নাম স্বাক্ষর; ১০। দরখাস্ত দাখিলের তারিখ।

"অ্যাপ্রেণ্টিসশীপ ট্রেনিং—ডানলপ ইণ্ডিয়া" কথাগুলি উপরে লিখিত দরখাস্তের সঙ্গে "অ্যাডিঃ ডিরেক্টর অব ইণ্ডাস্ট্রীজ (ট্রেনিং) পশ্চিমবঙ্গ, ৬৭, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট (৪র্থ তল), কলিকাতা-১"-কে প্রদেয় ১, টাকার (অফেরতযোগ্য) একটি রেখিত ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার এবং বয়স, যোগ্যতা ইত্যাদির সমর্থনে কোন গেজেটেড অফিসার কর্তৃক যথাযথভাবে প্রত্যায়িত সার্টিফিকেট ও মার্কশীটের নকল থাকা চাই। দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখের পর প্রাপ্ত এবং যে কোন রকমে অসম্পূর্ণ দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবে। দরখাস্তকারীদের সহিত কোন পত্রালাপ করা হইবে না। স্থানীয় প্রার্থীগণ উপরোক্ত অফিসে এতদুদ্দেশ্যে রক্ষিত ...

পাবলিক নোটিস

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

...

টেণ্ডার

...

নোটিস

কমিশনার্স ফর দি পোর্ট অফ কালকাতা

...

নীলাম

...

যথাক্রমে ৮ ও ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে গৃহীত হইবে।

স্বাঃ এস মুখার্জী
কণ্ট্রোলার অব একজামিনেশনস
(৭৬২৪/২)

ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে গৃহীত হইবে।

স্বাঃ এস মুখার্জী
কণ্ট্রোলার অব একজামিনেশনস
(৭৬২৪/১)

স্কীম নং ৯৮'তে (কাশী বসু লেনে পার্ক) রাস্তা নির্মাণ ও স্ট্রীট লাইটিং সংস্থাপনের নিমিত্ত টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে।

বায়না বাবদ ৩৭৫, টাকা অবশ্যই ...

বিকাল ৪টায় খোলা হইবে। সর্বনিম্ন দরের বা যে-কোন প্রস্তাব গ্রাহ্য না করিবার অধিকার কোম্পানির সংরক্ষিত। (৭৭৩৬)

বেতার বার্তা

সোমবার—১ ফেব্রুয়ারি

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ শ্যামা পুরকায়স্থ—গীটার (রবীন্দ্রসংগীতের সুর); ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত—সরস্বতী বীণা, আসদ আলি খাঁ; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ রজেন সেন—শ্যামাসংগীত; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ পূরবী মুখোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা সুরেন চক্রঃ ও সহশিল্পিবৃন্দ—লোকগীতি; ৮-১৫ শেফালী মুখোঃ—রাগপ্রধান; ৮-৩০ মুস্তাক আলি খাঁ—সেতার; ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ সংবাদ বিচিত্রা; ৯-৪৫ সুপর্ণা গুহ—রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা নারায়ণরাও যোশী—খেয়াল; ১০-৩০ সমরকুমার চট্টোঃ—এসরাজ; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, রবীন্দ্রসংগীত; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১টা প্রভুদেও সরদার—খেয়াল; ১-৩০ সুগম সংগীত—নলিনী মুলগাওনকর, বালকৃষ্ণ দাস ও শান্ত পিল্লাই; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ মহিলামহল; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (ষষ্ঠ শ্রেণী), সুপর্ণা গুহ—রবীন্দ্রসংগীত (শরট ওয়েভে); ২-৪৫ লোকগীতি, পরিবেশনা—'পল্লীসুরশ্রী' (শরট ওয়েভে); ২-৫০ শ্যামা পুরকায়স্থ—গীটার (নজরুলগীতির সুর); ৩টা অনুরোধের আসর; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, মুস্তাক আলি খাঁ—সেতার; ৫-৩০ সন্তোষ চট্টোঃ—আধুনিক; ৫-৪৫ আরতি দাশগুপ্ত—শ্যামাসংগীত; ৬টা শ্যামা পুরকায়স্থ—গীটার (রবীন্দ্রসংগীতের সুর); ৬-৫ ... নারায়ণরাও যোশী—খেয়াল; ৯-৩০ শেফালী মুখোঃ—গীত ও গজল; ৯-৪৫ রজেন সেন—পদাবলী কীর্তন; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ পূরবী মুখোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ১০-৩০ সুরেন চক্রঃ ও সহশিল্পিবৃন্দ—লোকগীতি; ১০-৪৫ মানবেন্দ্র মুখোঃ—আধুনিক; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ ঃ ১ম অধিঃ—৭-৩০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১টা সময় সংকেত, পাশ্চাত্য সংগীত, সং; ১-৪০ পাশ্চাত্য সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৬টা ইং সংবাদ; ৬-৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (ইং); ৬-১০ সমরকুমার চট্টোঃ—এসরাজ; ৬-৩০ গৌরচন্দ্র বসাক—খেয়াল; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা সন্তোষ চট্টোঃ—আধুনিক; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৭-৫০ সমরকুমার চট্টোঃ—এসরাজ; ৮টা অতসী ঘোষাল—ভজন; ৮-১৫ সংবাদ বিচিত্রা (খেলাধুলা, দিল্লি থেকে); ৮-২৫ আবদুল হালিম জাফর খাঁ—সেতার; ৮-৩০ নারায়ণরাও যোশী—ঠুংরী; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান ঃ অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে); ৯-৩০ ইংরেজী কথিকা; ৯-৪৫ পাশ্চাত্য সংগীত, সং; ১০-৩৫ মুস্তাক আলি খাঁ—সেতার; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি। অন্যান্য অনুষ্ঠান কলকাতা ক-এর অনুরূপ।

দিনপঞ্জিকা

আজ ষষ্ঠী ঃ শীতলা ষষ্ঠী

...

একটি লরি উলটে চারজন নিহত এবং ২ জন আহত হন।

লরির চালক ও তাঁর এক সহকর্মী প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। তাদের শুধু সামান্য আঘাত লেগেছে। পুলিশ চালককে গ্রেফতার করেছে।

মৃতদেহগুলি ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আনন্দবাজার পত্রিকা

[বৃহস্পতিবার, ১৮ই মাঘ, ১৩৪০ ইং ১—২—৩৪]

দুই আসামীরই প্রাণদণ্ড

চট্টগ্রামে বোমা নিক্ষেপের মামলা

চট্টগ্রাম, ৩১শে জানুয়ারী

চট্টগ্রামে বোমা নিক্ষেপ সংক্রান্ত মামলার রায় বাহির হইয়াছে। অদ্য স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের কমিশনারগণ রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আসামী হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও কৃষ্ণ চৌধুরী, এই দুইজনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ......

*

মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল

কোন কোন রাজবন্দী আছেন

(সংবাদদাতার পত্র)

মেদিনীপুর, ৩১শে জানুয়ারী, বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে, নিম্নলিখিত রাজবন্দিগণ এখন মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে আছেন। ইঁহাদের স্বাস্থ্য ভালই আছে—

শাঁখারীটোলা পোস্টমাস্টার খুনের মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত শ্রীঅম্বিকাচরণ চক্রবর্ত্তী।

কুমিল্লার স্টিভেন্স হত্যার মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিতা কুমারী সুনীতি চৌধুরী।

...

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি

আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জনগণকে নানারকম প্রতিশ্রুতি দিলেও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে একেবারেই নীরব। শনিবার সকালে কলকাতার ইন্ডিয়া একসচেঞ্জে ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত এক আলোচনা চক্রের উদ্বোধনকালে সংস্থার সহ-সভাপতি শ্রী এস এস কনোডিয়া এই মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, দেশের উন্নতির জন্য পরিবার পরিকল্পনা যে একান্ত প্রয়োজন সে কথা সকলেই স্বীকার করবেন।

সভাপতি ছিলেন শ্রী বি এম সিংহী। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন সর্বশ্রী ডি গুপ্ত, ডি সি ঘটক, ডাঃ কে টি খেসেলে, ডাঃ এস কে ব্যানার্জি, ডাঃ এস আর দাশগুপ্ত, ডাঃ এস কে গুপ্ত প্রভৃতি।

৩ সাতের নামতা — গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও সুবোধ দাশগুপ্ত ৮

উৎকর্ষে এক্সাইড অদ্বিতীয়

AC-1/(HM) BEN

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার প্রধান এজেন্ট
দি হাওড়া মোটর কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা - কটক - ধানবাদ - পাটনা - শিলিগুড়ি

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড
(রিফাইনারিজ ডিভিশন)
হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্ট

সংক্ষিপ্ত টেণ্ডার নোটিস

বিষয়ঃ হলদিয়া রিফাইনারি সাইটে আনুমানিক ৫০০০ এম³ মাঝারি মোটা বালি সরবরাহ ও ডেলিভারি।

হলদিয়াস্থ হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্টের জন্য "হলদিয়া রিফাইনারি সাইটে আনুমানিক ৫০০০ এম³ মাঝারি মোটা বালি সরবরাহ ও ডেলিভারি"-এর কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত জেনারেল ম্যানেজার, হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্ট অব ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (রিফাইনারিজ ডিভিশন), হলদিয়া-পক্ষে প্রকৃত অভিজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডারের কাগজপত্র নিম্নোক্ত অফিসে দেখা যাইবে এবং এক প্রস্থ টেণ্ডারের কাগজপত্র বাবদ অফেরতযোগ্য নগদ ১০, টাকা (দশ টাকা) আদায় দিয়া ১-২-৭১ তারিখ হইতে ৬-২-৭১ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিনে অফিসের কাজের সময় তথা হইতে পাওয়া যাইবে।

অফিস অব দি চীফ এঞ্জিনিয়ার,
ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (রিফাইনারিজ ডিভিশন)
হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্ট
পোঃ অঃ হলদিয়া
জেলা মেদিনীপুর
পশ্চিমবঙ্গ

টেণ্ডার উপরোক্ত অফিসে ৮-২-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বেলা ৪টায় উপরোক্ত অফিসে টেণ্ডারদাতাদের উপস্থিতিতে টেণ্ডার খোলা হইবে।

টেণ্ডারের সঙ্গে জমা দেয় বায়নার পরিমাণ ৩,৫০০, টাকা।

কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া যে কোন বা সমস্ত টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিবার অধিকার জেনারেল ম্যানেজার, হলদিয়া রিফাইনারি প্রোজেক্ট, আই. ও. সি. লিঃ কর্তৃক সংরক্ষিত।

(৭২৫০)

কেনাকাটা

আঁটো-সাটো বাঁধা কপি

দুদিনের হঠাৎ বৃষ্টি আবার একটু ঠাণ্ডা নিয়ে এলো। সেই শীতে বাঁধা কপি এখন আরও আঁটো-সাটো আরও নিরেট। বুলেট মার্কা নিরেট বাঁধা কপি এক কেজি ৪০ পয়সা। শুঁটি বিনে বাঁধার ডালনা অচল। কড়াই শুঁটি এক কেজি ৮০ পয়সা। শুঁটি চাই, দু'চার পিস টমেটোও চাই। পাকা টমেটোর কেজি ৮০ পয়সা, বিট গাজর ৬০ পয়সা। বেগুন পয়লা নম্বর এক কেজি ৫০ পয়সা, সাদা ঘৃতকাঞ্চন সীম ৬০ পয়সা, লাউ পয়লা নম্বর চান তো ৩০ পয়সা। মিষ্টি কুমড়োর মেজাজ কিছু নরম, এক কেজি ৬০ পয়সা, মিষ্টি আলু ১ টাকা। ফুল কপি আর আমাদের মন পাচ্ছে না। ছোট একটা ১৫ পয়সা, বড় ৩০ পয়সা। ওল কপি বড় জোড়া ৫০ পয়সা। পালং তো এখন খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য, আর সস্তার জন্য। এক নম্বর এক কেজি ২০ পয়সা, মটর শাকের কেজি ৪০ পয়সা, বাছা খেসারি ৬০ পয়সা, লাউডগা এক আঁটি ২৫ পয়সা, মেথি শাক ৪ আঁটি ৬ পয়সা। কাঁচা লংকা ৫০ গ্রাম ১৫ পয়সা, পাতি লেবুর জোড়া ১০ পয়সা।

আঁটো-সাটো বাঁধা আপনাকে কই-এর চিন্তায় ঠেলে দিতে পারে। বাঁধা কপির ভিতরের পাতা, শুঁটি এবং কই মাছ। এ মিলনের তুলনা নেই। মেজাজি কই চান তো, দর এক কেজি ৮ টাকা, একটু ছোট ৭ টাকা, মাগুর ৭ টাকা, মাঝারি শোল ৪·৫০ টাকা। বাঁধার জন্য বিকল্পে চাইং-এর মাথা আছে। এক কেজি ৪ টাকা, পোনার মাথা ৪·৫০ টাকা। কাটা চাইং এক কেজি ৭·৫০ টাকা, আড় ৭ টাকা, বোয়াল ৬ টাকা। পোনা সেরা কোয়ালিটি ১০ টাকা, বঁধার ছড়াছড়ি অথচ হাতের কাছে গলদাকে পাচ্ছেন না। ছোট গলদাই এক কেজি ৮·৫০ টাকা, গোটা ভেটকি ৭ টাকা, বাগদা নেই, তপসেও নেই এর দলে। টাটকা ফলুই পাবেন। দর ৫·৫০ টাকা। ৫ টাকায় ভাল সাইজ লেদস পাচ্ছেন। বড় ট্যাংরা এক কেজি ৭ টাকা, বাচ্চা কাতলা ৫ টাকা। মৃগেলের বাচ্চা ৪·৫০ টাকা, মাঝারি চিংড়ি ৪ টাকা, পুঁটি ২·৫০ টাকা, ডিমের জোড়া ৫৬ পয়সা, কচ্ছপের মাংস ৪·৫০ টাকা।

বাঁধাকে যেভাবেই চালান, তার একটু তেল-মশলার দাবি থাকবেই। তেল এ সপ্তাহে কিছু খাতির করছে, এক কেজি ৬·১০ টাকা, বনস্পতি দু কেজির টিন ১২·৪৪ টাকা, ঘি এক কেজির টিন ১৫ টাকা। খাতির নেই মশলার কাছে। শুকনো লংকার কেজি ৫ টাকা, গোল মরিচ ১০ টাকা, ধনে ৪ টাকা, জিরা ৫·৫০ টাকা, হলুদ ৪ টাকা, পাঁচফোড়ন ৬·৫০ টাকা, মৌরী ৫ টাকা, আদা ২ টাকা, রসুন ৪·৫০ টাকা, কিসমিস ১৫ টাকা, গরম মশলা ১০ গ্রাম ১·৩০ টাকা। সুপারির বাজার চড়া। এক নম্বর কালা সুপারি ১২ টাকা, খয়েরের কেজি ২৪ টাকা।

হঠাৎ বৃষ্টি ঠাণ্ডা আনলো, কিছু কাদাও এনেছে। সেই কাদা এখন ধুলো হয়ে উড়বে। সুতরাং ব্যবস্থা রাখুন পাপোশের। রঙচঙে নারকেল ছোবড়ার মোলায়েম পাপোশ ছোট একখানা ২ টাকা, একটু বড় ৩·৭৫ টাকা, বেশ বড় ৪·৭৫ টাকা, দড়ির মজবুত একখানার দর ৩·৫০ টাকা, ৪·৭৫ টাকায় আপনি স্টীলের পাপোশ পাবেন। হাল ফ্যাশানের লিনোলিয়াম কার্পেট পাচ্ছেন। ২ মিটার বহর রানিং মিটারের দর ২৪ টাকা। কার্পেট দিয়ে রাজ্য ঢেকে কী হবে। গোলমাল যা দোর গোড়ায়। আপনি দরজা আগলে রাখুন।

—বাজার সরকার

পঃ বঙ্গ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতির নির্বাচন

পশ্চিমবঙ্গ পলিটেকনিক টিচারস ফেডারেশনের দশম বার্ষিক সম্মেলন ও এ বছরের জন্য কর্মকর্তা নির্বাচন গত ২৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিকাশ সিংহ। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন সভাপতি পদে শ্রীবিকাশ সিংহ। সাধারণ সম্পাদক শ্রীতাপস গাঙ্গুলী। তিন সম্পাদক পদেঃ সর্বশ্রী রতন চক্রবর্তী, শংকর ঘোষ, দেবব্রত রায়। সহ-সভাপতি পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন শ্রীআলোকময় লাহিড়ী।

ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া
নোটিস

ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার অফিসারদের সমিতিসমূহের ফেডারেশন কর্তৃক আরব্ধ আন্দোলনের ফলে ইহার অধিকাংশ অফিসে ক্লীয়ারিং স্থগিত সহ ইহার কাজকর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার দরুণ ইহার গ্রাহক ও জনসাধারণের যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার জন্য ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

গত দ্বিপাক্ষিক মীমাংসার ফলে কেরাণীদের বেতন-ক্রমের সংশোধনের পর অফিসারদের বেতনক্রম সংশোধনের জন্য এই আন্দোলন শুরু হইয়াছে। এ ব্যাপারে যে আন্দোলন শুরু করা হইল তাহাই দুঃখজনক। পরিচালক-মণ্ডলী সবসময়ই আলাপ-আলোচনা চালাইতে প্রস্তুত আছেন এবং বেতনক্রমের সংশোধন ১লা জানুয়ারি, ১৯৭০ তারিখ হইতে কার্যকর করা হইবে বলিয়া নিশ্চিতিও দেওয়া আছে।

আশা করা যায় যে, শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইবে এবং শীঘ্রই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে।

কলিকাতা, ৩০শে জানুয়ারি, ১৯৭১

(৭৭৮১)

রায়গঞ্জে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী সভা ৬ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব সংবাদদাতা

বালুরঘাট, ৩১ জানুয়ারি—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ৬ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টায় কর্ণঝোরা ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা দেবেন। এই সঙ্গেই পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় নব কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার শুরু হবে। প্রধানমন্ত্রী ওইদিন ৪টি নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেবেন।

এখানে উল্লেখ্য নব কংগ্রেস এই জেলার বিধানসভার ১১টি আসনে এবং লোকসভার দুটি আসনেই প্রার্থী দিচ্ছে।

এলুমিনিয়াম ড্রস, কস্টিক সোডা ড্রাম শীট, ব্যবহৃত পিচ ড্রাম ক্রয়ের জন্য এপ্রিল ১৯৭১—মার্চ ১৯৭২ সময়ের নিমিত্ত রেট কণ্ট্রাক্টে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক পক্ষগণকে নিম্নবর্ণিতের সহিত যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছেঃ

দি কমার্সিয়াল একজিকিউটিভ,
এলুমিনিয়াম কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ
৭, কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা—১
ফোন নং ২৩-৬১৮১

হুগলী জেলার, হরিপাল গ্রামের
ডাঃ নরহরি সিংহ রায়
বলেন:

"কুপারই সবচেয়ে ভালো কাজ করছে"

এ যাবৎকাল, প্রায় ৪/৫ বছর যা সার্ভিস কুপার দিচ্ছে, তাহাতে ইঞ্জিনের ক্ষয় বা ক্ষতি কিছুই হয় নাই। এমন কি একটি পার্টসও খুলিতে হয় নাই। জল প্রচুর পরিমানে তুলিতেছে। কুপারই বর্তমানে সবচেয়ে ভাল কাজ করছে।

COOPER
কুপার ইঞ্জিনীয়ারিং লিমিটেড
৬৫৮ জে. এম্. রোড, পুনা-৪।

Shilpi CE-19a/70 (Haripal-Hoogly)

পশ্চিমবঙ্গের অনুমোদিত ডীলার:
রাজেন্দ্র এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী
১২, বেণ্টিংক হাউস
পি-১৫, বেণ্টিংক স্ট্রীট, কলিকাতা—১

পোঙ্গল-এর সুবিরাট উপহার ...

বিশেষ পুরস্কার ৩০ লক্ষ টাকা

একটি বিশেষ ১ম পুরস্কার (১০টি সিরিজ মিলাইয়া) — ১০ লক্ষ টাকা
দুটি বিশেষ ২য় পুরস্কার প্রতিটি ৫ লক্ষ টাকা (প্রতি ৫টি সিরিজের জন্য ১টি) — ১০ লক্ষ টাকা
পাঁচটি বিশেষ ৩য় পুরস্কার প্রতিটি ২ লক্ষ টাকা (১০টি সিরিজ মিলাইয়া) — ১০ লক্ষ টাকা

প্রচলিত পুরস্কার ৩৫ লক্ষ টাকা

মোট পুরস্কার ৬৫ লক্ষ টাকা — ৬১১৮টি পুরস্কার

বিরাট পোঙ্গল র‍্যাফল খেলায় লক্ষ লক্ষ টাকা জেতবার জন্যে তামিল নাড়ু সরকার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন

খেলার তারিখ ৮-২-১৯৭১

আজ পর্যন্ত তামিলনাড়ু র‍্যাফল ২০৮ জন লক্ষপতি সৃষ্টি করেছেন!

মাত্র দুটি টাকা খরচ করে আপনিও লক্ষপতি হতে পারেন!
প্রতি টিকেট মাত্র ২, টাকা। টিকেট বিক্রি হচ্ছে! এখনই কিনুন!

তামিল নাড়ু র‍্যাফল
টিকেট কিনুন

ডিরেক্টর অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিসিটি, গভর্নমেন্ট অফ তামিল নাড়ু, মাদ্রাজ-৯ কর্তৃক প্রচারিত।

যে-কোন রাজ্য কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার অপেক্ষা বিরাটতম

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
সোমবার ১৪ মাঘ ১৩৭৭

দিনের বাণী

হাঁড়িতে ভাত ফুটছে! আলু বেগুন লাফাচ্ছে। ছোট ছেলে বলে, আলু বেগুনগুলো আপনি নাচছে। জানে না যে নীচে আগুন আছে! মানুষ বলে, ইন্দ্রিয়েরা আপনি কাজ করছে! ভিতরে যে সেই চৈতন্যস্বরূপ আছে তা ভাবে না! —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

বাঁচার লড়াই

পশ্চিমবঙ্গকে মজাইয়াছে হাজা-মজা নদ-নদী, খাল-বিল। বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষ-বাস সূর্তির খেলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে মজা নদী আর বুজিয়া-যাওয়া খালের দরুন। চাষ যদি বা মেহনত করিয়া চাষী করিল, হঠাৎ মূর্তিমান অভিশাপের মতো কোথা হইতে শুকাইয়া-আসা নদী আর খালে বান আসিয়া সব নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল। অত সাধের ফসল তো গেলই, সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিপাটাও। পরের মরশুমে আবার যে ফসল ফলাইবার উদ্যোগ কৃষাণ করিবে তাহার সুযোগও রহিল না। ক্ষতি কেবল চাষ ও চাষীর নয়, বণিক-সদাগরেরও। মহানগরীর আশে-পাশে খালগুলি যতদিন মজিয়া যায় নাই, যতদিন সে সব নদীর মতো গাঙে জোয়ার-ভাঁটা খেলিত ততদিন সেগুলি দিয়া বিরাট নৌকা-বোঝাই নানা জিনিসপত্র বাহির হইতে কলিকাতার বাজারে আসিয়া পৌঁছিত। তাহাতে লাভ হইত শহরবাসীদের তো বটেই, গ্রামবাসীদেরও। ভিন্ন জেলা কেন সুদূর আসাম ও পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হইত জলপথে। আজ সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। পূর্ববঙ্গ আজ বিদেশ আর আসাম স্বদেশ হইলেও জলপথে যোগাযোগ প্রায় যায়-যায়।

মজা নদী আর খাল কলিকাতার কাল হইয়াছে বলিলেই চলে। ভাগীরথী আজও মজিয়া যায় নাই বলিয়াই রক্ষা। নহিলে এ শহরও ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই লইত। ভাগীরথীর অবস্থাও বিশেষ সুবিধার নয়। ক্রমাগত পলি পড়িয়া তাহার খাত ভরাট হইয়া যাইতেছে, এখানে-ওখানে চড়া পড়িতেছে, নাব্যতাও দিনের পর দিন কমিতেছে। তবু যাহাই হউক ভাগীরথী এখনও বহতা নদী, আর ফরাক্কা প্রকল্পের রূপায়ণ সম্পূর্ণ হইলে তাহার রূপও বদলাইবে। কিন্তু কলিকাতার জল-নিষ্কাশনব্যবস্থার উন্নতি না হইলে তো এ শহর টিঁকিবে না। লোকের বসতি তো এ মহানগরে কমিতেছে না, ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। দিনটা এখানে কোনও মতে কাটাইয়া রাত্রে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরেন এমন দৈনন্দিন অভিযাত্রী তো কলিকাতায় বিস্তর। জঞ্জাল ও ময়লা জল যতটা প্রত্যহ জমিতেছে ততটা বাহির হইয়া যাইবার সুবন্দোবস্ত কই? আর কলিকাতার উপকণ্ঠে যেসব খাল-নালা অযত্নে মজিয়া যাইতেছে বা গিয়াছে তাহাদের পুনরুদ্ধার করিতে পারিলে বেশ খানিকটা সুরাহা হয়। জল যে জীবন সে কথাটা কলিকাতার বাসিন্দারা অন্তত হাড়ে-হাড়ে বুঝিতেছে।

কী করিলে কী হয় সে কথাটা নয়াদিল্লি কিংবা রাইটার্স বিল্ডিং কাহারও যে অজানা ছিল এমন নয়। কিন্তু জানা থাকিলে কী হয়, সে জ্ঞান অনুসারে কার্য তো আর হয় নাই। তর্কবিতর্ক বাদ-প্রতিবাদের বান ডাকিয়াছে, মাঝে মাঝে কাজের পরিকল্পনাও হইয়াছে। কিন্তু মাটি-কোদালে এক হয় নাই। তবে এতদিনে মনে হইতেছে হাওয়াটা যেন ফিরিয়াছে এই একান্তর সনে। এক দিকে মজা দামোদরে জল নামাইবার আয়োজন চলিতেছে, অন্য দিকে কৃষ্ণপুরে খাল আর আদি-গঙ্গাকে বাঁচাইবার। এখন আর নকশা কিংবা পরিকল্পনা নয়, কাগজের রেখা ধীরে ধীরে মাটির বুকে জাগিয়া উঠিতেছে গভীর খাল কিংবা জলনিকাশী বাঁধের রূপ লইয়া। কল্পনা ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে। হাজার লোকের আজ প্রত্যাশা মরা দামোদর আবার বাঁচিয়া উঠিবে, তাহার দানের অজস্রতায় দুই কূল আবার ভরিয়া উঠিবে অথচ তাহার পাগলামি চাষীর চোখে দুঃখের বান আর নামাইবে না, উদয়াস্ত খাটিয়া যে ফসল চাষী ফলাইবে সে তাহা নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে পারিবে, মরা দামোদরে শুধু নয় তাহার কূলেও নবীন প্রাণের সঞ্চার হইবে।

কাজ যেমন মজা দামোদরেও শুরু হইয়াছে তেমনই হইয়াছে কৃষ্ণপুর খালে, আর টালির নালায় অর্থাৎ কলিকাতাবাসীর এককালের সাধের আদি-গঙ্গায়। কৃষ্ণপুর খাল আর আদি-গঙ্গা যদি গভীর করিয়া কাটা হয় তাহা হইলে মহানগরের জল-নিষ্কাশন লইয়া কী পৌরসভা কী রাজ্য সরকার কাহাকেও বিব্রত হইতে হইবে না। কৃষ্ণপুর খালে ফাউ হিসাবে একটা বাণিজ্যের উপযোগী জলপথ পাওয়া যাইবে। সি-এম-ডি-এ যে এ শহরকে বাঁচাইয়া তুলিবার কাজে হাত দিয়াছেন সেজন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ। কাজ তাঁহাদের যে চালে চলিতেছে সেটা আর যাহাই হউক গদাই-লস্করী যে নয় সেটা বেশ দেখা যাইতেছে। যদি তাঁহারা যথাসময়ে কাজটা সারিয়া ফেলিতে পারেন তাহা হইলে তো তাঁহারা একটা কাণ্ড করিয়া বসিবেন। দামোদরের মজা বুকে প্রাণের সাড়া জাগাইবার জন্য স্বেচ্ছাশ্রমে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন, নূতন ইতিহাস তাঁহাদের কোদালের মুখেই লেখা হইতেছে। লড়াই ছাড়া অবহেলিত মানুষের বাঁচার পথ নাই। তবে সে লড়াই যে লাঠিসোটা ছুরি বন্দুক না লইয়াও করা যায় সেটাই দেখাইয়াছেন হাজার হাজার স্বেচ্ছা-শ্রমিক দামোদর এলাকায়।

ডাকের থলি

দুইজন ফরাসী পোস্টম্যান এক "অভিনব" যানে চড়িয়া ডাক বিলি করিতে বাহির হইয়াছিলেন। সাইকেল, মোটরগাড়ি কিংবা উড়োজাহাজ নহে, থলি কাঁধে তাঁহারা একটি বেলুনে সওয়ারী হইয়াছিলেন। এই জেট আর রকেটের যুগে মানুষ যখন অহরহ আকাশ-মহাকাশ তোলপাড় করিয়া ফিরিতেছে তখন প্যারিসের মাথার উপরে বেলুন,—আজব কাণ্ড বটে! বেলুন আজ আর অত্যাশ্চর্য যন্ত্র নয় বলিয়াই এক দিক হইতে ভিড়ের আকাশে হঠাৎ তাহার আবির্ভাব চমকপ্রদ ব্যাপার। ফরাসী ডাক-বিভাগ অবশ্য ইচ্ছা করিয়াই এই চমকের সৃষ্টি করিয়াছেন। বেলুনে ডাক-বিলির এই উদ্যোগ বস্তুত অতীতের স্মৃতিচারণ। ১৮৭১ সনে প্রুশিয়ানরা যখন প্যারিস অবরোধ করে তখন ফরাসীরা এই বেলুনের সাহায্যেই ডাকব্যবস্থা চালু রাখিয়াছিলেন। শতবর্ষ পরে অতএব ডাকের থলি লইয়া আবার আকাশে উড়িয়াছে বেলুন। এই স্মারক কার্যত—একাধারে তিন ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন বহন করিল; বেলুনের, ডাকব্যবস্থার এবং প্রুশিয়ান অবরোধের।

বেলুন এবং ডাকবিলি—দুই-ই সভ্যতার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সভ্যতা, বলা চলা, কৈশোর হইতেই আকাশে উড়িবার স্বপ্নে বিভোর। গ্রীক পুরাণের ইকারাস হইতে শুরু করিয়া লিওনার্দো, জুল ভার্ন—স্বপ্নদর্শী ছিলেন অনেকেই। কিন্তু বাস্তবে বেলুন আকাশে ওড়ানো সম্ভব হয় মাত্র সেদিন,—সপ্তদশ শতকে। বেলুনে চড়া মানুষ তাহারও অনেক পরের ঘটনা। ইউরোপে সে অভিযাত্রীদের আবির্ভাব অষ্টাদশ শতকে। স্বভাবতই বেলুনে চড়িয়া ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া—সেদিন বিশ্ব-আলোড়নকারী সংবাদ। গর্বের কথা এই, উনিশ শতকে কলিকাতাও বেলুন উড়াইয়া এবং চড়িয়া রকমারি আমোদ ও উত্তেজনা পোহাইয়াছে। এ-বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন অবশ্য স্থানীয় ইউ-রোপীয়রা। কিন্তু বাঙালীও যে পিছপা ছিলেন না তাহাও সর্বজনবিদিত। জাতীয়-মেলার আমলে "ন্যাশন্যাল নব-গোপাল মিত্রে"র উদ্যোগে নারকেল-ডাঙ্গা হইতে রামবাবুর বেলুনে-ওড়া তৎকালে এক ঘরে ঘরে আলোচ্য কীর্তিকথা। চিরকুমার সভায়ও তাহার প্রতিধ্বনি। তাহার পর নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া বেলুন আজ অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে,—কিন্তু স্মৃতি যে এখনও লুপ্ত হয় নাই তাহার প্রমাণও আছে। কিছুকাল আগে দিল্লিতে এক বেলুন-ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্যারিসের সংবাদ জানাইল—বেলুন-পাগল এখনও অন্যত্রও আছেন।

ঘোড়া-পালকি-পায়রা-পদাতিক হইতে কৃত্রিম উপগ্রহ — ডাকব্যবস্থায়ও নানা যুগান্তকারী কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। কখনও কখনও বেলুনও অবশ্য এ ব্যাপারে মানুষের সহায়ক হইয়াছে। শুধু বেলুন কেন, দ্রুত সংবাদ আদানপ্রদানের জন্য মানুষ কখনও কখনও আরও নানা অবিশ্বাস্য কাণ্ডও করিয়াছে। মেঘ বা হাঁসকে "দূত" নিয়োগ করার কথা বলা হইতেছে না, এক সময় আমাদের এই দেশে রকেট মাধ্যমে ডাক পাঠাইবার কৌশলও নাকি অবলম্বিত হইয়াছিল। সেটা খুব বেশী দিন আগের কথা নহে, ১৯৩৬ সনের কথা। স্টীফেন স্মিথ নামে একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান রকেটযোগে জাহাজ হইতে ডাঙায় ডাক পাঠাইয়া সমগ্র বিশ্বে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কলিকাতায়, সাগরদ্বীপে এবং অন্যত্র এ বিষয়ে কয়েকটি সফল পরীক্ষা চালানো হয়। স্মিথ সাহেব এমন কী রকেটযোগে একবার দুইটি মুরগিকেও নদীর এ-পার হইতে ও-পারে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার বাসনা ছিল রকেটের সাহায্যে দূরবর্তী দুর্গম এলাকায় ডাক-প্রেরণের নিয়মিত ব্যবস্থা করা। আজ বেলুন বা রকেট—কোনও কিছুই ভারতের কাছে অজ্ঞাত নহে। নানা কাজে অনবরত রকেট উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, বেলুন আকাশে উড়িতেছে। কিন্তু ডাকব্যবস্থা বোধ হয় এখনও নানা এলাকায় কার্যত সেকালেই রহিয়া গিয়াছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে বেলুনে চড়িয়া ডাকবিলি আজিকার ফরাসী দেশে যতো উদ্ভট কাণ্ড বলিয়াই মনে হোক, এ দেশে কেহ যদি সে-জাতীয় কোনও পরি-কল্পনা করেন তবে স্বদেশী-যুগের রামবাবুর মতোই তিনি বোধ হয় বিবেচিত হইবেন—জাতীয় বীর!

যৎকিঞ্চিৎ

পশ্চিমবঙ্গের বিধিবদ্ধ রেশন-এলাকায় মাঝে মাঝে যে নিম্নমানের চাল সরবরাহ করা হয়, তাহা মানুষের খাদ্যের উপযোগী নয়। পশ্চিমবঙ্গের সংগৃহীত চালে এই রাজ্যের রেশন-এলাকার চাহিদা পূরণ হয় না। ভিন্ন রাজ্য হইতে আনা চালের মধ্যে অনেক নিম্নমানের চাল থাকে বলিয়া রাজ্য সরকারের খাদ্য-দপ্তর জানাইয়াছেন। ভবিষ্যতে যাহাতে ভিন্ন রাজ্য হইতে নিম্নমানের চাল পশ্চিমবঙ্গে পাঠানো না হয়, সে-জন্যও কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে। মানুষের খাদ্য হিসাবে রেশন-দোকান হইতে যে চাল বিক্রয় করা হইতেছে,

রেশনের চাল

তাহার গুণাগুণ পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা বর্তমানে নাই। ফলে মানুষের খাদ্য হিসাবে সরকার যাহা বিক্রয় করিতেছেন, তাহা অনেক সময় মানুষের খাওয়ার উপযোগী নয়। সমস্যাটি ভিন্ন রাজ্যের ঘাড়ে চাপাইয়া সরকারের পক্ষে দায়িত্ব এড়ানো ঠিক নয়। কারণ হুগলি জেলার ধানের চালেও কাঁকর পাওয়া যায়, পশ্চিমবঙ্গের চালকল ও সরকারী গুদামগুলিতে চাল মজুত রাখার সময় অনেক চাল নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার পরেও রেশন-দোকানের মারফত ওই চাল বিক্রয় করা হয়। রাজ্য সরকারের খাদ্য-দপ্তরে তো কিছু উদ্বৃত্ত কর্মী আছে, ওই কর্মীদের গুদাম ও রেশন-দোকানে চাল ও গম পরীক্ষার কাজে কি লাগানো যায় না?

আকাশে-চুরি

'পুকুর-চুরি'টা কথার কথা, কিন্তু আকাশে বিমান চুরি এখন অহরহ ঘটনা। ভারতবর্ষের আকাশ এতদিন নিরুপদ্রব ছিল, এখন সেখানেও ঘটলো দিনে দুপুরে ডাকাতি। একটি ভারতীয় বিমান যাত্রী সমেত চলে গেল লাহোরে।

'হাইজ্যাকিং' শব্দটা এখন খবরের কাগজে প্রায়ই চোখে পড়ে। যদিও অভিধানকাররাও এখনো শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নিশ্চিত নন। চোর ডাকাতদের মুখে মুখে তৈরি হয় অনেক শব্দ, পরে তার কিছু কিছু স্বীকৃতি পেয়ে যায়। আমেরিকার বড় বড় হাইওয়েতে এক সময় যারা বাটপাড়ি করতো, তাদেরই বলা হতো হাইজ্যাকার। গোপন চোলাই মদের চালান লুট করা ছিল এদের প্রধান কাজ। বিমান চুরির ব্যাপারটা এমনই হাল আমলের যে এর জন্য কোনো ভাষাতেই কোনো শব্দ নেই—অগত্যা চলে এলো হাইজ্যাকিং, এখন আবার কেউ কেউ সেটা বদলে বলছেন স্কাইজ্যাকিং।

এই উৎপাত শুরু হয়েছে ছ' সাত বছর ধরে। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই, পৃথিবীর সবচেয়ে দামী যানগুলি চুরি করাই যেন সবচেয়ে সহজ কাজ। যে-কোনো একজন যাত্রী পকেটে একটি রিভলভার নিয়ে উঠে পাইলটকে ভয় দেখালেই হলো, অন্যান্য যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য পাইলট আর কোনো রকম ঝুঁকি নিতেই সাহস পান না।

বিমান চুরির সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা উপকূলে। মিয়ামি থেকে কোনো বিমান উড়লে তার অভীষ্ট জায়গায় পৌঁছুবার কোনোই স্থিরতা নেই। একটুখানি সাগর পেরুলেই কিউবা। মারকিন দেশ ছেড়ে যারা কিউবা-তে রাজনৈতিক আশ্রয় চায়, তাদের পক্ষে সবচেয়ে সহজ উপায়, একটা বিমানে উঠে পড়ে পাইলটকে ভয় দেখানো। ব্যাপারটা এমন নিত্যনৈমিত্তিক যে, আর উত্তেজনাও বিশেষ ঘটে না। অনেক সময় এইরকম সংলাপ শুনতে পাওয়া যায়ঃ পাইলট জানালেন মিয়ামির কনট্রোলকে, ওহে, আমার বউকে বলে দিও, আজ রাত্তিরে বাড়ি ফিরবো না! কণ্ট্রোল জিজ্ঞেস করলো, কেন? কি হলো আবার?

—আর কি! কানের কাছে একটা ছোঁড়া পিস্তল নাচাচ্ছে! চল্লুম কিউবায়!

দক্ষিণ আমেরিকার ছোট ছোট দেশগুলিতেই বিমান চুরির ঘটনা প্রায়ই ঘটে। সরকারবিরোধী দলগুলি সরকারকে নাজেহাল করার এই সহজ উপায়টি বেছে নিয়েছে।

হাইজ্যাকিং বন্ধ করার জন্য পৃথিবীর বাঘা বাঘা দেশের হোমরা-চোমরা লোকেরা অনেক মাথা ঘামিয়েছে, এ পর্যন্ত কোনো উপায় বার করতে পারেনি। যাত্রীদের প্রাণের নিরাপত্তার প্রশ্নটি সবচেয়ে বড়। প্রত্যেকটি যাত্রীর শরীর তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখাও অবাস্তব ব্যাপার। বিমান চুরি একমাত্র বন্ধ হতে পারে, যদি পৃথিবীর সব কটি দেশ একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিমান চোরকে কেউ আশ্রয় দেবে না। কিন্তু পৃথিবীর সবকটি দেশ যদি মিলেমিশে একমত হতে পারতো, তা হলে তো স্বর্গ এখানেই, এখানেই—

ইদানীং কালে চমকপ্রদ বিমান চুরির ঘটনাগুলি ঘটেছে এশিয়াতেই। কয়েক মাস আগে ইরান থেকে তিনজন কলেজের ছাত্র একটা বিমান নিয়ে গিয়েছিল আলজিরিয়ায়। তার পরেই ইজরাইলবিরোধী আরব কমানডো এবং আল ফাতা দল একসঙ্গে পাঁচখানা বিমান নামিয়ে দিল মরুভূমিতে, যাত্রীদের বন্দী করে রাখলো। একটি বহুমূল্য বিমান ধ্বংস করে দেওয়া হলেও সুখের বিষয়, যাত্রীরা প্রাণে বেঁচেছিল।

ঐ বিপ্লবে দলের নেত্রী ছিল এক সুন্দরী যুবতী। সেই দুঃসাহসিকা লায়লা ধরা পড়েছিলেন লনডনে। সব-চেয়ে মজার ব্যাপার হয়েছিল এই যে, শ্রীমতী লায়লাকে যখন মুক্তি দিয়ে বিমানে দেশে পাঠাবার প্রস্তাব করা হয় তিনি রাজি হননি বিমানে চড়তে। তিনি যে বিমানে আসবেন, যদি সেটা আবার অন্য কেউ চুরি করে নিয়ে যায়।
—নীল উপাধ্যায়

রাষ্ট্রপতি সকাশে ফিজির প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি—ফিজির প্রধানমন্ত্রী স্যার কাসিমেন মারা আজ রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর পূর্বে তিনি চতুর্ভাপুর গ্রামে যান এবং সেখানকার সমাজ উন্নয়ন ও কৃষি উন্নয়নের কাজ দেখেন।

বিকালে তিনি নেহরু স্মারক মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন।

স্যার কাসিমেন সোমবার বোম্বাই যাত্রা করবেন। —পি টি আই

'আমরা নির্দল'

সংসদীয় রাজনীতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নির্দলদের শক্তি দ্রুত কমে এসেছে। বিশেষ করে প্রথম দুটি সাধারণ নির্বাচনে নির্দলপ্রার্থী মূল প্রতিদ্বন্দ্বী না হলেও ভোট ভাগাভাগির ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে নির্দল প্রার্থী থাকায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের একজনের জয়ের পথ সহজ হয়েছে এবং অপর একজনের পরাজয় ঘটেছে। মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া হত নির্দল প্রার্থীরা কংগ্রেস এবং কংগ্রেস বিরোধী ভোটে ভাগ বসিয়েছেন।

আবার এটাও ঠিক নির্দলের প্রভাব তখন খুব কমও ছিল না। ব্যক্তিত্বের মূল্য কিংবা ব্যক্তিবিশেষের প্রভাব দলের দাপট মুছে দিতে পারেনি। প্রথম নির্বাচনে এমন অনেক কেন্দ্রে দেখা গিয়েছে, বামপন্থী দলগুলি নির্দল প্রার্থীদের সমর্থন জানিয়েছে। যেমন, উত্তর-পশ্চিম কলকাতা লোক-সভা কেন্দ্রে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বামপন্থী ফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন শ্রীমোহিত মৈত্র। পরে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহার সমর্থনে শ্রীমৈত্র নির্বাচন প্রার্থী হিসাবে নাম প্রত্যাহার করে নেন।

বিধানসভার নির্বাচনেও নির্দল প্রার্থীদের প্রভাব অনেক কেন্দ্রে বড় বড় রাজনৈতিক দলের চেয়েও বেশি ছিল। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে হুগলির খানাকুল কেন্দ্রে কংগ্রেসপ্রার্থী তদানীন্তন খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন নির্দল প্রার্থী ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালের কাছে পরাজিত হন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সারা পশ্চিমবঙ্গে বিধান-সভার প্রার্থী হিসাবে ডাঃ পাল সবচেয়ে বেশি ভোট পান এবং সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন। নির্দল-প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন ২৩৮টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ১৪টি কেন্দ্রে। এঁদের মধ্যে ডাঃ পাল ছাড়াও ছিলেন শ্রীআলামোহন দাস এবং নদীয়ার শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন বামপন্থী দলের শক্তি বাড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে নির্দল প্রার্থীর প্রভাব কমে আসে। অনেক নির্দল ব্যক্তি রাজনৈতিক দলের সমর্থনে প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় নামেন। তবে কোন দলের সমর্থন না নিয়ে সম্পূর্ণভাবে নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত হন ৮ জন।

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের মুখে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটে যায়। শাসক দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বামপন্থী জোটও কিছুটা শক্তিশালী। ওই সময়ে পৌর নির্বাচনেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক মনোভাব এবং কর্মসূচী নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন। এ সব সত্ত্বেও তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে নির্দল প্রার্থীদের ফলাফল খুব খারাপ দাঁড়ায়নি। সেবার নির্বাচিত হন সাত জন।

প্রথম তিনটি নির্বাচনে নির্দল প্রার্থীরা গড় ভোট পান যথাক্রমে ২,৪৬১; ৪,২৯৩ এবং ৩,৬৯৩। শত-করা হার ১৯·৭; ১৪·১ এবং ১২·৬ ভাগ।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন এবং অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বিজয়ী নির্দল প্রার্থীদের অধিকাংশই ছিলেন কংগ্রেস দলত্যাগী কিংবা কংগ্রেস বিরোধী। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন ৯ জন নির্দল প্রার্থী। কিন্তু নির্দল প্রার্থীদের শোচনীয় ফলাফল দাঁড়ায় অন্তর্বর্তী নির্বাচনে। মোট প্রার্থী ছিলেন ৭৩ জন। নির্বাচিত হন ২ জন। তিনটি জেলায় পশ্চিম দিনাজপুর, হাওড়া এবং বর্ধমান—কোন নির্দল প্রার্থী ছিলেন না। বাকি তেরটি জেলার মধ্যে সব-চেয়ে বেশি নির্দল প্রার্থী ছিলেন ২৪ পরগণা ও কলকাতায়—১৭ এবং ১৬ জন। অন্যান্য জেলার মধ্যে কোচবিহারে ২, জলপাইগুড়িতে ৮, দারজিলিং ৩, মালদহ ১, মুরশিদাবাদ ৩, নদীয়া ৬, হুগলি ৫, মেদিনীপুর ৪, পুরুলিয়া ৫, বাঁকুড় ৪ এবং বীরভূমে ২ জন। ৭৩ জন নির্দল প্রার্থী মোট ভোট পান ১,৩০,৮১০। এর মধ্যে ১০০-র কম ভোট পেয়েছেন ৫ জন। ১০১ থেকে ৫০০ ভোট—২৬ জন। ৫০১ থেকে ২ হাজার—২৬ জন। ২০০১ থেকে ৫ হাজার—১০ জন। ৬ হাজার থেকে দশ হাজার—৪ জন এবং দশ হাজারের বেশি ভোট পেয়েছেন ২ জন।

নির্বাচিত ২ জন নির্দল সদস্য হলেন মুরশিদাবাদের। দুজনই কংগ্রেস দলত্যাগী। এঁদের একজন কান্দি থেকে নির্বাচিত শ্রীজগদীশ সিংহ পরে নব কংগ্রেসে যোগ দেন। আর একজন খুদা বকস নির্বাচিত হয়েছিলেন বেল-ডাঙ্গা কেন্দ্র থেকে।

নিশীথ দে

সিলেটী-"সাগা"

সত্যপীর

এই পর্যায়ের কীর্তনকাহিনী (সাগা)-র কালি ভালো করে শুকোবার পূর্বেই দেখি হঠাৎ আমি সিলেটীদের মাঝখানে। তবে খাস সিলেটে নয়, লণ্ডনে! এবং বিরাট লণ্ডনের সব কটা সিলেটী রেস্তরাঁ চষতে হলে পুরো পাক্কা ছ'টি মাস লাগার কথা।

প্রথম যেটিতে গেলুম, সেটা নিতান্তই যোগাযোগের ফলে। লণ্ডনে যে এ্যারপর্টে নাবলুম সেখান থেকে খাস লণ্ডন নিদেন ত্রিশ মাইল দূরে। তিন জন পরিচিতের ঠিকানা নোটবুকে টোকা ছিল। এক সহৃদয় ইংরেজকে সে-তিনটে দেখিয়ে শুধোলুম, সবচেয়ে কাছে পড়ে কোনটা। এক ঝলক দিঠি হেনেই বললে, "গঙ্গা" রেস্তরাঁ। তাই সই। গেল বছরে যখন ওর মালিক পঁচিশ বছর লণ্ডনে কাটিয়ে বাপ-মাকে দেখতে দেশে আসে তখন আমাকে জোর নিমন্ত্রণ জানিয়ে বলে, তার রেস্তরাঁ আছে, ফ্ল্যাট আছে; আমি যদি দয়া করে পদধূলি—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।

কোথায় কি? আমি ভেবেছিলুম, সেই যে চল্লিশ বছর পূর্বেকার টিল-বারি ডকের সিলেটী রেস্তরাঁ—যার কাহিনী আপনাদের শুনিয়েছি—সেই ধরনের গরীবগুরবোর "অটেল"ই (হোটেলের সিলেটী উচ্চারণ; তবে সিলেটীতে এ্যাকসেন্ট আছে বলে সেটা পড়বে "অ"-র উপর) হবে। তবে কি না, নিতান্ত মহারানীর আপন নগরের মধ্যিখানে থানা গেড়েছে যখন, তবে হয়তো দেয়াল ছাদে দু' এক পলস্তরা পাউডার-রুজ মাখিয়ে নিয়েছে।

কোথায় কি? পরিপাটি ছিমছাম পশ্, শিক্। বাদবাকি সব-কিছু পর্যবেক্ষণ করার পূর্বেই দূর থেকে মালিক ("অটলালা"=হোটেলওয়ালা) আমাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসেছে। "আউকা, আউকা; বউকা বউকা" (আসুন, আসুন; বসুন, বসুন)। তারপর দিলে ছুট রেস্তরাঁর গর্ভ-গৃহের দিকে—পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য বউকে নিয়ে আসতে।

টেবিল-ক্লথ, ন্যাপকিন মুরমুরে পয়লা নম্বরী আইরিশ লিনেনের, ফুলদানীতে যেন বাগান থেকে সদ্য-তোলা, শিশির-ভেজা গোলাপ, ছুরি-কাঁটা তথা যাবতীয় কাটলারি যেন মোগল আমলের খাঁটি রুপোর, আর গেলাস-বোল এমনই স্বচ্ছ যে ভয় হল যে দুর্যোধনের মত স্ফটিককে জল ভেবে, আমিও এ-গুলোর দু' একটা দেখতে না পেয়ে ভেঙে ফেলি!

ডান দিকে কাঁচে ঘেরা একটি চৌকো কুঠরি। ভিতরে সারি সারি শেলফে সাজানো দুনিয়ার খাসা খাসা মদ্যাদি। বোতলের আকার-প্রকার রঙ-লেবেল দেখেই বোঝা যায়। কুঠরির মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি খাপসুরৎ জোয়ান ছোকরা ন্যাপকিন দিয়ে ওয়াইন শ্যাম্পেন: বিয়ার-মাগ, সাফসুৎরো করছিল এবং মাঝে মাঝে আমার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছিল। ছোকরার মুখের আদল দেহের গঠন সিলেটীর মত। কিন্তু রঙটা? গোরাদের মত ফর্সা নয়, আবার সিলেটীর মত শ্যাম-হলদেও নয়। সমাধান কিন্তু সহজ। গলা বাড়িয়ে সিলেটীতে শুধোলুম, "ভাই সাহেব, আপনার দেশ কোথায়?"

গোটা কয়েক গেলাস ভেঙে ফেলে ছিল আর কি! গলার আওয়াজ হোঁচট খেতে খেতে, খাবি খেয়ে খেয়ে, পাঁড়-মরি হয়ে বললে "জী, জী, জী; আমি সিলেটের, ফেঁচুগঞ্জের।......এখানে যারা কাজ-কাম করে সবাই সিলেটী।" (আমরা মারওয়াড়িদের দোষদি; তারা শুধু দেশের ভাইয়াদেরই চাকরী দেয়; সমস্যাটার সমাধান এখনো করতে পারিনি।)

ইতিমধ্যে মালিক এসে গেছেন। তাঁর গৃহিণীর—মেমসাহেবার—প্রথম কথা কটি শুনেই আমার মনে সন্দেহ হল, যদিও এঁর ইংরিজি উচ্চারণ উত্তম—অন্তত আমার চেয়ে ভালো—তবু ইনি বোধ হয় কণ্টিনেন্টাল। ভারী মিষ্টি স্বভাবের, লাজুক, স্বল্পভাষী রমণী। মালিকের মাথায় হঠাৎ কি যেন আচমকা ভাবোদয় হল। বললে, "আপনি তো একদা জরমনিতে পড়া-শুনো করেছিলেন; এখনো নাকি ঐ দেশের ভাষা বলতে পারেন। ইনি (বউয়ের দিকে তাকিয়ে) খাঁটি জরমন।"

এ্যাত ক্ষ্যাণ ব্যাললেই হত। মেমও সঙ্গে সঙ্গে জরমন বলতে আরম্ভ করলো। ওর উচ্চারণ থেকে মনে হল সে ভ্যুরটেমবের্গ প্রদেশের মেয়ে।

সোমদেবের চরম কৃপাই বলতে হবে! যে-প্লেনে জরমনি থেকে লণ্ডন এসেছিলুম সেটাতে ঐ ভ্যুরটেমবের্গ প্রদেশের মোলায়েম ওয়াইন সস্তায় বিক্রী হচ্ছিল। লণ্ডনে পৌঁছে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ডেরা পাবো, তা তো জানিনে। যদিস্যাৎ কাজে লেগে যায়। তাই এক বোতল কিনে নিয়ে-ছিলুম। আর যাবে কোথা! এক কোণে ডাঁই করে রাখা লাগেজ থেকে বোতলটি বের করে ম্যাডামের সামনে রেখে বললুম, "এই নিন! ৎসুম্ ভোল জাইন, আ ভৎরু সাঁতে, হিয়ার ইজ্ টু ইউ"—এসব তান্ত্রিক মন্ত্রের অর্থ আমি এখনো সঠিক জানিনে; তবে মোটামুটি দাঁড়ায় "ইটি পান করে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হোক," "আপনার সর্বমঙ্গল হোক" ইত্যাদি। উভয়পক্ষ উভয়ের একই মঙ্গল কামনা করেন। মদ্য পান করে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় কি না জানিনে—শুনেছি গত যুদ্ধে ফ্রান্স হেরে যাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট পেতাঁ যখন প্রথম বক্তৃতা দেন, তখন তিনি বলেন, "অত্যধিক মদ্য পান হেতু ফরাসী সেপাই ঠিকমত লড়তে পারেনি"—কিন্তু এটাই রেওয়াজ এবং ম্যাডামের চোখ ছল ছল করে উঠলো। কোথাকার কোন্ ইণ্ডিয়ান—তার দেশের জিনিস, এ স্থলে প্রতীক বলতে হবে, এনেছে। এটা কি কম কথা! ভাবুন, আপনি নিউ জীলাণ্ড বা ওসলোতে। সেখানে কেউ নিয়ে এল আপনার জন্য পাটিসাপটা ক্ষীরের মালপো দেদো সন্দেশ! তদুপরি সে বাঙালী নয়!

ইতিমধ্যে দু'টি একটি করে খদ্দের আসতে আরম্ভ করেছে। তার থেকে বুঝলুম, রাত হয়ে আসছে। আমার কাছে আশ্চর্য বোধ হয় যে আমরা সূর্যচন্দ্র দেখে সময়টা কি এবং তার চেয়েও বড় কথা মানুষের আচরণ তার কাজ-কারবার স্থির করি। যেমন, সূর্য অস্ত যাচ্ছেন; অতএব এখন রাস্তার ভিড় কমতির দিকে। আর বিলেতে জানলার পর্দা সরিয়ে দেখলেন রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। নিশ্চয়ই লাঞ্চের সময়, অতএব দুপুর।

ক্রমে ক্রমে রেস্তরাঁ ভর্তি হয়ে গেল। কিন্তু কী আশ্চর্য! সব গোরার পাল। একটি মাত্র ইণ্ডিয়ান নেই। চল্লিশ বছর পূর্বে টিলবারির রেস্তরাঁয় দেখেছিলুম, বেশীর ভাগ সিলেটী খদ্দের; মাত্র দু' একটি গোরা। এখানে দেখি "সব্ লাল হো গিয়া।"

মালিক ওয়ারলড্ এটলাসের মত বিরাট একখানা মেনু এগিয়ে দিয়ে বললে, "কি খাবেন, হুকুম দিন।" আমি বললুম, "প্লেনে বিস্তর ঝাঁকুনি খেয়েছি আর কি খাবো, কও। বমি করেছে বেশ কয়েকজন। তুমি আমি নিতান্ত সিলেটের লোক। জন্ম থেকে হাওর-বিলে নৌকর ভিতরে-বাইরে নাগর-দোলার দোল খেয়ে শিলঙ যাবার সময় আচমকা পাহাড়ী মোড়, হেয়ার-পিন টার্ন হজম করে করে সী সিক এ্যার সিক, ল্যাণ্ড সিক হইনে। কিন্তু এবারে আম্মো কাবু। গা গুলোচ্ছে, বমি না করলেই রক্ষে। প্লেনে ওঠার আগে যা-সব খেয়েছিলুম সেগুলো যেন রিটার্ন টিকিট নিয়ে গিয়েছিল; এখন ফিরি ফিরি করছে। উপস্থিত থাক। বরঞ্চ খাটের পাশে দু'খানা স্যানউইচ রেখে দিয়ো। ক্ষিধে পেলে খেয়ে নেব।"

মেনুটার উপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলুম, খেয়াল না করে, মালিককে ভদ্রতা দেখাবার জন্য, আলতো আলতো ভাবে। বিরয়ানি, কোর্মা, কালিয়া, কাবাব কোফতা, চিকেনকারি গয়রহ গয়রহ। এতো ডালভাত কিন্তু শব্দার্থে বলছি না। আই মীন, এগুলো তো এ-রকম ফেশনেবল রেস্তোরাঁতে থাকবেই। ইংরিজিতে যাকে বলে, "মাস্‌টস্"। কিন্তু কি একটা মামুলী আইটেমের দাম দেখতে গিয়ে আমি যেন আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। বলে কি? দশ শিলিং! মানে? দশ টাকা। তখন মেনুর ডান দিকে তাকিয়ে দেখি, সব মালেরই প্রায় ঐ দাম। অর্থাৎ, দু' পদী আহারাদির জন্য আপনার খসে যাবে পোণ্ড খানিক। পনরো, বিশ, পঁচিশ টাকা! ও! তাই ইণ্ডিয়ানরা আসেনি। ওদের বেশীর ভাগই তো ছাত্রসম্প্রদায়। ওদের জেবে অত রেস্ত কোথায়?......মনে পড়ল, চল্লিশ বছর পূর্বে ছ' পেনিতে (পাঁচ আনাতে) রাইসকারি পাওয়া যেত টিলবারি ডক্-এ!

পরে খবর নিয়ে শুনলুম, "গঙ্গার" ভাও মোটেই আক্রা নয়। এটাই নর্মাল। এমন কি, ঐ পাড়ার চীনা, হাঙ্গেরিয়ান, স্প্যানিশ রেস্তোরাঁতে আহারাদি আরো আক্রা। আর, এরপর, খাস বিলিতি ডাঙর ডাঙর রেস্তোরাঁতে কি ভাও, সেটা শুধোবার মত হিম্মৎ আমার জিগর কলিজায় ছিল না, সেটা আমার হাফ-সিঙ্গল-চা; দুটো-ফলুস্ পীনে-ওলা বেরাদর পাঠক নিশ্চয়ই দিব্য-দৃষ্টিতে দেখে ফেলেছেন।

কিন্তু এহ বাহ্য। কোন্ দেশে কোন্ বস্তুর কি দর, "বিভিন্ন দেশের রেস্তরাঁর তুলনাত্মক দরদাম" সম্বন্ধে ডকটরেট থিসিস লিখে ধৈর্য-শীল পাঠককে, এ-অধম নিপীড়িত করতে সাতিশয় অনিচ্ছুক। তবে কেন?

সেটা পরে হবে।

দিল্লীতে আন্তর্জাতিক চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি—আজ এখানে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি ললিতকলা আকাদেমির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ত্রৈবার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। পৃথিবীর ৪৭টি দেশ থেকে ৩৬০ জন শিল্পীর ৮০০ চিত্র এই প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে।

প্রদর্শনীটি ৩১ মারচ পর্যন্ত খোলা থাকবে।

এই প্রদর্শনীতে চিত্রকলা সম্বন্ধে ২০টি দেশের বই ও সাময়িকপত্রও রাখা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি ছয়জন শিল্পীকে তাঁদের শ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য স্বর্ণপদক প্রদান করেন। —পি টি আই

নির্বাচনী পোস্টার ও পুস্তিকা প্রকাশ সম্পর্কে নতুন নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি—নির্বাচনী প্রচার-পুস্তিকা এবং পোস্টার মুদ্রণ এবং প্রকাশনী সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন কয়েকটি নির্দেশ প্রচার করেছেন।

জন প্রতিনিধিত্ব আইনে একটি নতুন অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত নির্বাচনী প্রচার পুস্তিকা হ্যানড বিল, প্ল্যাকারড অথবা পোসটার মুদ্রিত করা হবে তাতে প্রথম পাতাতেই মুদ্রকের এবং প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা দিতে হবে, হাতে-লেখা পোসটার পুস্তিকা সম্পর্কে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

পূর্বোক্ত আইনে নতুন অধ্যায়ে যে-সব বিধান করা হয়েছে তা লঙ্ঘন করা হলে ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ-দণ্ড হতে পারে। —ইউ এন আই

শীঘ্রই ভারত-গায়েনা কারিগরী সহযোগিতা চুক্তি

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি—কারিগরী সহযোগিতার উন্নতি ও সংস্কৃতিক প্রতিনিধি বিনিময়ের জন্য ভারত ও গায়েনার মধ্যে শীঘ্রই দুটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবে।

গায়েনার প্রধানমন্ত্রী শিনডেন ফরবেস শ্যাম্সন বারহামের পাঁচ দিনব্যাপী ভারত সফরের পর একটি যুক্ত ইসতাহারে এই সংবাদ প্রকাশ করা হয়।

কারিগরী সহায়তার ব্যাপারে কৃষি, শিল্প, খনি সংক্রান্ত বিদ্যা, সেচ ও বিদ্যুতের ক্ষেত্রে গায়েনার অধিবাসীদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার জন্য ভারত গায়েনায় বিশেষজ্ঞদের পাঠাবে।

অন্যান্য ক্ষেত্রেও কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতা সম্প্রসারিত হবে। যুক্ত ইসতাহারে দুই প্রধান-মন্ত্রীই তাতে সম্মত হয়েছেন।

গায়েনায় যৌথ উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সম্পর্কে সমীক্ষার জন্য শীঘ্রই একদল ভারতীয় বিশেষজ্ঞ যাবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটেনের অস্ত্র বিক্রয় প্রসঙ্গ

কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পরামর্শ না করে বৃটেন দক্ষিণ আফ্রিকায় অস্ত্র বিক্রয় করতে পারে না এ সম্পর্কে ভারত ও গায়েনার উভয় দেশই এক অভিমত প্রকাশ করে।

—ইউ এন আই

উগানডার ৫৯ মাইল ভিতরে সুদানী সৈন্যের প্রবেশ

কামপালা, ৩১ জানুয়ারি—উগান্ডার নতুন রাষ্ট্রপ্রধান মেজর জেনারেল ইদি আমিন আজ ঘোষণা করেন আক্রমণকারী সুদানী সৈন্য বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে কিটিসনস শহরে প্রবেশ করেছে। এই শহরটি উগান্ডার ৫৯ মাইল ভিতরে।

গতকাল রাত্রে একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন, কয়েকটি গ্রামে বোমা-বর্ষণ করা হয়েছে এবং কয়েকটি গ্রাম শত্রুপক্ষ হস্তগত করেছে। হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ না হলে বলপ্রয়োগের পরিবর্তে বলপ্রয়োগ করা হবে।
—পি টি আই

শ্রীনাথ পাই-এর পরিবারের জন্য অর্থ সংগ্রহ

পার্শাজি, ৩১ জানুয়ারিজ—পরলোকগত শ্রীনাথ পাইর পরিবারকে সাহায্য করবার জন্য গোয়া থেকে চারলক্ষ টাকা সংগৃহীত করা হবে।

শাসকদল মহারাষ্ট্র বাদী কনটিক পারটির কর্মপরিষদের এক সভায় গতকাল এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই অর্থ সংগ্রহের জন্য শীঘ্রই একটি বিশেষ কমিটি নিযুক্ত হবে।
—ইউ এন আই

কেনিয়ার প্রেসিডেনটের সঙ্গে ডঃ ওবোটের সাক্ষাৎ

দারা-এস-সালাম, ৩১ জানুয়ারি—উগানডার পদচ্যুত প্রেসিডেনট ডঃ মিলটন ওবোটে মোমবাসায় কিছু সময় কাটিয়ে আজ তানজানিয়া ফিরে এসেছেন। সেখানে কেনিয়ার নেতা জোমো কেনিয়াটার সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

মোমবাসার ৭০ মাইল দূরে মাসিন্দি নামে অবসর যাপন কেন্দ্রে ডঃ ওবোটে প্রেসিডেনট কেনিয়াটার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কেনিয়া সরকার এখন পর্যন্ত উগানডার ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে কোন সরকারী বিবৃতি দেননি। এই ষড়যন্ত্রের ফলে ডঃ ওবোটে পদচ্যুত হয়েছেন। —রয়টার

দূর থেকে দীর্ঘশ্বাস

গত সোমবার ৪ মাঘ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশিত চেতলার নতুন সেতু নির্মাণ প্রচেষ্টার অপূর্ব সুন্দর আলোকচিত্রটি আমাদের গ্রামের বহু গ্রামবাসীর দীর্ঘ-শ্বাসের কারণ হয়েছে। আমরা জানি, এ ক্ষোভ অন্যায্য। তথাপি এ অকপট স্বীকৃতি। আমরা সুদূরপল্লী অঞ্চলের অধিবাসী। এখানে তিন গ্রামের মানুষ একত্র হয়ে একটি খবরের কাগজ শোনে। আমি মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ কাঁথি অঞ্চলের কথা বলছি। এখানকার ঝাওয়া মানুরাউতবাড় ও গোপালচক মৌজার সংযোগস্থলে মীর্জাপুরখাল নামে পরিচিত যে সুগভীর খাল আছে, তার উপর প্রত্যহ হাজার হাজার মানুষ শিশু রোগী গবাদিপশু প্রভৃতির পারাপারের জন্য একটি মাত্র সেতু আছে। প্রায় চল্লিশ ফুট চওড়া খালের উপর মাত্র চারু ফুট চওড়া একখানা ফলক পড়ে আছে। প্রায় ত্রিশ ফুট নীচে জলের রেখা। দুই পাশে সমুদ্র অবধি খোলা মাঠ। ঝড়ের বেগে সর্বদা বাতাস বইছে। দুই পাশে হাতলের কোন ব্যবস্থা নাই। নীচের দিকে তাকালে যুবকদেরও বুক কেঁপে ওঠে। অথচ বৃদ্ধ, অন্ধ, অসুস্থ সকলকেই বছরের পর বছর এর উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হচ্ছে। পারাপারের অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। নীচে গভীর সমুদ্রজল। এবং সব থেকে আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, আজ প্রায় তিরিশ বছর সেতুটি ভেঙে পড়ে রয়েছে। টুকরো টুকরো ফলক নড়া দাঁতের মতো কাঁপছে। যে কোন মুহূর্তে খুলে যেতে পারে। এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত। তথাপি কয়েকবার মহকুমা শাসক এবং ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। কোন রাজনৈতিক নেতারও এদিকে দৃষ্টি নেই। কাউকে এপথে বড় একটা দেখাও যায় না। কাদামাখা পুকুরের নোনাজলে গরু-বাছুরের সঙ্গে আজও আমরা তৃষ্ণা নিবারণ করি। এই অবস্থায় বাস করে আমরা যখন খবরের কাগজে পড়ি, বুড়ি গঙ্গার উপর পাশা-পাশি একের পর এক সেতু হচ্ছে, সেতু ভেঙে সেতু নির্মাণ হচ্ছে, তখন যে আর দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখতে পারি না। তবু স্বীকার করি, এ অন্যায়।
—তপনকুমার মিশ্র, মেদিনীপুর।

পৃথক যুদ্ধক্ষেত্র

আপনাদের প্রকাশিত নির্বাচন প্রার্থী-দের তালিকায় দেখলাম, যেমন—যিনি একদা লনডন ও ম্যানহাটান-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তিনি এবার ত্রিবান্দ্রমে আশ্রয় চান। গতবার পেয়ে-ছিলেন বঙ্গভূমিতে মেদিনীপুরে। তাঁর জনসেবায় তথা নেতৃত্বে মেদিনীপুরবাসী কৃতার্থ, কিন্তু এবার ভাগাভাগিতে পোষায়নি, তাই নিরাপদ স্থানে গমন। আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড যতীন চক্রবর্তী ওরফে জ্যাকি শিয়ালদহের জন-গণকে নেতৃত্ব না দিয়ে এখন যাচ্ছেন সুদূর বালুরঘাটে অনেক দূরে। যাঁর একটি মাত্র কথায় কলকাতা বন্ধ হয়েছে, সেদিনও যিনি পাটকল শ্রমিকের জন্য লড়েছেন, অবাঙালী শ্রমিকদের খুসী করার জন্য যিনি বাংলা ভাষায় মোরচা, লাগাতর, বন্ধ আমদানি করেছেন তাঁর পক্ষে শ্রমিক কেন্দ্র ত্যাগ করা কি সাজে? তবে কি নেতারা যে সমস্ত মন-ভোলানো কথা বলে ভোট নেন, সেগুলি পালন করেন না বলেই পরবর্তী নির্বাচনে আর সে-মুখো হন না? অবচেতন মনের শংকা নেতাদের পলায়নের অন্যতম কারণ কি?
—অমূল্যধন দেব, কলকাতা-৫৪।

বেহালা অন্ধকার

দক্ষিণ শহরতলী পৌর এলাকার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের রাস্তার আলো-গুলি কিছুকাল যাবৎ জ্বলছে না। এমন কি ডায়মণ্ডহারবার রোডের মত যানবাহন ও জনবহুল রাস্তার আলো-গুলিও রহস্যজনকভাবে বহুদিন যাবৎ অকেজো হয়ে রয়েছে। রাস্তার ধারের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই জাতীয় সড়কপথেও অন্ধকারের রাজত্ব নেমে আসে। দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ প্রয়োজনের তাগিদেও সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাইরে যাওয়াও আজ সম্ভব হচ্ছে না।

সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। খেটে-খাওয়া মানুষের কল্যাণ কামনায় এবং অর্জিত অধিকার রক্ষার দাবিতে আজ সমস্ত রাজনৈতিক দল-উপদলের নেতা ও কর্মীরা সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। কিন্তু রাতের অন্ধকারে আলোকিত রাস্তায় পথচলার যে অধিকার আমরা পরাধীন ভারতবর্ষেই অর্জন করে-ছিলাম, সেই অর্জিত অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে স্থানীয় রাজ-নৈতিক দলগুলির নেতা ও কর্মীরা যদি একটু সচেষ্ট হন, তাহলে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের পূর্বেই এতদ-ঞ্চলের রাস্তাগুলিকে পুনরায় আলোকিত করা কি সম্ভব হয় না? দক্ষিণ শহরতলী পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দৃষ্টিও আমি এ বিষয়ে আকর্ষণ করি। —গোপাল মুখো-পাধ্যায়, কলকাতা-৩৪।

ধান চালান

বর্ধমান জেলা পশ্চিমবঙ্গের শস্যাগার বলে কথিত। এ বছর এই জেলায় ধান চালের বাজারে যে নৈরাজ্য চলছে, তাতে আশঙ্কা হয় যে, এ বছর এপরিল-মে মাসে চালের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। প্রতিদিন সাইকেলে ও গোগাড়িতে কয়েকটি থানা এলাকা থেকে বারো থেকে চৌদ্দ হাজার মণ ধান বাইরে চলে যাচ্ছে। পাকা সড়কে লরিতে কত বস্তা যায়, তার হিসাব নাই বা দিলাম। এক একটি থানায় দুই হাজার সাইকেল ধান চালানের কাজে লাগান হয়েছে। মিল-গুলি দিনের পর দিন ধানের বাজার দর বাড়িয়ে চলেছে, আর ফুড করপো-রেশনের এজেনট চুপচাপ বসে আছেন। সরকারকে ৫০% লেভী দিয়ে অত দাম দিয়ে ধান কেনা কি সম্ভব? সরকার কি মিলগুলি যত ধান কিনছে, তার সঠিক হিসাব পাচ্ছেন? ধান চাল সংক্রান্ত কোন আইন যে পশ্চিমবঙ্গে আছে তা বর্ধমান জেলায় দাঁড়িয়ে বোঝা যায় না। সরকার কি কোন বিহিত ব্যবস্থা করতে নিতান্তই অক্ষম?
—সিদ্ধার্থশঙ্কর ভট্টাচার্য, বর্ধমান।

সম্পাদক সমীপেষু

[পত্র প্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।]

আর এস পি প্রার্থী দেবে লোকসভায় ৫ বিধানসভায় ৪০

স্টাফ রিপোরটার

আর এস পি আসন্ন নির্বাচনে লোকসভার ৫টি এবং বিধানসভার ৪০টি আসনে প্রার্থী দিচ্ছেন। লোকসভার ৫টি এবং বিধানসভার ৩৩টি আসনে আর এস পি কে সি পি এম-এর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

দলের নেতা এবং প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী এবার কলকাতার শিয়ালদহ ছেড়ে পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাটে দাঁড়াচ্ছেন। শিয়ালদহে দাঁড়াচ্ছেন কাউনসিলার বরেন দাঁ। বালুরঘাটে সি পি এম-এর কোন প্রার্থী নেই। ওই কেন্দ্র থেকে গতবার আর এস পি'র শ্রীমুকুল বসু নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক শ্রীত্রিদিব চৌধুরীর বিরুদ্ধে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে সি পি এম প্রার্থী শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য।

আর এস পি'র প্রার্থী তালিকায় রবিবার ৩জন লোকসভা এবং ৩২জন বিধানসভা প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন। গতবার নির্বাচিত ১২ জনের মধ্যে এদিনের প্রার্থী তালিকায় ৮ জনের নাম আছে।

লোকসভা ঃ জলপাইগুড়ি-স্টিফেন কুজুর। বালুরঘাট-পলাশ বর্মণ। বহরমপুর-ত্রিদিব চৌধুরী।

বিধানসভা ঃ কুমারগ্রাম — সুরেশ তালুকদার। কালচিনি—জন আরথার বাকলা। আলিপুরদুয়ার—ননী ভট্টাচার্য। মাদারিহাট—এ এইচ বেষ্টারউইচ। ময়নাগুড়ি—যতীন বাসুনিয়া। মাল—এলসিও মিনজ। ফাসি দেওয়া—যোশেফ মুণ্ডা। কুশমুণ্ডি যোগেন রায়। কুমারগঞ্জ—আবদুল জব্বর মিঞা। বালুরঘাট—যতীন চক্রবর্তী। তপন—বন্ধন ওরাওঁ। কালিয়াচক—প্রমোদ বসু। সুতী—শিস মহম্মদ। জঙ্গীপুর—আবদুল হক। নবগ্রাম—কমল পানডে। নওদা—জয়ন্ত বিশ্বাস। বহরমপুর—দেবব্রত ব্যানার্জি। বেলডাঙ্গা—তিমির ভাদুড়ী। ভরতপুর—সত্যপদ ভট্টাচার্য। রাণাঘাট—কালীপদ ঘোষ। গোসাবা—গণেশ মণ্ডল।

সন্দেশখালি—ধীরেন সরকার। বাসন্তী—অশোক চৌধুরী। যাদবপুর—বামাচরণ চক্রবর্তী। বালিগঞ্জ—নীলরতন সিংহ। শিয়ালদহ—বরেন দাঁ। বড়তলা—নিখিল দাস। পাঁশকুড়া পূর্ব—স্বদেশ মাজি। ঝাড়গ্রাম—ভোলা রায়। ইঁদপুর—বশ্বনাথ মণ্ডল। খন্ডঘোষ—প্রবীর মল্লিক। দুবরাজপুর—গোলাম মরতুজা।

ঢাকুরিয়ায় আর এস পি প্রার্থী

এদিকে শোনা যাচ্ছে আর এস পি ঢাকুরিয়ায়ও প্রার্থী দিতে পারে। তাহলে কলকাতায় তাদের প্রার্থী সংখ্যা হবে চারের জায়গায় পাঁচ।

ঢাকুরিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সি পি আই নেতা শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী। এবারও সি পি এমের শ্রীহরিদাস মালাকার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। এখানে নব কংগ্রেসের প্রার্থী নেই। আদি কংগ্রেসের প্রার্থী শ্রী বাসুদেব চ্যাটারজি।

পঃ বঙ্গে নব কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকার দ্বিতীয় কিস্তি

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গের নব কংগ্রেস রবিবার দ্বিতীয় কিস্তির প্রার্থী তালিকায় লোকসভায় ৭ জন এবং বিধানসভায় ২৪ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন। প্রথম কিস্তিতে নাম ঘোষণা করা হয়েছিল বিধানসভায় ১৮২ এবং লোকসভায় ২২ জনের। অর্থাৎ নব কংগ্রেসের বিধানসভায় মোট প্রার্থী-সংখ্যা দাঁড়াল ২০৬ এবং লোকসভায় ২৯।

এদিনের তালিকায় প্রথম কিস্তির পাঁচটি কেন্দ্রের প্রার্থীও বদল করা হয়েছে। জোড়াসাঁকোয় শিবকুমার খান্নার বদলে নতুন প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন এম এল এ দেওকিনন্দন পোদ্দার। ভাটপাড়ায় গোরখনাথ মিশ্রর জায়গায় সত্যনারায়ণ সিং। ময়নাগুড়িতে বিজয়কৃষ্ণ মহান্তর বদলে প্রাক্তন এম এল এ যজ্ঞেশ্বর রায়। গড়বেতা পূর্ব কেন্দ্রে বংশী পাত্রর জায়গায় নতুন প্রার্থী মদন গড়িয়া। কুলটি—মিহির উপাধ্যায়ের জায়গায় দাঁড়াচ্ছেন রামদাস ব্যানারজি।

কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে সি পি এম প্রার্থী শ্রীগণেশ ঘোষের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন শ্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুনসি। রাজ্য নব কংগ্রেসর অন্যতম সম্পাদক শ্রী এ কে এম ইশাক দাঁড়াচ্ছেন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে।

প্রাক্তন কংগ্রেস মন্ত্রী শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর নস্কর দাঁড়াচ্ছেন বেলেঘাটা দক্ষিণ কেন্দ্রে। গতবার কান্দি থেকে নির্বাচিত শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ এবার প্রার্থী হয়েছেন ভরতপুর কেন্দ্রে।

রাজ্য নব কংগ্রেসর সভাপতি শ্রীবিজয় সিংহ নাহার এদিন জানান বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী শ্রীখাদারকস মুরশিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে শ্রীকাজেম আলি মির্জা এবং দারজিলিং কেন্দ্রে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসুকে তাঁরা সমর্থন জানাবেন।

নতুন তালিকা

লোকসভা ঃ মেদিনীপুর—সুবোধচন্দ্র হাঁসদা। কলকাতা দক্ষিণ—প্রিয়রঞ্জন দাস-মুনসি। কাঁথি—বসন্তকুমার দাস। জয়নগর—শক্তি সরকার। মথুরাপুর—বিমলেন্দু নস্কর। বসিরহাট—এ কে এম ইশাক। হুগলি—ফণী ঘোষ।

বিধানসভা ঃ

কলকাতা ঃ বেলেঘাটা দক্ষিণ—অর্ধেন্দুশেখর নস্কর। রাসবিহারী—লক্ষ্মীকান্ত বসু। বর্ধমান ঃ পূর্বস্থলী—রাধাগোবিন্দ মল্লিক। মন্তেশ্বর—শৈলেন হাতি। মুরশিদাবাদ ঃ ভরতপুর—জগদীশচন্দ্র সিংহ। ভগবানগোলা—দীদার বকস। কোচবিহার পশ্চিম—রজনীকান্ত দাস। পশ্চিম দিনাজপুর ঃ রায়গঞ্জ—ডঃ রমেন্দ্রনাথ দত্ত। কুমারগঞ্জ—প্রবোধকুমার সিংহ-রায়। মালদহ ঃ গাজোল—শ্যাম মুরমু। মেদিনীপুর ঃ কেশিয়ারি—বুধনচন্দ্র টুডু। দাঁতন—নির্মলেন্দু দাস। খেজুরি—বিমল পাইক। ভগবানপুর—জগদীশচন্দ্র পাল। গোপীবল্লভপুর—হরিশচন্দ্র মহাপাত্র বাঁকুড়া ঃ গঙ্গাজলঘাটি—শক্তিপদ মাজি। পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়া—সনৎ মুখারজি। হাওড়া ঃ উদয়নারায়ণপুর—আবদুল করিম মল্লিক। ডোমজুড়—রেবতীরঞ্জন মুখারজি। আমতা—গুনাকর সিং।

নদীয়া ঃ রাণাঘাট পূর্ব—সুশীলকুমার রায়। নবদ্বীপ—ডঃ জয়গুরু গোস্বামী। ২৪ পরগণা ঃ সন্দেশখালি—দেবেন্দ্রনাথ সিংহ। ডায়মনডহারবার—দৌলত আলি শেখ।

রবিবার কলকাতায় একটি সরস্বতী পূজামণ্ডপে ছেলেমেয়েরা অঞ্জলি দিচ্ছে। —নিজস্ব-চিত্র

পঃ বঙ্গে আদি কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

ও কর্মী নব কংগ্রেস ছেড়ে আদি কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন বলে প্রতিদিন তাঁর কাছে খবর আসছে।

ডঃ চন্দ্র জানান, যে সব কেন্দ্রে নব কংগ্রেসের প্রার্থী থাকবে না, সেখানে আদি কংগ্রেসের অবশ্যই প্রার্থী দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁরা অবিচল রয়েছেন।

ডঃ চন্দ্র জানান, তাঁরা একমাত্র আলিপুর লোকসভা কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী শ্রীঅমিয়নাথ বসুকে সমর্থন করছেন।

ডঃ চন্দ্র নিজে এবার দাঁড়াচ্ছেন আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্র থেকে। পূর্বতন বিধানসভার চারজন সদস্য শ্রীমতী আভা মাইতি, শ্রীফজলুর রহমন, শ্রীপ্রসেনজিৎ বর্মণ এবং শ্রীসুবোধ মাইতি যথাক্রমে কাঁথি, কৃষ্ণনগর, কোচবিহার এবং তমলুক লোকসভা কেন্দ্র থেকে দাঁড়াচ্ছেন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন নিজ কেন্দ্র আরামবাগ থেকেই আবার দাঁড়াচ্ছেন। বিদায়ী লোকসভার চারজন আদি কংগ্রেস সদস্য সর্বশ্রী বীরেন্দ্রনাথ কাঠাম, শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ প্রামাণিক এবং শ্রীযুগলকিশোর মণ্ডল নিজ নিজ কেন্দ্র অর্থাৎ যথাক্রমে জলপাইগুড়ি, শ্রীরামপুর, বালুরঘাট এবং উলুবেড়িয়া লোকসভার কেন্দ্র থেকেই দাঁড়াচ্ছেন। কলকাতা উত্তর-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রে আদি কংগ্রেসের কোন প্রার্থী থাকবে না বলে ডঃ চন্দ্র জানিয়েছেন।

রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে আদি কংগ্রেসের প্রার্থী হচ্ছেন মহম্মদ মোজাফফর হোসেন। এখানে নব কংগ্রেস নেতা শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় দাঁড়াচ্ছেন।

তমলুক বিধানসভা কেন্দ্রে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আদি কংগ্রেস প্রার্থী হচ্ছেন শ্রীরাধাবল্লভ বেরা, মহিষাদল কেন্দ্রে শ্রী সুশীলকুমার ধাড়ার বিরুদ্ধে শ্রীনিগমানন্দ ভৌমিক, শ্যামপুকুর কেন্দ্রে শ্রীহেমন্তকুমার বসুর বিরুদ্ধে শ্রীঅম্বরনাথ পাল, ঢাকুরিয়া কেন্দ্রে শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর বিরুদ্ধে শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় আদি কংগ্রেসের প্রার্থী হচ্ছেন। বরানগর কেন্দ্রে শ্রীজ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে প্রার্থী থাকবে বলে জানানো হচ্ছে। প্রথম কিস্তিতে তাঁর নাম প্রকাশ করা হয়নি।

এবার একটি উল্লেখযোগ্য লড়াই হচ্ছে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে। এখানে নব কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক শ্রীসন্তোষ রায় এবং আদি কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক শ্রীসুধীরচন্দ্র নিয়োগী নিজ নিজ দলের মনোনয়ন পেয়েছেন।

লোকসভা

কোচবিহার (তফ) — প্রসেনজিৎ বর্মণ। জলপাইগুড়ি (তফ-উপ)—বীরেন্দ্রনাথ কাঠাম। রায়গঞ্জ—মহম্মদ ফজলুর রহমান। নবদ্বীপ (তফ)—যতীন্দ্রনাথ প্রামাণিক। মালদহ—আজিমুদ্দিন সরকার। জঙ্গীপুর—টি এ নুরুন নবী। কৃষ্ণনগর—এস এম ফজলুর রমান। নবদ্বীপ (তফ)—বিজয়কৃষ্ণ সরকার। মথুরাপুর (তফ)—পরেশনাথ কয়াল। ডায়মনডহারবার—ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল। ব্যারাকপুর—জগন্নাথ পানডে। কলকাতা উত্তর-পূর্ব—বলাই চন্দ্র পাল। কলকাতা দক্ষিণ—গোবিন্দলাল ব্যানারজি। উলুবেড়িয়া—যুগলকিশোর মণ্ডল। শ্রীরামপুর—বিমলকান্তি ঘোষ। হুগলি—প্রভাতকুমার পালিত। আরামবাগ—প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। ঘাটাল—রামদাস রামানুজদাস মোহন্ত। তমলুক—সুবোধচন্দ্র মাইতি। কাঁথি—আভা মাইতি। আউসগ্রাম (তফ)—শঙ্কর দাস। কাটোয়া—ভক্তচন্দ্র রায়।

বিধানসভা

কোচবিহার ঃ সিতাই—মদনাথ রায়মণ্ডল। দীনহাটা—জাহিরুদ্দিন মিঞা। কোচবিহার উত্তর—দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ দত্ত। কোচবিহার দক্ষিণ—সুধীরচন্দ্র নিয়োগী। জলপাইগুড়ি ঃ কুমারগ্রাম—অনিমা হোড়। আলিপুরদুয়ার—ইলা গাঙ্গুলি। ফালাকাটা তফ হীরালাল সিংঘ। মাদারিহাট তফ-উপ ধীরেন্দ্রনাথ নারজিনারাই। ধূপগুড়ি—কালিপদ মিত্র। নাগরাকাটা তফ-উপ—অর্জুন মাহালি। ময়নাগুড়ি তফ-উপ—কেশবচন্দ্র রায়চৌধুরী। জলপাইগুড়ি—অরুণাংশু ভৌমিক। রাজগঞ্জ তফ—জীবনকুমার রায়। দারজিলিং—জোড় বাংলো—ইন্দ্র বাহাদুর ঠাকুরী। ফাঁসিদেওয়া তফ-উপ—রাজপাত বরাইক। পশ্চিম দিনাজপুর ঃ চোপরা—এনামুল হক। গোয়ালপুকুর—বসিরুদ্দিন সরসাহার। করণদীঘি—ফনিসচন্দ্র সিংহ। রায়গঞ্জ—মোহিতরঞ্জন শিকদার। কালিয়াগঞ্জ তফ—শ্যামাপ্রসাদ বর্মণ। ইটাহার—দেবকুমার রায়। কুশমণ্ডি তফ—রমণীমোহন সরকার। তপন তফ-উপ— হাকাই মারাদি। মালদহ ঃ হবিবপুর (তফ-উপ)—বাইলা মর্মু। গাজল (তফ-উপ) লক্ষণ সরেন। খারবা—সুধীরকুমার দাস। হরিশ্চন্দ্রপুর—বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র। রতুয়া—নঈমুদ্দিন বিশ্বাস। মালদহ—গোকুলবিহারী আগরওয়ালা। মুরশিদাবাদ ঃ ফারাক্কা—ফাজিল্লাতুন্নেসা। জঙ্গীপুর — মুক্তিপদ চ্যাটারজি। সাগরদীঘি (তফ)—দ্বিজপদ সরকার। লালগোলা—মণীন্দ্রনাথ রায়। বহরমপুর—অমর নিয়োগী। নদীয়া ঃ করিমপুর—স্মরজিৎ ব্যানারজি। কালিগনজ—শিবশঙ্কর ব্যানার্জি। নকাশীপাড়া (তফ) হরিসাধন বর্মণ। চাপরা—গিয়াসুদ্দিন আমেদ। নবদ্বীপ—শচীন্দ্রমোহন নন্দী। কৃষ্ণনগর পশ্চিম—অমূল্যকুমার সাহা। কৃষ্ণনগর পূর্ব—নরেন্দ্রনাথ সরকার। হাঁসখালি (তফ)—সুবিমল ঘোষাল। শান্তিপুর—জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রামাণিক। হরিণঘাটা—দিলীপ রায়। চব্বিশ পরগনা ঃ বাগদা (তফ)—অমূল্যকৃষ্ণ রায়চৌধুরী। বনগাঁ—শ্যামাপদ বিশ্বাস। অশোকনগর—আজিজার রহমান দফাদার। বারাসত—মোহনলাল ঘোষ। হাবড়া—দুলালচন্দ্র দে। স্বরূপনগর—মোকসেদ আলি। বাদুড়িয়া—হরেন্দ্রনাথ রায়। পানিহাটি—কল্যাণ দাশগুপ্ত। হাড়োয়া (তফ)—সনৎকুমার মণ্ডল। কুলতলি (তফ)—ভরতচন্দ হালদার। জয়নগর—চণ্ডীদাস সিংহ। ভাঙ্গড়—আমির আলি মোল্লা। বেহালা পূর্ব—প্রফুল্লকুমার রায়। বেহালা পশ্চিম—ভবেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। বজবজ—হলধর দাস। বিষ্ণুপুর পশ্চিম—যুগলচরণ সাঁতরা। ফলতা—রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। মগরাহাট পূর্ব (তফ)—সাধনচন্দ্র মণ্ডল। কুলপি (তফ)—সন্তোষকুমার মণ্ডল। পাথরপ্রতিমা—হরিসাধন মণ্ডল। ভাটপাড়া—দারোগা সিং। টিটাগড়—অবনিমোহন দাস। খড়দহ—হর্ষধারী ভট্টাচার্য। কামারহাটি — তিনকড়ি ব্যানারজি। দমদম—পীযূষচন্দ্র ঘোষ। কলকাতা ঃ শ্যামপুকুর — অমরনাথ পাল। চৌরঙ্গী—অশোককৃষ্ণ দত্ত। কবিতীর্থ—সুবীর চৌধুরী। কালীঘাট—বিশ্বনাথ মুখারজি। রাসবিহারী—হরেন ঘোষ। ঢাকুরিয়া—বাসুদেব চ্যাটারজি। বেলেঘাটা দক্ষিণ (তফ)—দারোগা দাস। ইনটালি—অশোককুমার বাগচি। শিয়ালদহ—চিত্তরঞ্জন বাগ। মাণিকতলা— শান্তি সিংহরায়। বড়তলা—অপরেশ ভট্টাচার্য। বেলগাছিয়া অরুণকুমার ভাদুড়ি। হাওড়া ঃ বালী—তারকনাথ ব্যানারজি। হাওড়া উত্তর—ভূপতি ভঞ্জ। হাওড়া মধ্য—শরদিন্দুশেখর শেঠ। শিবপুর—অসীম রায়। ডোমজুড় — শঙ্করপ্রসাদ ব্যানারজি। জগৎবল্লভপুর—চিত্তরঞ্জন খাঁড়া। সাঁকরাইল (তফ)—দ্বিজেন বাচার। উলুবেড়িয়া উত্তর (তফ)— জয়দেব শিকারী। উলুবেড়িয়া দক্ষিণ—অলক সান্যাল। শ্যামপুর—মুকুন্দরাম দাস। বাগনান—অমরেন্দ্রনাথ সরকার। কল্যাণপুর— তপন চ্যাটারজি। হুগলি ঃ জঙ্গীপাড়া—সন্তোষকুমার চিনা। চণ্ডীতলা — বিপিনবিহারী সাহু। উত্তরপাড়া—কাশীনাথ ব্যানারজি। শ্রীরামপুর — দুর্গাশঙ্কর (শ্যামল) সান্যাল। চন্দননগর—সুপ্রভাত বসু। সিঙ্গুর—অজিতকুমার ভট্টাচার্য। হরিপাল—শৈলেন্দ্রনাথ চ্যাটারজি। পোলবা—আবদুস শোভান। বলাগড় (তফ)—হরেকৃষ্ণ দাস। পানডুয়া—রবিউল আলম চৌধুরী। ধনিয়াখালি (তফ)—সদানন্দ ধাড়া। তারকেশ্বর—অনাথশরণ মুখারজি। পুড়শুড়া—ভোলানাথ মজুমদার। খানাকুল (তফ)—কৃষ্ণপদ পণ্ডিত। আরামবাগ—প্রফুল্লচন্দ্র সেন। গোঘাট (তফ) — নানুরাম রায়। মেদিনীপুর ঃ চন্দ্রকোণা—সত্যগোপাল মুখারজি ঘাটাল (তফ)—হরেন্দ্রনাথ দলুই। দাসপুর—শশধর চক্রবর্তী। পাঁশকুড়া পশ্চিম—আবদুল মাবুদ। পাঁশকুড়া পূর্ব—জগদীশপ্রসাদ বাউড়ি। ময়না—গৌরচন্দ্র অধিকারী। তমলুক—রাধাবল্লভ বেরা। মহিষাদল—নিগমানন্দ ভৌমিক। সুতাহাটা (তফ)—হরহরি দেব। নন্দীগ্রাম—প্রবীরচন্দ্র জানা। ভগবানপুর—হরিপদ জানা। খেজুরি (তফ)—বাদলচন্দ্র দাস। কাঁথি উত্তর—রাসবিহারী পাল। রামনগর—রাধাগোবিন্দ বিশাল। এগরা—হৃষিকেশ চক্রবর্তী। মুগবেড়িয়া — প্রসন্নকুমার ত্রিপাঠি। পটাশপুর—পরেশচন্দ্র ভুঁএগা। কেশপুর (তফ)—সুবলচন্দ্র দলুই। গড়বেতা পূর্ব (তফ)—কালীকিঙ্কর চালক। গড়বেতা পশ্চিম—পঞ্চানন সিংহরায়। শালবনি—বৈদ্যনাথ ওঝা। মেদিনীপুর—মদনমোহন খাঁ। দাঁতন—প্রদ্যোৎকুমার মহান্ত। কেশিয়াড়ি (তফ-উপ)—মন্মথনাথ সিংহ। নয়াগ্রাম (তফ-উপ)—চুনারাম হেমব্রম। গোপীবল্লভপুর—বিষ্ণুপদ হাজরা। ঝাড়গ্রাম—সুরেন্দ্রনাথ মাহাতো। বিনপুর (তফ-উপ)—মঙ্গলচন্দ্র সরণ। পুরুলিয়া ঃ বানদুয়ান (তফ-উপ)—বুধেশ্বর মাঝি। মানবাজার—অম্বুজাক্ষ পাত্র। আরশা—মতিলাল মাঝি। ঝালদা—গোরাচাঁদ মাহাতো। জয়পুর—ফণী মাহাতো। পারা (তফ)— সতীশচন্দ্র বাউড়ি। রঘুনাথপুর (তফ)—নেপাল বাউড়ি। কাশীপুর বুধন মাঝি। হুড়া—রাধারমণ ব্যানারজি। বাঁকুড়া ঃ তালডাংরা—দেবাদিদেব সিংহবাবু। রানীবাঁধ (তফ-উপর)—রাইচরণ সরেন। ইন্দপুর (তফ)—বগলাকান্ত মণ্ডল। গঙ্গাজলঘটি—কামাক্ষ্যাচরণ বাউড়ি। বড়জোড়া—অরুণপ্রকাশ চ্যাটারজি। ওন্দা—চিত্তরঞ্জন পাত্র। বিষ্ণুপুর—নারায়ণচন্দ্র মুখারজি। বর্ধমান ঃ হীরাপুর—রঞ্জিত গাঙ্গুলি। আসানসোল—গোপিকারঞ্জন মিত্র। জামুরিয়া (তফ)—চন্দ্রনাথ বাউড়ি। উখরা (তফ)—ব্রজগোপাল বাউড়ি। দুর্গাপুর — আনন্দগোপাল মুখারজি। ফরিদপুর—লাবণ্যগোপাল ঘটক। আউসগ্রাম (তফ)—নবকুমার দাস। ভাতার—সুনীলকুমার দাস। গলসি—বরকতিয়ার রহমান মণ্ডল। বর্ধমান দক্ষিণ—দাশরথি তা। খণ্ডঘোষ (তফ)—প্রমথনাথ ধীবর। জামালপুর (তফ)—অনিল সাঁতরা। মেমারি—রাধারমণ সেন। কালনা ঃ শ্রীগোপাল পাল। নাদনঘাট—পরেশচন্দ্র গোস্বামী। মন্তেশ্বর—রাজকৃষ্ণ দাঁ। পূর্বস্থলী—মানবেন্দ্রনাথ রায়। কাটোয়া—তারাপদ ব্যানারজি। মঙ্গলকোট — মদন চৌধুরী। কেতুগ্রাম (তফ)—সহদেব মাঝি। কুলটি—কালীপদ মুখারজি। বড়রনি—কৃষ্ণনারায়ণ ত্রিবেদী। রানীগনজ—বিমলেশ ভট্টাচার্য। বীরভূম ঃ নানুর (তফ)- সৃষ্টিধর। যশ। বোলপুর—রামকিঙ্কর ঘোষাল। লাভপুর—সুখেন্দ্রকুমার রায়। দুবরাজপুর—এনায়েত করিম চৌধরী। মহম্মদবাজার—এনামল হক। ময়ূরেশর (তফ)—পঞ্চানন লেট। রামপুরহাট—দুর্গাপদ দাস। হাঁসন (তফ)—সঞ্জয়কুমার সাহা। নলহাটি—সৈয়দ শা মৈনুল হক।

ভুট্টো-মুজিবর মতানৈক্য দূর করার শেষ চেষ্টা

ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান, ৩১ জানুয়ারি—পাকিস্তানের দুই প্রান্তের দুই রাজনৈতিক নেতা গতকাল একটি বোটে তাঁদের আলোচনা শুরু করেন। এটাকে তাঁদের মতপার্থক্য ঘুচিয়ে ফেলার শেষ চেষ্টা বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন। কারণ তা না হলে সামরিক শাসনের অবসানের দিন আরও পিছিয়ে যেতে পারে।

দলীয় সূত্রে খবর, পূর্ব পাকিস্তান নেতা শেখ মুজিবর রহমান ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা ভুট্টোর মধ্যে আলোচনা গতকাল শেষ হয়েছে।

কিন্তু শ্রীভুট্টো তাঁর পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার সময় পিছিয়ে দিয়ে মুজিবরের সঙ্গে নৌকায় গিয়ে চাপেন।

দেশ এখনও প্রেসিডেনট ইয়াহিয়ার নেতৃত্বে সামরিক শাসনের অধীন। প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, যে সংবিধান দেশের দুই অংশকে বিচ্ছিন্ন করার পক্ষে থাকবে, তিনি সেই সংবিধান মানবেন না।

সমবায় পরিদর্শকদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি

বেতন হার সম্পর্কে রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে সমবায় পরিদর্শকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা ৫ ফেবরুয়ারি রাজভবনের সামনে ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাবেন বলে 'ওয়েসট বেঙ্গল সাবঅরডিনেট কো-অপারেটিভ এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। সমবায় পরিদর্শকদের দাবি, উপযুক্ত বেতনক্রম, রাজ্য সমবায় সারভিসে একত্রীকরণ ইত্যাদি।

আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে কর্মীবৃন্দ কর্তৃক পূজিত শ্রীশ্রীসরস্বতী প্রতিমা।

শহর ও শহরতলীতে বাগ্‌দেবীর বন্দনা

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

শিক্ষায়তনেই পড়াশুনা একরকম হয়নি বললেই চলে। বাগ্‌দেবীর পূজার সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান।

অন্যান্য বছরের মত এবারও পূজার চাহিদার সুযোগে নারকেল, কুল, কমলালেবু, শশা, শাঁকআলু প্রভৃতি ফলের দর দুদিন আগে থেকে বেড়ে যায়। তাছাড়া ফুলকপি, বাঁধাকপি, টম্যাটো প্রভৃতি তরিতরকারীর দরও বাড়ে।

আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে আরাধনা

আনন্দবাজার সংস্থার কর্মীবৃন্দ আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে বাগ্‌দেবীর আরাধনা করে। পূর্বাহ্নে অর্চনা ও পুষ্পাঞ্জলি ও মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণ হয়। সন্ধ্যায় আরতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়।

রবিবার দুপুর পর্যন্ত কলকাতায় দুটি সরস্বতী পূজা মণ্ডপে আগুন লাগে। অবশ্য তাতে প্রতিমার কোন ক্ষতি হয় নি, পূজারও বিঘ্ন ঘটেনি।

ভোর ৫-২০ মিনিটে কালিঘাটে মোহিনী হালদার স্ট্রীটে পূজা মণ্ডপের একাংশে আগুন লাগে। দমকল আগুন নিভিয়ে ফেলে।

সকাল ৯-২০ মিনিটে বেলেঘাটা সুরেন সরকার রোডের আর একটি পূজামণ্ডপে আগুন লাগে এবং মণ্ডপের একাংশ পড়ে যায়। পূজার কোন বিঘ্ন ঘটেনি।

হাওড়ায় বাণী বন্দনা

রবিবার হাওড়ার শহর ও পল্লী অঞ্চলের অসংখ্য গৃহ এবং সংঘ-সমিতি বাণী বন্দনায় মুখরিত হয়ে উঠে। চারিদিকে উৎসবের সাজ। মণ্ডপে-মণ্ডপে, স্কুলে-কলেজে নানা সাজে সজ্জিত যুবক-যুবতী, এবং কিশোর-কিশোরীদের ভিড়। প্রায় সারাদিন আকাশের মুখ ভার। কিন্তু দর্শনার্থীদের মুখে হাসির অন্ত নেই। দুর্গা পূজার পর শহরে এত মানুষের ভিড় কখনও দেখা যায়নি। সারা শহর যেন রাস্তায় নেমে এসেছে।

প্রতিমারও নানা রূপ। কোথাও পদ্মাসনা। কোথাও দণ্ডায়মানা। কোথাও হংসাসীনা। আবার কোথাও বা বীণা বাদনে মগনা। উদ্যোক্তাদের রুচি অনুযায়ী মায়ের নানা রূপ, নানা সাজ।

২ ফেবরুয়ারি থেকে নিম্ন দামোদর সংস্কারের কাজ শুরু হবে

স্টাফ রিপোরটার

আগামী ২ ফেবরুয়ারি থেকে নিম্ন দামোদর সংস্কারের কাজ শুরু হবে বলে জেলা কর্তৃপক্ষ জানান।

কেন্দ্রীয় সরকার দামোদর নদের সংস্কারের জন্য সাড়ে বারো কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। দুটি পর্যায় এই সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে।

নিম্ন দামোদর সংস্কারের দাবি দীর্ঘ দিনের। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে চাষ আবাদের ক্ষেত্রে হাওড়া জেলার যথেষ্ট উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সংকীর্ণ স্বার্থে জনসংঘ সাম্প্রদায়িকতা জীইয়ে তুলতে চাইছে —প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জনসংঘ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের কথা সমালোচনা করে বলেন ঃ এরা নিজেদের সংকীর্ণ ও দলীয় স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে সাম্প্রদায়িক ভাবপ্রবণতাকে জীইয়ে তোলার চেষ্টা করছে।

আজ এখানে এক বিরাট জনসভায় তাঁর দলের নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সূচনা করে শ্রীমতী গান্ধী বলেন ঃ জনসংঘের নেতারা তাঁর এবং অন্যান্য নব কংগ্রেস তোদের বিরুদ্ধে সব ভিত্তিহীন অভিযোগ আনছেন। জনসংঘের এই নেতারা যাঁরা আজ মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়াচ্ছেন, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তাঁদের টিকি পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি।

তিনি আরও বলেন ঃ জনসংঘ ধর্মের প্রকৃত আদর্শ সম্পর্কেও আগ্রহী নয়। ব্রিটিশ আমলে ধর্মীয় শ্লোগান তুলে তারা শুধু ঔপনিবেশিকদের 'ভাগ কর শাসন কর' নীতিকেই সাহায্য করেছে।

অহিংসার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের প্রতি তাঁর দলের আস্থার কথা প্রধানমন্ত্রী পুনরায় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন ঃ নব কংগ্রেস দেশে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন ঃ পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রাখার জন্য উপযুক্ত সংশোধন করে নব কংগ্রেস তাদের নীতিতে অটল থাকবে।

স্বাধীনতার পর দেশে কোন অগ্রগতি ঘটেনি কিংবা বিদেশে ভারতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে—যাঁরা এমন ভাবেন প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন ঃ হয় তাঁরা তাঁদের চারদিকে যে পরিবর্তন ঘটছে, তার দিকে চোখ মেলে চাইছেন না, নয়তো তাঁরা ভারতবাসীকে অপমান করতে বদ্ধপরিকর।

শ্রীমতী গান্ধী কেন্দ্রে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন ঃ বিভিন্ন রাজ্যে পাঁচমিশেলি কোয়ালিশন সরকার গড়া হয়েছিল। কিন্তু তারা সবাই ব্যর্থ হয়েছে। এতেই প্রমাণ হচ্ছে, কোয়ালিশন সরকার দিয়ে কোন ভাল কাজ হতে পারে না। —ইউ এন আই

শ্রীমতী গান্ধীকে ১০ লক্ষ টাকা উপহার

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি—আজ অপরাহ্নে এখানে এক জনসভায় দিল্লি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (নব) প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ১০ লক্ষ টাকা উপহার দেন।

শ্রীমতী গান্ধীর পরণে হলদে রং-এর শাড়ি ছিল। বসন্ত-পঞ্চমী উপলক্ষে জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা শুরু করেন।

—ইউ এন আই

আসাম বিধানসভার বাজেট অধিবেশন ৯ মারচ

শিলং, ৩০ জানুয়ারি—আগামী ৯ মারচ এখানে আসাম বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। —পি টি আই

নির্বাচনী রণে কে কোথায়

হরিয়ানা রাজ্য ফরওয়ারড ব্লকের চেয়ারম্যান শ্রী কে কে তুফান কৈঠাল সংসদীয় কেন্দ্রে রেলমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দের বিরুদ্ধে লড়বেন।

ফরওয়ারড ব্লকের সংসদীয় বোরড রবিবার এক বিবৃতিতে বলেন ঃ হরিয়ানার আরও চারটি কেন্দ্রে তাঁরা প্রার্থী দেবেন। বাদ বাকি কেন্দ্রে ব্লক নব কংগ্রেসকে সমর্থন জানাবে।

✻

গুজরাটে আদি কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র পারটির মধ্যে এক নির্বাচনী সমঝোতা হয়েছে। এর ফলে আদি কংগ্রেস রাজকোটে স্বতন্ত্র পারটির চেয়ারম্যান শ্রী এম আর মাসানির বিরুদ্ধে এবং আরও পাঁচটি লোকসভা কেন্দ্রে কোন প্রার্থী দেবেন না।

✻

বিহারের পূর্তমন্ত্রী ডঃ বসন্তনারায়ণ সিং রবিবার হাজারীবাগে বিহারে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য জনতা পারটির প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন ঃ বিহার প্রদেশ আদি কংগ্রেস প্রধান শ্রী কে বি সহায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী না দেওয়ার সিদ্ধান্ত দল শেষ পর্যন্ত নিয়েছেন।

রামগড়ের পরলোকগত রাজার স্ত্রী ও দলের সভানেত্রী শ্রীমতী ললিতা রাজ্যলক্ষ্মী হাজারীবাগ থেকে দাঁড়াচ্ছেন।

✻

জনসংঘের সভাপতি শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী বলেছেন আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনে তিনি মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র লোকসভা কেন্দ্র অথবা উত্তর প্রদেশের বলরামপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে দাঁড়াবেন। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাঁর দলের সংসদীয় বোরড নেবেন।

✻

আদি কংগ্রেস নেতা শ্রী এন সঞ্জীব রেড্ডি অন্ধ্র প্রদেশের অনন্তপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে দাঁড়াচ্ছেন।

মাত্র দুদিন আগে তিনি অবশ্য বলেছিলেন, নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না।

তাঁর বিরুদ্ধে নব কংগ্রেস প্রার্থী শ্রী পি অ্যানটনি রেড্ডি। বাতিল লোকসভায় তিনি এই কেন্দ্র থেকেই নির্বাচিত হয়েছিলেন।

✻

আর এস পি (এম এল) সারা দেশে ২১টি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দাঁড় করাবেন।

তাঁরা বিহারে ছয়জন, উত্তর প্রদেশে বারজন এবং মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও পশ্চিম বাংলায় একজন করে প্রার্থী দেবেন। তাঁরা রায়বেরিলি কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রার্থী দিচ্ছেন।

✻

আচার্য কৃপালনী ও শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম আগে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁরা যথাক্রমে আগরা ও কোয়েমবাটুর কেন্দ্র থেকে লোকসভার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। কিন্তু তাঁরা সরে দাঁড়াচ্ছেন।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

প্রচণ্ড শীতে উত্তর প্রদেশে ১২ জনের মৃত্যু

লখনউ, ৩১ জানুয়ারি—প্রচণ্ড শীতের ফলে এবং ঠাণ্ডা লাগায় উত্তর প্রদেশে এ পর্যন্ত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয় আবহাওয়া অফিসের সংবাদে প্রকাশ উত্তর প্রদেশের সারা দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল জুড়ে মৃত্যু শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে।

এই রাজ্যের কোন কোনও অঞ্চলে যে প্রচণ্ড শীত পড়েছে তার তীব্রতা হ্রাস পাচ্ছে না। এর ফলে গতকাল মোরাদাবাদে ৪ জনের এবং পিথোরগড়ে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

গত সপ্তাহে পিথোর গড় জেলার মুন্সিয়ারি তহশীলে তিন ইনচিরও বেশি তুষার শীত হয়েছে।

নাজিরা বাদ, রুড়কি এবং আগরায় তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল।

—পি টি আই

বিহারে শৈত্যপ্রবাহে এ পর্যন্ত মৃত্যুসংখ্যা ১০৩

পাটনা, ৩১ জানুয়ারি—বিহারের হাজারীবাগ থেকে আজ সংবাদ পাওয়া গিয়েছে, এখানে শীতে পাঁচজনের মৃত্যু ঘটেছে। এই নিয়ে বিহারে শৈত্যপ্রবাহে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ১০৩। —পি টি আই

আকাশ দস্যুদের পাকিস্তান আশ্রয় দিয়েছে

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

নয়াদিল্লির এক সংবাদে জানা যায়, ইনডিয়ান এয়ারলাইনস বিমান ছিনতাই রোধের জন্য যাত্রীদের দেহ ও মালপত্র তল্লাসী আরম্ভ করেছেন।

দিল্লি, শ্রীনগর, জম্মু, চণ্ডিগড় ও অমৃতসরে যেসব যাত্রী উঠছেন তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে। পরে পূর্বাঞ্চলেও এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আজ ইনডিয়ান এয়ারলাইনস-এর প্রতিনিধি অসামরিক বিমান দফতরের ডিরেকটর-জেনারেল এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতিনিধিদের মধ্যে তিন ঘণ্টা আলোচনা হয়। তাঁরা বিমান ছিনতাই প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। আগামীকালও এই আলোচনা চলবে। —এ এফ পি ও ইউ এন আই

অনুমতি দেওয়ার কোন খবর আসেনি

নয়াদিল্লি, ৩১ জানুয়ারি—অসামরিক বিমান দফতরের জনৈক সরকারি মুখপাত্র—আজ রাত্রে বলেন যে, আগামীকাল লাহোরে রিলিফ বিমান অবতরণ করার অনুমতি দেওয়া সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে কোন খবর পাওয়া যায়নি।

—পি টি আই

সিংহলে উত্তর ভিয়েতনামের প্রথম রাষ্ট্রদূত

কলম্বো, ৩১ জানুয়ারি—উত্তর ভিয়েতনাম সিংহলে প্রথম রাষ্ট্রদূত শ্রীওয়াং থানা ট্রাই-কে নিযুক্ত করেছেন। বহির্বিষয়ক মন্ত্রণালয় গতকাল এখানে এই ঘোষণা করেন।

—ইউ এন আই

মহীশূর রাজ্য লটারী
২,৫০,০০০ টাকার বিরাট পুরস্কার

(সকল সিরিজে একটি পুরস্কার)

প্রত্যেক সিরিজের জন্য	১টি প্রথম পুরস্কার	১,০০,০০০ টাকা।
প্রত্যেক সিরিজের জন্য	১টি দ্বিতীয় পুরস্কার	৫০,০০০ টাকা।
প্রত্যেক সিরিজের জন্য	২টি তৃতীয় পুরস্কার	১০,০০০ টাকা।
প্রত্যেক সিরিজের জন্য	৪টি চতুর্থ পুরস্কার	৫,০০০ টাকা।
প্রত্যেক সিরিজের জন্য	২০টি পঞ্চম পুরস্কার	১,০০০ টাকা।
প্রত্যেক সিরিজের জন্য	৫০টি ষষ্ঠ পুরস্কার	৫০০ টাকা।
প্রত্যেক সিরিজের জন্য	৫০০টি সপ্তম পুরস্কার	১০০ টাকা।

খেলার তারিখ ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

বিশেষ পুরস্কার বিজয়ী টিকিটের এবং প্রত্যেক সিরিজে প্রথম ছয়টি. বিজয়ী টিকিটের আগের ও পরের সংখ্যায় সান্ত্বনা পুরস্কার।

আপনার সারাজীবনের উপার্জনের চেয়ে ও বেশী টাকা জিততে পারেন।

দাম প্রতি টিকিট এক টাকা মাত্র

একমাত্র এজেন্ট ঃ
মহীশূর সেলস্‌ ইন্টারন্যাশানাল লিমিটেড্‌
(লটারী বিভাগ)
হরি নিবাস ঃ ৩৬, কানিংহাম রোড, বাঙ্গালোর ১-বি।
শাখা ঃ অরুণ চেম্বর্স, তারদেব মেইন রোড, বম্বে-৩৪। ফোন ঃ ৩৭৫২০৪
১০-এ, গোবিন্দ ম্যানসন, কনট সার্কাস, নিউ দিল্লী-১। ফোন ঃ ৪৪৫৬৫
মাদ্রাজ ঃ থম্বু চেট্টি ষ্ট্রিট, মাদ্রাজ-১। ফোন ঃ ২৩৬৯২

maa/MSI/037A/ BAN

অন্যান্য চিত্রগৃহে

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৩৫ ১২, ৩, ৬
জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার

রূপায়ন সিনেমা ৪৫-২৭০৬ ২, ৫, ৮টা
নাইট ইন লণ্ডন

শ্যামলী ৬৭-২০৫৮ ১, ৪, ৭টায়
মন নিয়ে

রম্ভা বিরাটি ১২৮, ৩৮, ৬৮
জোহর মেহমুদ ইন হংকং

যোগমায়া
এখানে পিঞ্জর

জয়া
জোহর মেহমুদ ইন হংকং

রূপম
জিনে কী রাহ

বিনোদিনী
নিশান

পূরবাশা
গীত

রাধাশ্রী
শাওন ভাদো

জেম
প্রেসিং প্লেস

অশোকা
অপরিচিত

অলকা
জনা মেরা নাম

নারায়ণী
শাওন ভাদো

পার্বতী
জোহর মেহমুদ ইন হংকং

সুরশ্রী
পরগম

হাসির ছবিতে নতুন কথা!
জোহর মেহমুদ ইন হংকং
ওরিয়েন্ট • ম্যাজেষ্টিক
নাজ
উত্তরা • উজ্জলা

গৌরবোজ্জ্বল ১৩শ সপ্তাহ
অরুণ রায়চৌধুরী নির্দেশিত
রূপসী
রাধা • পূর্ণ • পূরবী

মুক্ত অঙ্গনে • বাণীরূপা • আজ
কেন এই অবক্ষয়? ও
সুর যেখানে ছন্দ খোঁজে
সন্ধ্যা ৬টা • হলে টিকিট • ১, ২, ৩,
(সি ৭৫০৮)

এ আমার পাপ—তোমার পাপ!
তাই আজ বীরপুরের মহীতোষ চাটুজ্জেঁর তিন মেয়ে
নীলা - শীলা - বেলা
নরকের দরজায় সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে...
এখানে পিঞ্জর
উত্তম - অপর্ণা অভিনীত যাত্রিক পরিচালিত
রূপবাণী • ভারতী • অরুণা

শেষ ৩ দিন
প্রতিদ্বন্দ্বী
মিনার - বিজলী - ছবিঘর

শঙ্করকীর্তন

৪৫তম সপ্তাহ!
নিশিপদ্ম
শ্রী • প্রাচী • ইন্দিরা

আগামীকাল
অগ্রিম টিকিট
উত্তম-সুচিত্রা
নবরাগ
মিনার • বিজলী • ছবিঘর
নতুন-২রা হইতে অগ্রিম টিকিট

চতুর্থ সপ্তাহ
জনী মেরা নাম

৫ম সপ্তাহের অবদান
মেরা নাম জোকার
মেট্রো — লোটাস
মেনকা — দর্পণা

শ্রী কৃষ্ণ লীলা
কৃষ্ণা • নিউ সিনেমা
মিত্রা • রূপালী • দীপ্তি

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম

শাওন ভাদো
সোসাইটি
গ্রেস • এলিট
ছায়া • কালিকা • লিবার্টি
তসবীরমহল • ন্যাশনাল

১০ম জনপ্রিয় সপ্তাহ!
গীত
হিন্দ • পূর্ণশ্রী

২য় সপ্তাহ!
মেমসাব
অপেরা • প্রভাত • খান্না

বিজয়ী পর্বতারোহী দলকে শীলড বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি

এবারও একটি বাঙালী পর্বতারোহী দল সুরেশ স্মৃতি শীলড লাভ করেছে। সারা দেশের সেরা অভিযানের জন্য বোম্বাই ক্লাইমবারস-এর পক্ষ থেকে এই শীলড দেওয়া হয়। ১৯৬৯ সালের চতুরঙ্গী অভিযাত্রী গঙ্গোত্রী হিমবাহ অভিযান কমিটিকে শনিবার এক অনুষ্ঠানে এই শীলডটি দেন শ্রী এ ডি কুমার। শ্রীকুমারের মৃত পুত্র সুরেশ কুমারের স্মৃতিরক্ষার্থে তিনি এই শীলডটি বোম্বাই ক্লাইমবারসের হাতে তুলে দেন ১৯৬৮ সালে। সেই প্রথম বছরও এই শীলড লাভ করে বাঙালী তরুণ অভিযাত্রীরা—কলকাতার হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং এসোসিয়েশন। চতুরঙ্গী অভিযানের ৭জন সদস্যও বাঙালী তরুণ। এর দলনেতা ডাঃ স্বপন রায়চৌধুরী।

এক গোলে এগিয়ে থেকে

মোহন বাগান জয়লাভে বঞ্চিত

দ্বিতীয়ার্ধে মহঃ স্পোর্টিং-এর গোল শোধ

বিশাখাপত্তনম অফিস

৩১ জানুয়ারি—এক গোলে পিছিয়ে থেকে মহমেডান স্পোর্টিং রোভার্স চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানের সঙ্গে ১—১ গোলে ডুরান্ড কাপের সেমি-ফাইনালের খেলা শেষ করেছে। মঙ্গলবার আবার এই খেলা ও হবে।

কলকাতার দুই শক্তিশালী দলের খেলা দেখার জন্য মাঠ দর্শকে পরিপূর্ণ ছিল। প্রথমার্ধে মোহনবাগান মহমেডান স্পোর্টিংকে কোণঠাসা করে রাখে এবং ১১ মিনিটে গোল করে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে খেলার ধারা পালটে যায়। মহমেডান দল গোল শোধ করার জন্য মরীয়া হয়ে আক্রমণ চালায় এবং মোহনবাগান গোলরক্ষক বলাই দেকে সব সময়ে ব্যস্ত রাখে। মূল রক্ষণভাগের দৃঢ়তার জন্য মহমেডান দল গোল শোধ করে জয়সূচক গোল করতে পারে না। সি প্রসাদ ছিলেন দলের স্তম্ভ। তাঁর পাশে কল্যাণ সাহা ও ভবানী রায়েরও দৃঢ়তাপূর্ণ সহযোগিতা সত্যই প্রশংসনীয়।

১১ মিনিটে মোহনবাগান হঠাৎ গোল করে এগিয়ে যায়। ভৌমিকের সট আলতাফের পায়ে লেগে গোলে ঢোকায় জোহা বলটি ধরতে পারেন না ১—০। ২৪ মিনিটে পি গাঙ্গুলীর তীব্র সট জোহা বাঁচান।

দ্বিতীয়ার্ধে মহমেডান মোহনবাগান রক্ষণভাগকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। সাদাৎউল্লার তীব্র সট মোহনবাগান গোলরক্ষক বাঁচান। দ্বিতীয়ার্ধের সূচনাতেই এই ঘটনা ঘটে। এর পর ৩ মিনিট বাদে সাদাৎউল্লার মাটিঘেঁষা সট বলাই দে ধরেন। মোহনবাগান তাও সামলাতে পারে না। ১৯ মিনিটের সময় ফ্রিকিক থেকে আলতাফ উঁচু করে মোহনবাগানের গোলের সামনে বল ফেললে সাদাৎউল্লা হেডে গোল শোধ করেন ১—১।

গোল শোধ হবার আগে মোহনবাগান আরও একটি গোল লাভে বঞ্চিত হন। দস্তিদারের সট বারে লেগে ফিরে আসে।

মোহনবাগান—বলাই দে; বি রায়, ... ; কল্যাণ সাহা, সি প্রসাদ ও ভবানী রায়; ... লাহিড়ী, সাদাৎউল্লা ও সরদার খাঁ।

মহঃ স্পোর্টিং—জোহা; কর্মকার, জর্জ, আলতাফ ও খাঁ; লতিফ ও এমব্রোজ; রফিক (খোঁলাজি), বি লাহিড়ী, সাদাৎউল্লা ও সরদার খাঁ।

সোমবারের খেলা

ইসটবেঙ্গল : মফৎলাল

কে সাহা, সি প্রসাদ ও এস সরকার; এস মান্না ও প্রবীর মজুমদার; মহাবীর প্রসাদ (দেবী দত্ত), এস ভৌমিক, এস ঘোষ দস্তিদার (পি মজুমদার) ও পি গাঙ্গুলী।

জাতীয় মহিলা হকি ফাইনাল খেলা ড্র

দিল্লী অফিস

৩১ জানুয়ারি—আজ জাতীয় মহিলা হকির ফাইনালে গতবারের বিজয়ী মহারাষ্ট্র ১—১ গোলে গতবারের রানার্স পানজাবের সঙ্গে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করেছে। সোমবার খেলাটি পুনরনুষ্ঠিত হবে। প্রথমার্ধে মহারাষ্ট্র ১—০ গোলে এগিয়ে ছিল।

১৩ মিনিটের সময় সারলি স্যামসনের কাছ থেকে বল পেয়ে ওটিলা তীব্রভাবে দৌড়ে গিয়ে চটুল ভঙ্গিমায় বিপক্ষের ৪ জন খেলোয়াড়কে ফাঁকি দিয়ে গোল করেন ১—০। বিরতির আগে পর্যন্ত পানজাব গোল পরিশোধের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। মহারাষ্ট্র রক্ষণভাগের দৃঢ়তায় গোল পরিশোধ করতে পারে না।

দ্বিতীয়ার্ধেও পানজাবের গোল পরিশোধের উদগ্র কামনা অপরিবর্তিত থাকে। ১৮ মিনিটের সময় মিলিত প্রচেষ্টা থেকে সেনটার ফরোয়ারড প্রেমা সাইনি প্রয়োজনীয় গোল পরিশোধ করে দেন ১—১।

এর পর থেকে শেষ বাঁশী বাজা পর্যন্ত দু-দলই জাতীয় মহিলা হকির বিজয়ীর সুদৃশ্য পুরস্কার ঘরে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেও রক্ষণভাগের শক্ত পাঁচিল টপকাতে পারে না।

ভিজি ট্রফি

পূর্বাঞ্চলের ১১৩ রানে ইনিংস শেষ

মাদরাজ, ৩১ জানুয়ারী—ভিজি ট্রফির সেমি-ফাইনাল পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের খেলায় পূর্বাঞ্চল ১১৩ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করলে দক্ষিণাঞ্চল দিনের শেষে ৪ উইকেটে ১১৪ রান করে এগিয়ে গিয়েছে। পূর্বাঞ্চলের পক্ষে এস মিত্রর ৫০ রানই উল্লেখযোগ্য হয়।

পূর্বাঞ্চল ১ম ইনিংস:—১১৩ রান (এস মিত্র ৫০, পি চেল ১২, টি নিরোগী ১৬, ইব্রাহিম ১৭ রানে ২টি, বিজয়কৃষ্ণ ২১ রানে ৩টি টানডন ২৭ রানে ২টি ও ভগত ২৭ রানে ২টি উইকেট)।

দক্ষিণাঞ্চল ১ম ইনিংস:—৪ উইঃ ১১৪ রান (শিবরামকৃষ্ণ নট আউট ৩৫, রবিচন্দন ২২, পি মুকুন্দ ৩৭ নট আউট, নিরোগী ২০ রানে ১টি ও চেল ২৩ রানে ২টি উইকেট)।

অপর সেমি-ফাইনাল উত্তরাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের খেলায় উত্তরাঞ্চল ২৫১ রানে ইনিংস শেষ করলে পশ্চিমাঞ্চল খেলার সময় না থাকায় খেলতে পারেননি।

উত্তরাঞ্চল ১ম ইনিংস:—২৫১ রান (সুরেন্দর ৬৩, রশিদউল্লা ৩৩, এস মেহেরা ৪২ নট আউট আর সাইনি ৩৪, ভাইগাওকার ৭২ রানে ৬টি ও অজিত নায়েক ৬৮ রানে ১টি উইকেট)।

—পি টি আই

ডানলপ স্পোর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল ক্লাব সাহাগঞ্জ
বার্ষিক স্পোর্টস ১৯৭১
অনিবার্য কারণে বার্ষিক স্পোর্টস ধার্য তারিখ রবিবার ৭ই ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে রবিবার ২৮শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। অসুবিধা ঘটার জন্য আমরা দুঃখিত (৭৬৬৬)

সোমবার থেকে হকি লীগের খেলা শুরু

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতা মাঠের খেলার আসর ফুটবলের পর ক্রিকেটই এতদিন জাঁকিয়ে বসেছিল। এবার ক্রিকেটের পালা বদলের পালা এসে গেছে। সোমবার থেকে আসরে নামছে হকি। কলকাতার এই হকি মরশুমের আয়ু খুব বেশি নয়, মাস তিনেকের মতন।

প্রথম ডিভিসন লীগে খেলে ১৯টি দল। গত বছর মোহনবাগান অপরাজিত থেকে লীগ জয় করেছিল। রানারস হয় ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ডিভিসন থেকে রেনজারস এবং বেঙ্গল ইউনাইটেড দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে যায়। সে জায়গায় আরমেনিয়ানস ও স্পোরটিং ইউনিয়ন দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে প্রথম ডিভিসনে উঠেছে।

কলকাতার হকি লীগ শুরু হয় ১৯০৫ সাল থেকে। প্রথম ডিভিসন লীগে কাস্টমস এ সির সাফল্যই এখন পর্যন্ত সব থেকে বেশি। তারা মোট ১৮ বার লীগ জয় করেছে তার মধ্যে পরপর ৪ বার করে জয় করেছে ২ বার। ১৯৩০—৩৩ এবং ১৯৩৬—৩৯। তার পরেই উল্লেখ করার মতন সাফল্য লাভ করেছে জনপ্রিয় মোহনবাগান এ সি। তারা মোট ১০ বার লীগ জয় করেছে তার মধ্যে ১৯৫৫—৫৮ একটানা ৪ বার। কাসটমসের সেদিন আর নেই। তারা এখন লীগ তালিকার মাঝামাঝি স্থানে থাকে। ১৯৬১ সালে শেষ বার তারা ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে যুগ্ম বিজয়ের সম্মান পায়।

এবার কাগজে কলমে মোহনবাগানের দলই ভাল হয়েছে বলে মনে হয়। ইস্ট বেঙ্গল থেকে তারা ভাল খেলোয়াড় ৩ জনকে পেয়েছে। গোলে এস মুখার্জিকে পাওয়ায় রক্ষণভাগ আরো শক্তিশালী হয়েছে। কারণ মুখার্জি এখন বাংলার এক নম্বর গোল রক্ষক। ফরোয়ারডে ইস্ট বেঙ্গলের এস খান্না এবং তউফিক শের খাঁ মোহনবাগানের শক্তি বাড়াবে কোন সন্দেহ নেই। তউফিক শের খাঁ গত বছর ফরোয়ারডে খুবই ভাল খেলেছিলেন। এ ছাড়া মহমেডান থেকে রহিম এবং রাজস্থান থেকে জাহিদ নূরও এসেছেন। ব্যাকে পানজাব বিশ্ববিদ্যালয়ের যশবন্ত সিং এবং এম পির ভগত সিং খেলবেন। ধ্যানচাঁদের দুই ছেলে রাজকুমার এবং অশোককুমার আগেই মোহনবাগানে খেলার জন্য এসেছেন এবার এলেন রূপ সিং-এর ছেলে ভগত সিং। হাফে খেলার জন্য আরো একজন এসেছেন ভূপাল থেকে তিনি বসির আলি।

ইস্ট বেঙ্গলের দলও খারাপ নয়। গোলে মুখার্জি চলে গেলেও তাঁর জায়গায় ইউ পির নর সিং এসেছেন। হাফে মোহনবাগান থেকে ওয়াহিদ আসায় ইস্ট বেঙ্গলের পক্ষে এটা বড় লাভ বলা যায়। তবে সত্যিকারের শক্তিশালী হয়েছে ফরোয়ারড লাইন। মোহনবাগান থেকে ইনামুর রহমন এবং বি এন আর থেকে সুখদর্শন সিং এবং চাঁদ সিং এসেছেন। চাঁদ সিং গত বছর বি এন আরে বেশ ভাল খেলেছিলেন। শোনা যাচ্ছে বাইরের আরো কয়েকজন ইস্ট বেঙ্গলে আসছেন। তাঁদের নাম পরে প্যাওয়া যাবে।

মহমেডান স্পোরটিং-এর দলও মোটামুটি হয়েছে। বাইরের যে কজন খেলোয়াড়কে এবার তাঁদের দলে খেলতে দেখা যাবে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হাফে সারভিসেসের কিষেণলাল ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল। ফরোয়ারডে ডিজেল লোকোমটিভের তেওয়ারী, নরদারন রেলের আহাসান। সব মিলিয়ে মহমেডান দল খুব খারাপ হবে না।

প্রথম স্থানীয় দলগুলিতে এবার যাঁরা খেলবেন তাঁদের নাম নীচে দেওয়া হল।

মোহনবাগান — গোলে — এস মুখার্জি (ইস্ট বেঙ্গল) ও পালিত; ব্যাকে—গুরবকস সিং অমিত দাশগুপ্ত (এরিয়ান) যশোবন্ত সিং (পানজাব) ভগত সিং (এম পি), **হাফ ব্যাক** রাজকুমার, ভি পেজ, বলবন্ত রাও, আহাদ ও বসির আলি (ভূপাল); **ফরোয়ারড** আর ভিন (আলেকজানডার রেমনড), ওসমান, এস খান্না (ইস্ট বেঙ্গল), তউফিক শের খাঁ (ইস্ট বেঙ্গল), অশোককুমার, সঈদ নূর, রহিম (মহমেডান) ও জাহিদ নূর (রাজস্থান)। **ইস্ট বেঙ্গল** পি কাপুর ও নর সিং (ইউ পি); **ব্যাক** জারনেল সিং, মমতাজ ও উপিন্দর সিং; **হাফ ব্যাক** ভেদপ্রকাশ, জেনিংস ও ওয়াহিদ (মোহনবাগান); **ফরোয়ারড** কামার আলি, গোবিন্দ, সুখদর্শন সিং (বি এন আর), ইনামুর রহমন (মোহনবাগান) ও চাঁদ সিং (বি এন আর); **মহমেডান স্পোরটিং গোলে** এম আর খাঁ ও রাজপাল (ই আর এ এ); **ব্যাক—** ইনসান আলি, সলোমন ও গিলবারট (রেনজারস); **হাফ ব্যাক** জাকি, ইকবাল (আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়), কিষেণলাল (সারভিসেস) ও হায়দার। **ফরোয়াড—** মুজিব, আমেদ, কাশী, তেওয়ারী (ডিজেল লোকো), মহম্মদ বিন হাসান (হায়দরাবাদ), আহাসান (নরদারন রেল), ওমপ্রকাশ, মকসুদ (ই আর এস সি) ও আজাহার (লখনৌ)।

বি এন আর গোল—রউফ ও রোজারিও; ব্যাক—কুশলকুমার ও সেলিমবেগ; হাফ ব্যাক—পি রায়, সঈদ, কুলদীপ ও কুমার (পুলিশ); **ফরোয়ারড**—মুসতাক, রঞ্জি, যোগিন্দার সিং, হামিদ, পিয়ারা সিং ও আখতার আলি।

সোমবারের হকি খেলা
প্রথম ডিভিসন লীগ

আরমেনিয়ানস : পুলিশ এ সি—(মহমেডান)

ডবলিউ বি পুলিশ : এরিয়ান (এরিয়ান)

উয়াড়ি : কাসটমস (মোহনবাগান)

দ্বিতীয় ডিভিসন লীগ : সাউথ উইনড : সি ই এস সি (টাউন) ভবানীপুর : বেঙ্গল ইউনাইটেড (বি জি প্রেস) তৃতীয় ডিভিসন লীগ : ওয়াই এম সি এ কলেজ : তালতলা ইন (ওয়াই এম সি এ) ডালহৌসী : বাটা এস সি (ডালহৌসী)

স্টেট ট্রানসপোরটের বার্ষিক স্পোরটস

স্টেট ট্রানসপোরটের বার্ষিক স্পোরটস বি জি প্রেস মাঠে ৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। স্টেট ট্রানসপোরটের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীবিশ্বরূপ মুখার্জি সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন এবং শ্রী এম এম কুশারী প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করবেন।

আসাম স্টেট লটারিজ
আপনাকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করুক
আর রাজ্যকে করুক সমৃদ্ধিশালী
আসাম স্টেট লটারিজের
প্রথম মাসিক খেলা
তারিখ
১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১
সত্বর করুন—আজই টিকিট কিনুন
ডিরেক্টরেট অফ স্টেট লটারিজ, আসাম কর্তৃক প্রচারিত
PRESSMAN

দিল্লি লটারিজ
প্রথম পুরস্কার ২,৫০,০০০ টাকা দ্বিতীয় পুরস্কার ৫০,০০০ টাকা
তা ছাড়াও শত শত আরো পুরস্কার
খেলা ৬-২-৭১ প্রতি টিকিটের দাম ১ টাকা
অতিরিক্ত আকর্ষণ অর্ধ-সাপ্তাহিক খেলা (প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়)
৩টি পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০০০ টাকা; ৩টি পুরস্কার প্রত্যেকটি ১০০০ টাকা এবং ২০টি পুরস্কার প্রত্যেকটি ১০০ টাকা
পাইকারী টিকিট ক্রেতাদের বিশেষ কনসেশন।
আমাদের লাকী হাতে আপনিও ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখুন (কেননা শত শত ভাগ্যবান ব্যক্তি আমাদের কাছ থেকে টিকিট কিনে লক্ষপতি হয়ে গেছেন)। এবার হয়ত আপনিই সে ভাগ্যবান, যিনি প্রথম পুরস্কার জিতে নেবেন।
ডাক মারফৎ ক্রেতাদের ডাকখরচা বাবদ টিকিট প্রতি ২৫ পয়সা অতিরিক্ত পাঠাতে হবে।
সুস্পষ্টভাবে ইংরিজি বা হিন্দীতে লিখুন।
পুরাতন ও অগ্রণী এজেন্ট
ইকবালচাঁদ খুরানা
1, Khurshid Market, Sadar Bazar, Delhi-6.
Phones: Off. 220714, Res. 621313
Punjab Depot: DR. P. C. KHURANA
Rainik Bazar, Jullundur City, Phone: 5907
দিল্লির সুপার বাজার থেকেও টিকিট পাওয়া যায়। ফোন : ৪০১৬৩
(৭৭৫০এ)

আধুনিক ও আরামদায়ক

সর্বোদয়
গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া
সর্বোদয় হোসিয়ারী ওয়ার্কস

পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ
বিশেষ একের-মধ্যে-দুই পুরস্কার ঘোষণা করছেন
বিরাট প্রথম পুরস্কার
Rs.11,00,000
(এগার লক্ষ টাকা)
সেই সঙ্গে অতিরিক্ত আকর্ষণ
প্রাত্যহিক খেলা
প্রতিটি টিকিট প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক খেলায় একটি পুরস্কার লাভের ৩০টি সুযোগ পাবে
আজই আপনার টিকিট কিনুন
একটি দিন হারানো মানে একটি সুযোগ হারানো
এজেন্টগণ লক্ষ্য রাখবেন, সর্বোচ্চে ১০টি সিরিজ থাকবে। স্টকের ব্যালান্স সীমিত। তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনীয় টিকিট অবিলম্বে নেবেন। খেলার তারিখ ১৫-২-৭১। টিকিট পাওয়া যাবে ডিরেক্টর, পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ, অমর বিল্ডিং, সেক্টর ১৭, চণ্ডীগড়; পাঞ্জাবের সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ট্রেজারি অফিসার; চণ্ডীগড়স্থ পাঞ্জাব ট্রেজারি এবং পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ ক্যাম্প অফিস, ২৩ মেরিনা হোটেল, কনট সার্কাস, নয়াদিল্লী ও প্রধান প্রধান এজেন্টদের নিকট।
প্রচারক : ডিরেক্টর, পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ, সেক্টর ১৭, চণ্ডীগড়

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

রবিবার নানা ঘটনায় চারজন নিহত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিহত ডি আই বি কনেস্টবলের নাম শ্রীবারীন চক্রবর্তী (৪০)। বাড়ি ফেরার পথে কয়েক জন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবং পর পর কয়েকবার ছুরি মারে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হয়। আততায়ীরা তাঁর রিভলবারটি ছিনিয়ে নেয় বলে খবর।

ইউ এন আই জানান যে, শনিবার রাত্রে একদল লোক নদীয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং রানাঘাটের নির্বাচনী অফিসারের বাড়িতে হানা দেয়।

বেলুড়ের ঘটনা

স্টাফ রিপোর্টার আরও জানাচ্ছেন রবিবার বেলুড়ের ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ সূত্রে বলা হয়, বেলা প্রায় বারটার সময় এস আই শ্রীদত্ত তাঁর ছোট মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ দেখেন প্রায় ১৫।২০ জন যুবক হাতে নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁর দিকে ছুটে আসছে। ব্যাপার কি তা বুঝতে না পেরে তিনি তাঁর পকেট থেকে রিভলবার বার করে চেঁচিয়ে বলে উঠেন—'হ্যানডস আপ।' এই কথা শুনে আগন্তুকরা থমকে দাঁড়ায় এবং শ্রীদত্তকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়তে উদ্যত হয়। তিনি তখন রিভলবার থেকে পর পর কয়েক রাউনড গুলি ছোঁড়েন। তাতে একজন যুবক ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং অপর দুজন আহত হন। ইতিমধ্যে যুবকদের মধ্যে একজন তাঁর হাতের পাইপগান থেকে শ্রীদত্তকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিটি শ্রীদত্তের পায়ে লাগে। তিনি এগিয়ে মৃত যুবকের কাছে গিয়ে দাঁড়ান ও যুবক দলের কাছ থেকে একটি রিভলবার ছিনিয়ে নেন। ঐ সময়ে তিনি সাহায্যের জন্যও আশেপাশের লোকেদের উদ্দেশ্যে কাতর আবেদন জানান। কিন্তু কেউ আসেননি। ইত্যবসরে একটি গলিপথ দিয়ে একজন যুবক বেরিয়ে এসে শ্রীদত্তকে লক্ষ্য করে একটি বোমা ছোঁড়ে। বোমাটি তাঁর মাথায় লাগে এবং তিনি মাটিতে পড়ে যান। তাঁর দাদা পাশের একটি দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন। গোলমাল শুনে তিনিও ঘটনাস্থলে ছুটে যান। শ্রীদত্তকে সংগে সঙ্গে হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনায় শ্রীদত্তের মেয়ে এবং দাদাও সামান্য আহত হন। গুলিতে আহত যুবকদের মধ্যেও একজনকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। শ্রীদত্ত বিবেকানন্দ কলোণীর বাসিন্দা ছিলেন। কাজ করতেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কনট্রোলে।

বেদনাদায়ক

পুলিশ সূত্রে প্রাপ্ত খবরে আরও প্রকাশ যে, দুপুরের দিকে স্থানীয় এলাকায় খবর রটে যে পাড়ায় কয়েকজন নকশাল ঘোরাঘুরি করছে। এতে স্থানীয় সি পি এম সমর্থকরা পাইপগান, বোমা ইত্যাদি নিয়ে নকশালদের খোঁজে মোহনলাল ভাওয়াল রোড ধরে এগোচ্ছিলেন। আর একদিকে শ্রীদত্ত তাঁর মেয়েকে নিয়ে ওখানকার একটি পুজো প্যানডালে ঠাকুর দেখে ফিরছিলেন। আক্রমণোদ্যত সশস্ত্র যুবক দল তাঁর মুখোমুখি হলে তিনি গুলি চালান। ঘটনাটি ঘটে তাঁর বাড়ি থেকে মাত্র কুড়ি গজ দূরে।

ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজনকে স্থানীয় একজন সি পি এম নেতার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ জানায়। ঘটনাস্থল থেকে একটি রিভলবারও উদ্ধার করা হয়।

বোমায় কিশোর আহত

রবিবার শিবপুর থানার কালুন্দিয়া শিবতলায় বোমার আঘাতে সর্বশ্রী রবি হাজরা (৮) এবং মঙ্গল হাজরা (৫) নামে দুজন কিশোর আহত হয়। এদের হাওড়া হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

এক ব্যক্তি ছুরিকাহত

শনিবার রাত্রে ব্যাঁটরা থানার দীনু লেনে শ্রীজহরলাল দাস (৩৫) নামে এক ব্যক্তি ছুরিকাহত হন। তাঁকে হাওড়া হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

আমহার্স্ট স্ট্রীট এলাকায়

আমহার্স্ট স্ট্রীট থানা এলাকায় ছুরিকাঘাতে নিহত নব কংগ্রেস কর্মীর নাম শ্রীঅশোক ঘোষ। প্রকাশ শনিবার অধিক রাতে একটি সরস্বতী পুজো প্যানডেল থেকে ফেরার পথে তিনি মারাত্মকভাবে ছুরিকাহত হয়েছিলেন।

রবিবার পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেস আহ্বায়ক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সী এক বিবৃতিতে এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেছেন।

বিডন স্ট্রীট এলাকায় গুলি

এ ছাড়া রবিবার বিকালে বিডন স্ট্রীটে পুলিশ তিন রাউনড গুলি ছোড়ে। পুলিশের অভিযোগ, বিকাল পাঁচটা নাগাদ বিডন স্কোয়ারের কাছে দু' দলে সংঘর্ষ বাধে। ঘনঘন বোমা পড়ে। নিকটবর্তী পুলিশ পিকেট থেকে পুলিশ দল এগিয়ে গেলে তাদের ওপরও বোমা ছোড়া হয়। এ সময়ই গুলি ছুঁড়ে পুলিশ দু' দলকে ছত্রভংগ করে।

সন্ধ্যার দিকে আমহার্স্ট স্ট্রীট অঞ্চলেও দু' দলে বোমাবাজি শুরু হয়। বোমায় আহত অবস্থায় একজনকে মারোয়ারী রিলিফ সোসাইটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

রাণাঘাটের নির্বাচনী অফিসারের বাড়িতে হামলা

ইউ এন আই জানান যে, শনিবার রাত্রে একদল লোক নদীয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং রানাঘাটের নির্বাচনী অফিসার শ্রী বি এন সিংহ রায়ের বাড়িতে হানা দেয়। তারা শ্রীসিংহের ঘরের আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে কিছু আসবাবপত্র পুড়ে যায়।

কোন নির্বাচনী অফিসারের বাড়িতে হামলার ঘটনা এই প্রথম।

উত্তর কলকাতায় পাইপগান উদ্ধার

উত্তর কলকাতা পুলিশ শনিবার রাতে কাশীপুর রতনবাবু রোডে একটি বাড়িতে তল্লাসী চালিয়ে ২টি পাইপগান ৫টি বোমা, এক কিলো বোমা তৈরির মশলা, ৫ কিলো লোহার টুকরো উদ্ধার করে।

পুলিশ সন্নিহিত এলাকা থেকে জনকে গ্রেপ্তার করে।

শ্যামনগরে ৬জন আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি জানান, এদিন জগদ্দল থানার শ্যামনগর এলাকায় গবরনমেনট কলোণীতে সি পি এম বর্ণিত একদল লোকের আক্রমণে ৬ জন আহত হন। একজনকে আশংকাজনক অবস্থায় বারাকপুর বি এন বসু হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আহতদের মধ্যে ৫জন একই পরিবারের লোক।

পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, এদিন বিকাল ৪টা নাগাদ শ্যামনগর হিন্দুস্থান কলোণীর সি পি এম বর্ণিত কিছু লোক বোমা, ছুরি, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে গবরনমেনট কলোণীর উপর চড়াও হয়। এর ফলে ফরোয়ারড ব্লকের সমর্থক বলে বর্ণিত ৬জন আহত হন। আহত শ্রীনিত্যানন্দ পালের (৫০) স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, একটি শিশু এবং পাশের বাড়ির এক মহিলা আহত হন।

এ ব্যাপারে পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে।

কৃষ্ণনগরে নেতাজীর মূর্তির ক্ষতিসাধন

আমাদের পলাশীর সংবাদদাতা জানান, শনিবার রাত্রে কে বা কারা কৃষ্ণনগর হাই স্ট্রীটের উপর স্থাপিত নেতাজীর পূর্ণাবয়ব মূর্তিটির ক্ষতিসাধন করে। এ সম্পর্কে কেউ গ্রেফতার হয়নি।

সেটেলমেণ্ট অফিসে আগুন

ঐ দিন রাত্রে রাজবাড়ি সেটেলমেনট অফিসে আগুন লাগানো হয় বলেও খবর। আগুনে অফিসের বহু কাগজপত্র পুড়ে যায়।

বোমায় আহত

এদিন রিজেনট কলোনীতে শ্রীকাশীনাথ কুণ্ডু (২৫) এবং ঢাকুরিয়া স্টেশন রোডে শ্রীরাজেন রায় (৪০) নামে দুই ব্যক্তি বোমার আঘাতে আহত হন। এ'দের বাঙ্গুর হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া সর্বশ্রী পঞ্চানন মুখার্জি (২২) এবং অজয় গুপ্ত (২২)-কেও রাত্রে বোমার আঘাতে আহত অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পটলডাঙ্গায় সংঘর্ষ

এদিন রাত্রে সি পি এম ও যুব কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে এক সংঘর্ষে দু'জন সামান্য আহত হন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

আলমবাজারে সংঘর্ষ

রাত্রে বরানগর থানার আলমবাজার দেশবন্ধু রোডে দু' দল লোকের মধ্যে এক সংঘর্ষে এক ব্যক্তি গুলিতে আহত হয় বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু আহত ব্যক্তির কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। সংঘর্ষের সময় একটি পেট্রোল পাম্পের জানলা দরজা ভেঙে দেওয়া হয় বলে খবর।

পতিতা পল্লীতে আগুন

অধিক রাত্রে বরানগর থানার বনহুগলীর কাছে একটি পতিতা পল্লীতে কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দেয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি।

যাদবপুরে যুবক ছুরিকাহত

বিকালে যাদবপুর থানার পূর্বপুটিয়ারিতে শ্রীসুভাষ দে (২২) নামে একজন সি পি এম সমর্থক ছুরিকাহত হন। তাঁকে বাঙ্গুর হাসপাতালে ভরতি করা হয়। এ সম্পর্কে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রৌঢ় ছুরিকাহত

রাত্রে জগদ্দল থানার শ্যামনগর থেকে শ্রীনিত্যানন্দ পাল (৫০)-কে ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত অবস্থায় আর জি কর হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

দমদমে বোমায় যুবক আহত

এছাড়া দমদম গোরক্ষবাসী রোডের শ্রীসুজিত সেনগুপ্ত (৩০) এবং ওখানকার ক্লাইভ কলোনীর শ্রীবিষ্ণুপদ শীল (২৬)-কে বোমার আঘাতে আহত অবস্থায় আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ

৩১-১-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যাহিক খেলার ফলাফল

রবিবারের বিশেষ পুরস্কার ১০,০০০, টাকা টিকিট নং D—331728

একটি প্রথম পুরস্কার ৫,০০০, টাকা টিকিট নং E—445856

প্রত্যেকটি ৫০, টাকার কুড়িটি পুরস্কার

1. E-027446	2. F-038266	3. A-366505	4. A-490379
5. A-421172	6. C-052375	7. B-134495	8. A-176106
9. D-345730	10. D-373889	11. D-188016	12. D-257952
13. F-321290	14. C-453303	15. F-300003	16. A-390321
17. D-417451	18. D-142477	19. E-289040	20. F-323995

আজই আপনার টিকিট কিনুন। যে টিকিট আপনি কিনিবেন, তাহাতে দৈনিক খেলায় পুরস্কার এবং ১৫-২-৭১ তারিখে অনুষ্ঠেয় প্রধান খেলায় ১১,০০,০০০, টাকার প্রথম পুরস্কার এবং ৩,০০,০০০, টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার এবং শত শত অন্যান্য পুরস্কার পাইতে পারেন।

দ্রষ্টব্য: নম্বরের কোনরূপ মুদ্রণ প্রমাদের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।

ডিরেক্টর অব পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ : চণ্ডীগড়

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মিল্ক কমিশনারের অফিস

রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা

বিজ্ঞপ্তি

১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসের দুধের কার্ড রিনিউ করিতে গিয়া কলিকাতার দুগ্ধ ব্যবহারকারী জনসাধারণকে যথেষ্ট অসুবিধা ও হয়রানি ভোগ করিতে হইয়াছে। যাঁহারা ডিপোতে নগদ টাকা আদায় করেন সেই সমস্ত নগদ টাকা আদায়কারীকে পুরাতন পদ্ধতিতে টাকা আদায়ে রাজি করাইতে না পারায় ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দুধের কার্ড নিম্নোক্তভাবে রিনিউ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে:—

১। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি দুগ্ধ মাসের জন্য কার্ড ২, ৩, ৪, ৫, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে রিনিউ করা হইবে।

২। দুধের ডিপোতে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে টাকা লওয়া হইবে:—

(ক) ক্রসড চেক: পশ্চিমবঙ্গের মিল্ক কমিশনারের অনুকূলে কাটা ক্রসড চেকের ক্ষেত্রে গ্রাহকদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন চেকের উল্টা পিঠে এক কোণায় ছোট করিয়া বড় হাতের হরফে তাঁহাদের পুরা নাম ঠিকানা এবং মিল্ক ডিপো নম্বর লিখিয়া দেন। চেকের উল্টা পিঠে কোন স্বাক্ষর থাকিবে না।

(খ) দুধের টাকা আদায় দেওয়ার জন্য মনি অর্ডারের রসিদ দাখিল: মনি অর্ডার মিল্ক কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ, ২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১-এর বরাবর পাঠাইতে হইবে। মনি অর্ডার কুপনে ডিপো নম্বর, দুধের প্রকার ও পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে। ডিপো হইতে দুধের সঠিক দরও জানিয়া লইতে হইবে। বর্তমান দুধের কার্ডের সংগে ডিপোতে মনি অর্ডারের রসিদ দাখিল করিলে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য নূতন দুধের কার্ড ইস্যু করা হইবে। ডিপো কর্মীগণ যেন মনি রিসিটটি রাখিয়া দেন।

৩। যে সমস্ত গ্রাহক দুধের দাম নগদে দিতে ইচ্ছুক তাঁহারা নিম্নের তালিকায় উল্লেখিত ক্যাশ কলেকটিং সেণ্টারের যে কোনটিতে উহা আদায় দিতে পারিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রাহকগণ বর্তমান কার্ড দাখিল করিয়া দুধের পুরা দাম জমা দিবেন এবং ক্যাশ কলেকটিং সেণ্টার হইতে রসিদ লইবেন। উক্ত মনি রিসিট ও বর্তমান দুধের কার্ড মিল্ক ডিপোতে দাখিল করিলে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য নূতন দুধের কার্ড ইস্যু করা হইবে।

৪। প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্য ডিপোগুলিতে দুধ গ্রহণের জন্য অবশ্যই পৃথক পৃথক অ্যাকাউণ্ট ক্রসড চেক/মনি অর্ডার বা নগদে পেমেণ্ট দিতে হইবে।

৫। নূতন পারমিট ইস্যুর ক্ষেত্রে এবং এক ডিপো হইতে নূতন ডিপোতে বর্তমান কার্ড স্থানান্তরের জন্য উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হইবে।

৬। যে সমস্ত গ্রাহক ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য তাঁহাদের কার্ড রিনিউ করিতে অপারগ হইবেন, তাঁহাদিগকে ১৯৭১ সালের ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি দুধ সরবরাহ করা হইবে। যদি তাঁহারা ১৯৭১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি মধ্যে তাঁহাদের কার্ড রিনিউ না করেন, তবে ১৯৭১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি সকাল হইতে দুধ সরবরাহ করা হইবে না।

৭। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি দুধের মাসের জন্য দুধ সরবরাহ না করা দুধ গ্রহণ না করা ইত্যাদি বাবদ দুধের দাম বাদ দিতে বা সমন্বয় সাধন করিতে দেওয়া হইবে না। টাকা ফেরতের জন্য পৃথকভাবে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮। এই পদ্ধতিতে যথেষ্ট অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সেজন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করা হইতেছে।

ক্যাশ কালেক্টিং সেণ্টারের তালিকা

ক। নিম্নোক্ত ক্যাশ কালেক্টিং সেণ্টারগুলির কাজকর্ম বেলা ১০-৩০টা হইতে বেলা ১টা পর্যন্ত চলিবে।

১। সেণ্ট্রাল ডেয়ারি, ৬৪/৯৯, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭।
২। অফিস অব দি মিল্ক কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ, ২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড, ১০ম তল, ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বিল্ডিংস, কলিকাতা-১।
৩। সুরভি মিল্ক ক্যাণ্টিন, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১।
৪। ডেয়ারি অ্যাণ্ড পোল্ট্রি ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন, ১০৫, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬।

খ। নিম্নোক্ত ক্যাশ কালেক্টিং সেণ্টারগুলির কাজকর্ম সকাল ৮-৩০টা হইতে বেলা ১১টা পর্যন্ত চলিবে।

৫। হাওড়া রেশনিং অফিস (সাউথ), ২৯/২ কাসুন্দিয়া রোড।
৬। হাওড়া রেশনিং অফিস (সেণ্ট্রাল), ১৯/১, পঞ্চাননতলা রোড।
৭। হাওড়া রেশনিং অফিস, ২৬৩, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড।
৮। হাওড়া রেশনিং অফিস (নর্থ), ১৩/১৪ মাধব ঘোষ রোড।
৯। সাউথ সুবার্বন রেশনিং অফিস, ২২০, ডায়মণ্ডহারবার রোড।
১০। টালীগঞ্জ রেশনিং অফিস, ১৭৪/১, এন এস সি বসু রোড, নেতাজী নগর।
১১। মিল্ক ডিপো নং ২৪৫ গাঙ্গুলী বাগান টেনামেণ্টস স্কীম, ব্লক-১, জি-১।
১২। হালতু রেশনিং অফিস, ৫/১, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড।
১৩। বরানগর রেশনিং অফিস, ১০৪/৪০, বি টি রোড।
১৪। মানিকতলা রেশনিং অফিস—১, ২২৪, আচার্য পি সি রায় রোড।
১৫। মিল্ক জোনাল অফিস নং ২৬৩ পি-৩৫ নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীট।
১৬। মানিকতলা রেশনিং অফিস—২, ২৮, গিরিশ অ্যাভেনিউ।
১৭। আমহার্স্ট স্ট্রীট রেশনিং অফিস, ১১৬, বিবেকানন্দ রোড।
১৮। বেলেঘাটা রেশনিং অফিস, পি-২০, বেলেঘাটা মেন রোড।
১৯। ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-কাম-সেণ্ট্রাল লাইব্রেরি পি-১৩, সি আই টি স্কীম নং ৬-এম, মানিকতলা মেন রোড।
২০। রেশনিং অফিস, জোড়াসাঁকো, ৯৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ।
২১। রেশনিং অফিস, বহুবাজার, ৯৫/এ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ।
২২। রেশনিং অফিস, বড়বাজার, ৩, বৈকুণ্ঠ সেন লেন।
২৩। রেশনিং অফিস, মুচিপাড়া ৭০/ই, আনন্দ পালিত রোড।
২৪। রেশনিং অফিস, বেনিয়াপুকুর ৫/১০সি রাইফেল রেঞ্জ রোড।
২৫। রেশনিং অফিস, পার্ক স্ট্রীট ৫০ রিপন স্ট্রীট।
২৬। রেশনিং অফিস, যাদবপুর ৪০/এ, সাউথ এণ্ড পার্ক।
২৭। রেশনিং অফিস, বালীগঞ্জ ২৭ হিন্দুস্থান পার্ক।
২৮। রেশনিং অফিস ভবানীপুর এফ/৫২বি কালী টেম্পল রোড।
২৯। মিল্ক ডিপো নং ২০৫, ৩১/এ, কালীঘাট রোড।
৩০। রেশনিং অফিস, নিউ আলিপুর, পি-৬৫৬ টালীগঞ্জ সার্কুলার রোড।
৩১। রেশনিং অফিস, ওয়াটগঞ্জ, ৭/১এ, মনসাতলা লেন।

গ। ফেব্রুয়ারি '৭১ মাসের (২৮ দিন) জন্য অগ্রিম মূল্যের হার-তালিকা

লিটারে	গরুর দুধ টাঃ পঃ	স্ট্যাণ্ডার্ড দুধ টাঃ পঃ	ডবল টোণ্ড দুধ টাঃ পঃ	সাবসিডাইজড ডবল টোণ্ড দুধ টাঃ পঃ
১/৪	—	৮·১২	৫·৮৮	৫·৩২
১/২	২৪·০৮	১৬·২৪	১১·৭৬	১০·৬৪
৩/৪	—	২৪·৩৬	১৭·৬৪	১৫·৯৬
১	৪৮·১৬	৩২·৪৮	২৩·৫২	২১·২৮

স্বাঃ এ কে মিত্র,
মিল্ক কমিশনার,
পশ্চিমবঙ্গ

ডব্লিউ বি (আই অ্যাণ্ড পি আর) অ্যাড ৪৩৭(১৩)/৭১

ডায়মনডহারবার হত্যাকাণ্ড রাজনৈতিক সম্পর্কবিহীন

—পুলিশের ধারণা

নিজস্ব সংবাদদাতা

ডায়মনডহারবার, ৩১ জানুয়ারি—এক চোরাকারবারী চক্রের আভ্যন্তরীণ কলহ ডায়মনডহারবারের ৬ ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডের কারণ বলে জানা গিয়েছে। মৃতদের ৩ জনের নামে চুরি-ডাকাতি ও খুনের অভিযোগ থানায় লিপিবদ্ধ আছে। অপর ৩জন একটি মামলার বিচারাধীন আসামী। তারা জামিনে ছিল বলে পুলিশসূত্রে জানা যায়। এ ছাড়া গ্রাম্য সালিশী বিচারেও মৃতদের অধিকাংশ একাধিকবার শাস্তি পেয়েছে বলে স্থানীয় লোকেরা জানান।

ডায়মনডহারবারে পাওয়া ৬ ব্যক্তির হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যে তদন্ত চলছে তার প্রথম পর্যায়ে পুলিশ ওই সব তথ্য সংগ্রহ করছে বলে প্রকাশ। এছাড়া পুলিশের খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগণার এক চোরাকারবারী চক্রের সঙ্গে অধিকাংশ মৃতব্যক্তি জড়িত ছিল। ওই চক্র চোরাপথে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বেআইনী মাল পাচার করতো। এখানে উল্লেখ্য, ওই অঞ্চল থেকে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ এ পর্যন্ত ৬ জনকে গ্রেফতার এবং একটি ট্রাক উদ্ধার করে। মৃতদের সকলেই ওই অঞ্চলের বাসিন্দা।

লরির মালিক এবং চালককে এপর্যন্ত গ্রেফতার করা যায়নি। এখনও তারা নিখোঁজ বলে পুলিশ জানায়। যে যুবক আহত অবস্থায় হাসপাতালে আছে, পুলিশকে নাকি সে আবার জানিয়েছে, পথের পাশ থেকে তাকে অপহরণ করা হয়নি। এক বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলে সেখান থেকে তাকে অপহরণ করা হয়। এর আগে উক্ত যুবক তার জবানবন্দীতে জানিয়েছিল, পথের পাশ থেকে তাকে অপহরণ করে নেওয়া হয়। পুলিশের জনৈক মুখপাত্র এদিনও বলেন ডায়মনডহারবারের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্কই নেই। ওই ব্যাপার উপযুক্ত সূত্র তাঁরা পেয়েছেন। এবং খুব শীঘ্রই ওই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হবে বলে তাঁর বিশ্বাস।

দুটি স্নাতকোত্তর পরীক্ষা স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি স্নাতকোত্তর পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে। পরীক্ষাসমূহের নিয়ামক ডঃ অনাদিনাথ দাঁ এক বিজ্ঞপ্তিতে অর্থনীতিতে এম-এ (১৯৭০) এবং সাংবাদিকতার ডিপ্লোমা পরীক্ষা পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করেছেন। ওই দুটি পরীক্ষা যথাক্রমে আগামী ১১ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়ার কথা ছিল।

বিশুদ্ধ গণিত পরীক্ষা ফি জমার শেষ দিন

ডঃ দাঁ অপর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে, বিশুদ্ধ গণিতে এম-এ/এম এস-সি পারট টু এবং দ্বিবার্ষিক কোরসের (১৯৭০) রেগুলার পরীক্ষার্থীদের ফরম ও ফি জমার শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি করা হয়েছে।

ছাত্র সংসদ সভাপতির অস্বীকৃতি

শনিবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সভাপতি শ্রীশান্তগোপাল সাহা এক বিবৃতিতে এদিন ছাত্র সংসদ সম্পাদকের সংগে যৌথ বিবৃতি বলে যা প্রকাশিত হয়েছে তা 'সবৈব মিথ্যা' বলে অভিযোগ করেছেন।

রায়গঞ্জে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী জনসভা

রায়গঞ্জ, ৩০ জানুয়ারি—এখান থেকে তিন মাইল দূরে কর্ণজোরায় আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী একটি নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেবেন বলে ঠিক হয়েছে। ঐ দিনই তিনি কলকাতা যাত্রা করবেন। —পি টি আই

সভা / সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখিত না হলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে]।

এশিয়াটিক সোসাইটি (১, পারক স্ট্রিট) ৫টায় বার্ষিক সাধারণ সভা। **রামকৃষ্ণ মিশন** (গোলপারক): সাড়ে ৬টায় বিবেকানন্দ হলে শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুর বাংলায় বক্তৃতা, বিষয়—স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের বিক্ষোভ। **লিটল ফ্লাওয়ার্স**: (৬ ফিডার রোড) ৬টায় পুতুলনাচের আসর। **হাওড়া সমাজ** (নন্দের নিমাই মন্দির): ৫টায় কালীকীর্তন। **চিত্র প্রদর্শনী**: ৪টায় অ্যাকাদেমি অব ফাইন আরটস ভবনে, শিল্পী—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রণব দেববর্মণের যৌথ প্রদর্শনীর সূচনা; চলবে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত (৩—৮ রোজ)।

হুগলিতে দেশবন্ধুর মূর্তি ভাঙচুর

আমাদের চন্দননগরের সংবাদদাতা জানান, রবিবার সকালে হুগলি বাবুগঞ্জে গঙ্গার ধারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মূর্তিটি ভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। ওই মূর্তিটি দেশবন্ধু পারকে ছিল। ভাঙা মূর্তি গৌরহরি ভবনে রাখা হয়েছে। হুগলি দেশবন্ধু স্মৃতিরক্ষা সমিতির সভাপতি শ্রীনির্মলকুমার সেন এই মূর্তি ধ্বংসের কাজের নিন্দা করেছেন।

আমাদের সংবাদদাতা আরও জানান, বৈদ্যবাটির বনমালী ইনসটিটিউশের হাঙ্গামা সম্পর্কে এ পর্যন্ত তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত সপ্তাহে এক দল যুবক স্কুলে ঢুকে গ্রন্থাগার ও রসায়নাগারে আগুন লাগিয়ে দেয়।

কংগ্রেস হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না

—সিদ্ধার্থ রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি

হত্যার রাজনীতিতে কংগ্রেস বিশ্বাস করে না। গণতান্ত্রিক দেশে সকলেরই মতামত প্রকাশের অধিকার আছে। জোর জবরদস্তি করে তা বন্ধ করার চেষ্টা চললে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। বারুইপুরে এক জনসভায় শনিবার নব কংগ্রেস নেতা শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ওই কথা বলেন। স্থানীয় নব কংগ্রেস কর্মী শ্রীশম্ভু বর্ধনের হত্যার প্রতিবাদে ওই সভা ডাকা হয়। শ্রী বর্ধন প্রায় ২ সপ্তাহ আগে বাড়ি ফেরার পথে খুন হন।

শ্রী রায় বলেন, হত্যার মধ্য দিয়ে শান্তি আসবে না। সি পি এম নেতারা যেভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করছেন অবিলম্বে তা বন্ধ হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

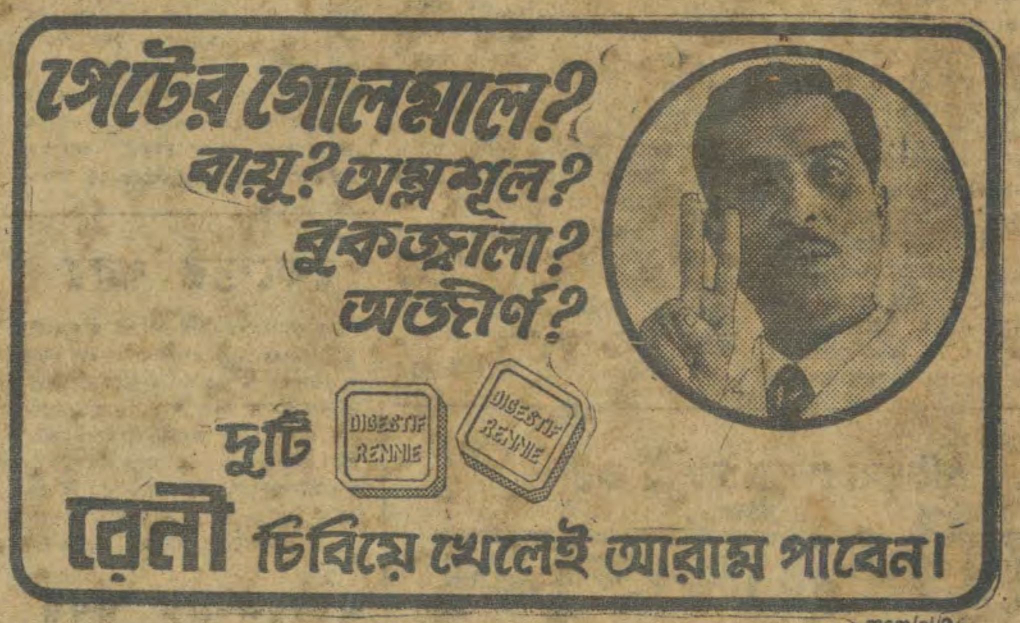

RAJASTHAN STATE LOTTERIES

৩১-১-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যাহিক খেলার ফলাফল

১,০০০ টাকার একটি পুরস্কার টিকিট নং D-011730, প্রত্যেকটি ৫০০ টাকার চারটি পুরস্কার টিকিট নং E-377318 B-263913, A-168440, C-174161 অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০, টাকার ২০টি সান্ত্বনা পুরস্কার

বিশেষ সাপ্তাহিক পুরস্কার ৫,০০০, টাকা টিকিট নং E-242500

ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যাণ্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর।

KMG 1 PREM ASSOCIATES

কাজল নিম

দৃষ্টিশক্তি ও সৌন্দর্য বর্দ্ধক

এস, মেহের এলাহি মোঃ সাফি

৩৭, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৯

অন্যান্য সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

মরুসাগরের পুঁথি

মরুসাগর অর্থাৎ ডেড-সী। বিশাল লোনা জলের হ্রদ। কাছেই পবিত্র নগরী জেরুসালেম। প্রাচীনকালে জেরুসালেম ছিল ইহুদীদের রাজধানী।

মরুসাগরের তীর ঘেঁষে নিচু পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের পর মরুভূমি। ১৯৪৭ সাল। কয়েকটি বেদুইন ছেলে পাহাড়ে ভেড়ার পাল চরাচ্ছিল। একটা ভেড়া ঢুকে পড়ল এক গুহায়। ভেড়ার মালিক মহম্মদ আজিব পাথর ছুঁড়ল ভেড়াটাকে তাড়িয়ে বের করতে। ঠং! আওয়াজটা শুনে আশ্চর্য হয়ে আজিব গুহার ভেতরে উঁকি মারে। একি! গুহার মেঝেয় কয়েকটা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাটির কলসি বসানো রয়েছে। কলসির গায়ে সুন্দর নক্সা কাটা। বেশির ভাগ কলসিই ভাঙাচোরা। একটা আস্ত কলসির মুখ থেকে বেরিয়ে আছে কয়েকটা বাণ্ডিল। আজিব আর তার সঙ্গীরা বাণ্ডিলগুলো টেনে বের করল। লম্বা লম্বা চামড়ার টুকরো গুটোনো। চামড়ার ওপর কি জানি কী সব লেখা।

আজিবরা কেউ লেখাপড়া জানে না। তবে যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে। চামড়াগুলো শক্ত মুড়মুড়ে। নিশ্চয় খুব পুরনো। অনেক বিদেশি এমনি পুরনো জিনিস কেনে। অতএব তারা বাণ্ডিল কটি বগলদাবা করে গ্রামে ফিরল।

পুঁথির ভাষা কেউ-আর পড়তে পারে না। কেউ বলে আরবী, কেউ বলে সিরিয়াক। অবশেষে জেরুসালেমের সেণ্টমার্ক মঠের আর্কবিশপ দেখে বললেন, এতো হিব্রু। তিনি তৎক্ষণাৎ পাঁচ বাণ্ডিল পুঁথি কিনে ফেললেন। নানা মুনির নানা মত। কেউ বলল: সব পুঁথি জাল, কেউবা বলল, খাঁটি। শেষে সঠিকভাবে প্রমাণ হল, এগুলি হচ্ছে ওল্ড টেসটামেণ্টের নকল। যীশু-খৃষ্ট জন্মাবার দু' একশো বছর আগে লেখা। বিরাট হৈ চৈ পড়ে গেল। কারণ ওল্ড টেসটামেণ্টের এত পুরনো পুঁথি আর কোথাও পাওয়া যায়নি। ওল্ড টেসটামেণ্ট হচ্ছে, হিব্রু বা ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ।

ধর্মকথা ছাড়াও আইন-কানুন, গল্প, উপদেশ কত কি আছে এই বিখ্যাত বইটিতে। আদি বইটি হারিয়ে গেছে তার নকলগুলিই এখন পাওয়া যায়। পরে পাহাড়ে খোঁজাখুঁজি করে আরও উনচল্লিশটি গুহায় পুঁথি পাওয়া গেল। তবে বেশির ভাগ পুঁথি ছিঁড়েখুঁড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। মরুসাগরের পুঁথি থেকে খৃষ্টের জন্মের ঠিক আগে ইহুদীদের ভাষা, ধর্ম, আচার-বিচার কেমন ছিল সে বিষয়ে অনেক নতুন কথা জানা গেছে। একটি পুঁথিতে এক আশ্চর্য ভবিষ্যৎ বাণী লেখা হয়েছে—'মানুষকে মুক্তি দিতে এক মহাপুরুষ আসছেন।' এর শ'খানেক বছর পরেই যীশুখৃষ্ট জন্ম নেন।

পাহাড়ের কাছে একটি প্রাচীন ইহুদী মঠের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। নিশ্চয় ঐ মঠে বসেই পুঁথির রাশি লেখা হয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে রোমান, সেনাপতি পম্পি জেরুসালেম আক্রমণ করেন। বোধ হয় সেই ভয়েই মঠবাসীরা তাঁদের লাইব্রেরী পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে রেখে পালান।

অজেয় রায়

দ্বিতীয় টিকটিকির অন্তর্ধান

লীলা মজুমদার

আমার নাম পানু। আমার চোদ্দ বছর বয়স। ক্লাস নাইনে উঠেছি। গুপি আমার বন্ধু। আগে আমরা ভাবতাম আমরা চাঁদে গিয়ে ব্যবসা করব, এখন ঠিক করেছি টিকটিকি হব। টিকটিকি মানে যে ডিটেকটিভ, খচমচ করে খাদ-হাঁটা চার-পেয়ে জন্তু নয়, আশা করি, সে-কথা কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। আমাদের আদর্শ হলেন গুপির ছোটমামা। তিনি এখন বর্ধমানে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে দ্বিতীয় টিকটিকির কাজ করেন। অর্থাৎ গা-ঢাকা দিয়ে তদন্ত চালান। প্রথম টিকটিকি মাইনে বেশি পায় বটে, কিন্তু তাকে বর্ধমানের সবাই চেনে। তাতে তার গোপনে কোন কাজ করার অসুবিধা হয়। এমনকি বর্ধমানের ছেলে-ছোকরারা নাকি তাঁর নাম দিয়েছে ছুঁচো।

ছোটমামার কথা আলাদা। তাঁকে কেউ বড় একটা চেনে না। রোগা লিকপিকে খেমো চেহারা, পাঁচ দিনে একবার দাড়ি কামান, ষাঁড় দেখলে তাঁর হাঁটু বেঁকে যায়, বেড়াল দেখলে তোতলামি এসে যায়, আরশুলা দেখলে ভির্মি যান। কে বলবে যে এর পিছনে একটা দুঁদে অনুসন্ধানকারী আছে। তাঁর কাছেই আমাদের দুজনের টিকটিকি বিজ্ঞানে হাতে-খড়ি।

সে যাই হোক, বড়দিনের বন্ধে একদিন সন্ধ্যেবেলায় মন খারাপ করে বসে আছি। আমার পেয়ারের হুলো বেড়াল নেপোকে পাওয়া যাচ্ছে না। এমন সময় গুপি আমাদের স্ট্র্যাণ্ড রোডের তিনতলার ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত। চেয়ে দেখি তার মুখটা পাঙাশ-পানা, চুল উস্কোখুস্কো, চোখের নীচে কালি। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ছোটমামা ডিস্যাপিয়ার্ড!" নেপোর কথা ভুলে গেলাম। থেকে থেকে ও এমনিতেই পালায়। তারপর পাশের বাড়িতে শোনা যায়—কে মাছ খেল! কে ক্ষীর খেল! ছোটমামার উপর বেজায় চটে গেলাম। পরশু আমাদের নিয়ে ডানকুনিতে মাছ ধরতে যাবার কথা, যাদের পুকুর তারা খুব খাওয়ায়, এই কি ডিস্যাপিয়ার করবার সময়? বললামও তাই। ধপ্ করে আমার ঘরের বড় আরাম কেদারায় বসে পড়ে গুপি বলল,—"ঠিক তাই। স্বেচ্ছায় সে ডিসঅ্যাপিয়ার করেনি, এটা ঠিক। কিন্তু কে শোনে!"

শুনে অবাক হলাম। "তার মানেটা কি? বাড়ির লোকেরা কি তার খোঁজ করছে না?"

গুপি মাথা নাড়ল। "খোঁজ তো করছেই না। বরং উল্টে যা-নয় তাই বলছে। কারণ তাদের ধারণা, পাছে বড়মাসির অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়িটা দু-চারদিন আগলাতে হয়, সেইজন্য সে কেটে পড়েছে।

তা পড়তেও পারে। বললাম সে কথা। উত্তেজনার চোটে গুপি আরাম কেদারার হাতল থেকে ঠ্যাং নামিয়ে নিল। বলল,—"তুই-ও যদি এ-কথা বলিস্, তাহলে ছোটমামাকে বাঁচাবার কোনো উপায় দেখি না। আসলে দুষ্কৃতিকারীরা তাকে গুম্ করেছে। কিন্তু কাকে বলি সে-কথা।"

উঠে পড়লাম। রামকানাইদাকে বললাম—"কি কি ভালো খাবার আছে, নিয়ে এসো।" রামকানাইদা মাছের চপ আর আলুমটরের ঘুগনি এনে দিল। গুপি যখন কোনো কথা না বলে, মাত্র চারটে চপ আর দুই প্লেট ঘুগনি খেয়ে মুখ ধুয়ে ফেলল, বুঝলাম বেচারি সত্যি বড়ই চিন্তিত।

বললাম—"সব কথা খুলে বল্। আমি আছি।" তার উত্তরে গুপি যা বলল, তা শুনে আমি থ'। প্রথমে পকেট থেকে একটা কালো রঙের কিসের দলা বের করে বলল, "এটাই আমাদের একমাত্র ক্লু।"

"এটা আবার কি? আলকাতরার মতো গন্ধ!"

"আলকাতরা হলে ভাবনা ছিল না। সম্ভবত পিচ্-ব্লেণ্ড, এতে থোলো থোলো ইউরেনিয়মের অক্সাইড থাকে। হয়তো এরই জন্য ছোটমামাকে অকালে হারালাম।" এই বলে গুপি বার বার নাক টানতে লাগল। ইউরেনিয়ম শুনেই আমি জিনিসটাকে হাত থেকে ফেলে দিয়েছিলাম। গুপি সেটা তুলে পকেটে পুরে বলল,—"প্রাণের ভয়টা খুব বেশি দেখাছ।"

তারপর কাষ্ঠ হেসে বলল—"নাঃ, তোর সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই, তুই আমার একমাত্র সহায় ও বন্ধু। আচ্ছা, ছোটমামার বন্ধু ডক্টর পাকড়াশীকে মনে আছে? সেই লোকটাই এই ব্যাপারের মূলে আছে বলে আমার সন্দেহ। অন্তত সে নিশ্চয়-ই কিছু জানে। তিনদিন ধরে দুজনায় মিলে দিনরাত গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর। তারপর দুদিন হয়ে গেল ছোটমামা নিখোঁজ। দিদিমা এমনি নিশ্চিন্তে যে দেখে এলাম, ক্ষীরের ছাঁচ তুলে রাখছেন। ফুরিয়ে গেলে নাকি চাঁদু চটবে। চাঁদু বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ, তার জন্যে ক্ষীরের ছাঁচ তুলে রাখার কথা ভেবে দ্যাখ্ একবার!"

ছোটমামার ডাকনাম চাঁদু, আশা করি, সবাই সেটা বুঝে নিয়েছে। এই বলে গুপি আরও দু-তিনবার জোরে জোরে নাক টেনে বলল—"ওগুলোকে সাবাড় করেছি। ছোটমামাকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে তো আর ভালো জিনিস নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। পানু, পিচ্-ব্লেণ্ডের কারবার বেআইনী। ছোটমামা নিশ্চয়ই আসলে ছুটিতে নেই, গোপন তদন্তে ব্যস্ত। ওদের হালচাল এতদিনে আমার অনেকটা জানা হয়ে গেছে। পাকড়াশী নতুন গাড়ি কিনেছে, তা জানিস? স্রেফ পিচ্-ব্লেণ্ডের টাকা ছাড়া আর কিছু দিয়ে নয়। বন্ধুদের কখনো বিশ্বাস করতে হয় না, এটা লিখে রাখ!"—আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বললাম, "তা নাও হতে পারে। হয়তো পৈত্রিক পয়সাকড়ি আছে।"

গুপি বলল, "কাঁচকলা আছে। নাকি গবেষণা করে! যারা গবেষণা করে, তাদের কখনো পয়সা থাকে? থাকলে তারা কখনো গবেষণা করত ভেবেছিস? তাছাড়া পাকড়াশীও নিখোঁজ। গাড়িসুদ্ধ নিখোঁজ। ওদের বাড়ি গিয়ে দেখে এসেছি। ওর দেরাজের মধ্যেও কাগজে মোড়া ঐ কালো জিনিস পেয়েছি। তাতেও আলকাতরার গন্ধ।"

এবার না উঠে পারলাম না। তাড়াতাড়ি করে যে-কটা চপ বাকি ছিল, সেগুলোর সদ্ব্যবহার করে, ঘুগনি পকেটে পুরে, পায়ে চটি গলিয়ে বললাম, "আগে আরেকবার পাকড়াশীর বাড়ি চল। কাছেই তো, হেঁটে যাওয়া যাক।"

গুপি বলল, "ওর মা ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ওঁর বিশ্বাস, ছোটমামাই ওঁর ছেলেকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। এক ফাঁকে দেরাজটা দেখে নিয়েছিলাম।"

আমরা কড়া নাড়তেই উপরের জানলা থেকে পাকড়াশীর জাঁদরেল মা উঁকি মেরে কড়া সুরে বললেন, "বলে দে কাঁচপানা চর পাঠালে কিচ্ছু হবে না। বরং অবস্থা আরো মন্দ হয়ে উঠবে। আর দ্যাখ্, চেতলার মাস্টার মশায়ের বাড়িতে একবার খবর দিয়ে আয়, প্যালা ফেরারি, এখন সে যা খুশি করতে পারে, আমি বাধা দেব না।"

(বাকিটা পরের সংখ্যায়)

ফোন নং ৩৪-৮৮৮৩

শাড়ীর মেলা

নিউ বেনারসী হাউস

কলেজ স্ট্রীট জং (পূবে) কলিকাতা-৭

অটোগ্রাফ খাতা

কেটে নাও

আরবী ঘোড়া

সরল দে

এক যে ঘোড়া আরবী
তার পায়ে শু ভারবি।
ছুটতে ছুটতে রাস্তা ভোলে
আর কি ফেরে আস্তাবলে?
বলতে বলতে ছুটছে—আমার
সঙ্গে ছুটে পারবি?

পথ ফুরোতেই মাঠটা
মাঠ পেরোতেই ঠাটটা
ফড়িং বলে—আরবী ঘোড়া
বক দেখেছিস? পারবি ওড়া?
উড়তে উড়তে একটা ঘুড়ি
ঘ্যাচ করে ভো-কাট্টা॥

হাতে খড়ি

নীল সাগর

সমুদ্রেরই অতল তলে,
সোনা, রূপো, মানিক জ্বলে।
জলপরীরা বেড়ায় খেলে
মুক্তা, হীরার মণি জেলে।
নীল সাগরের অতল তলে
ফেনার রথে রাজা চলে।
সোনাল রূপাল মাছরা খেলে,
সাগর ঢেউয়ে হেলে দুলে।

শ্রীরূপা চক্রবর্তী (বয়স ৯)
ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলকাতা-২

—পরশু বেরুচ্ছে—

কিশোর ভারতী

[ফেব্রুয়ারী '৭১ : মাঘ '৭৭]

যা যা থাকছে:

• উপন্যাসের মত বড় রোমাঞ্চ-কাহিনী সহ বহু-বিচিত্র গল্প-কাহিনী : গায়ে-কাঁটা-দেওয়া রহস্যের ॥ জীবজগতের ॥ করুণ-রসের ॥ হাসির ॥ ইতিহাসের ॥ মুক্তিসংগ্রামের ॥ ভাষাবৈচিত্র্যের ॥ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইত্যাদি • জাদু-সম্রাট পি, সি, সরকারের উপর আন্তরিকতাপূর্ণ একটি রচনা • বর্তমান অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘূর্ণিঝড়ের মাঝে সঠিক নিশানার আভাস—'খোলা-মনের মেলাতে' • দুটি উপন্যাস : রক্তঝরা সংগ্রামের ॥ রোমাঞ্চ-জাগানো ইতিহাসের • চিত্রে তিনটি কাহিনী : জমাট রহস্যের ॥ উদ্ভট হাস্যের ॥ দুরন্ত কৈশোরের • রূপরঙ্গ-ইতিহাসের দিনলিপি -শব্দহেঁয়ালি ইত্যাদি ফিচার • ছড়া-কবিতা-লিমেরিক এবং আরও অনেক কিছু

দাম : পঁচাত্তর পয়সা

৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিঃ ৯

কেন্দ্রের খবর

মণিমেলা মহাকেন্দ্র বিভিন্ন মণিমেলার ভাইবোনদের নিয়ে একটি ব্যালে দল গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। মণিমেলার যারা ঐ ব্যালে-দলে যোগ দিতে চায় তাদের নাম আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে কেন্দ্রে পাঠাতে হবে এবং মহাকেন্দ্রের কার্যালয়ে আগামী রবিবার, ৭ই ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টায় মহড়ায় উপস্থিত থাকতে হবে।

কেন্দ্রমণি, মণিমেলা মহাকেন্দ্র॥

মণিমেলার খবর

২৩শে জানুয়ারি নেতাজী জন্মদিবস আর ২৬শে সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান পৃথক পৃথকভাবে উদ্‌যাপন করেছেন: **যতীন্দ্রনাথ মণিমেলা, বিদ্যার্থী মণিমেলা, রহড়া মণিমেলা, বিশ্বজিৎ মণিমেলা, রত্নাকর মণিমেলা, বিবেক মণিমেলা** এবং **প্রবাসী মণিমেলা**।

আরামবাগ বিবেকানন্দ মণিমেলা ১৮ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১০৭তম জন্মবার্ষিকী পালন করে।

রত্নাকর মণিমেলা গত ১৭ই জানুয়ারি ২৬-তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্যোগ করে। সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী বুলু খাটুয়া।

দমদম মতিঝিলের **পূর্বাচল মণিমেলা** মণিভাইবোন, কর্মী, অভিভাবক-অভিভাবিকার দল নিয়ে ১৫ই জানুয়ারি থেকে তিনদিনের এক ভ্রমণসূচীতে বক্রেশ্বর, সিউড়ি, মশানজোড়, শান্তিনিকেতন প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরে আসে।

পরিচালক : মৌমাছি

এ সপ্তাহে ...

রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী ১৯৪৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন।

ছোটগল্পের অদ্বিতীয় লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন ৩রা। 'জানোয়ারচন্দ্র শর্মা' এই বিচিত্র ছদ্মনামে একদা বহু লেখা লিখেছেন।

কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ সালে মারা যান।

৬ই জওহরলাল-জনক পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর মৃত্যুদিন।

দাদার পিঠে

হিমানীশ গোস্বামী

অঙ্ক কষা কঠিন কাজ, মাংস কষা সোজা
জুতোর চেয়ে সোজা চটি, চটির চেয়ে মোজা।
মোজার চেয়ে সোজা আছে একটি ব্যাপার ভাই,
দাদার পিঠে জোরসে চড়ে মাইল মাইল যাই॥

চিকিৎসা ক্ষেত্রে যাচাই করা

স্ট্রেপসিলস্

গলাব্যথায় আর কাশিতে

স্ট্রেপসিলস্-এর বিশেষ দুটি অ্যাণ্টিসেপ্টিক উপাদান, গলাব্যথা আর কাশির জীবাণু চট্ করে মেরে ফেলতে পারে—এ একেবারে প্রমাণিত! আস্থা রাখুন,—স্ট্রেপসিলস্ আপনাকে গলভিত্তি আরাম দেবে—সবচেয়ে তাড়াতাড়ি!

স্ট্রেপসিলস্-এর আরাম-মানে চট্ করে নিশ্চিত আরাম!

CMBS-23-152 BEN

হুগলীর বন্দরে ইংরেজদের জাহাজ

কী করে কলকাতা হলো (৫)

একটা সময় গেছে যখন বাংলা দেশের দুটো বন্দরের ছিল দুনিয়াজোড়া নামডাক। প্রথমটা তাম্রলিপ্ত। পরেরটা সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামের গা থেকে সাতরঙের জৌলুশ যখন কমতে লাগল, তখন থেকেই নতুন বন্দর হুগলীর জেল্লা। দেশবিদেশের বণিকদের আনাগোনায় হুগলীর নদী-নালা, হাট-বাজার তখন গমগম। পর্তুগিজরা জাঁকিয়ে বসল ব্যানডেলে। ভদ্রেশ্বরে জার্মানী। চন্দননগরে ফরাসী। কোন্নগরে আর্মেনিয়ান। চুঁচুড়ায় ওলন্দাজ। শ্রীরামপুরে দিনেমার। আর হুগলীতে ইংরেজ। ইংরেজদের চোখে হুগলী তখন 'বাংলার চাবিকাঠি' আর 'ভারতের শস্যাগার'।

ভারতবর্ষে মনের সুখে পাঁচ বছর কাটিয়ে টমাস রো জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করলেন, বাংলা এবং বিহারে কুঠি বানানোর, ব্যবসা চালানোর। তারপর সাজাহানের আমলে ডাক্তার গ্যাব্রিয়েল ব্রউটন সম্রাটের এক মেয়েকে মরার হাত থেকে বাঁচিয়ে পুরস্কারের বদলে আদায় করলেন বিনা শুল্কে ইংরেজদের বিহার ও বাংলায় বাণিজ্য করার অধিকার।

তারপর ওরঙ্গজেব। ইংরেজদের সঙ্গে গোড়ায় বেশ দোস্তী ছিল তাঁর। কারণ পর্তুগিজ ঠ্যাঙাতে ইংরেজরা বেশ ওস্তাদ। আর পর্তুগিজদের তখন সাত-কাজের এক কাজ ছিল মেরে-ধরে, কেড়ে-কুড়ে মুসলমানদের খৃষ্টান বানানো। সম্রাটের সুনজরকে সম্বল করে ইংরেজরা বেশ চালিয়ে যাচ্ছিল কেনা-বেচার কারবার।

হঠাৎ গোল পাকাল হুগলীতে। যিনি পাকালেন তিনি তখন হুগলী-কুঠির সর্বেসর্বা। নাম জব চারনক। ইতিহাসের পাতায় যিনি কলকাতার জনক।

সমুদ্রগুপ্ত

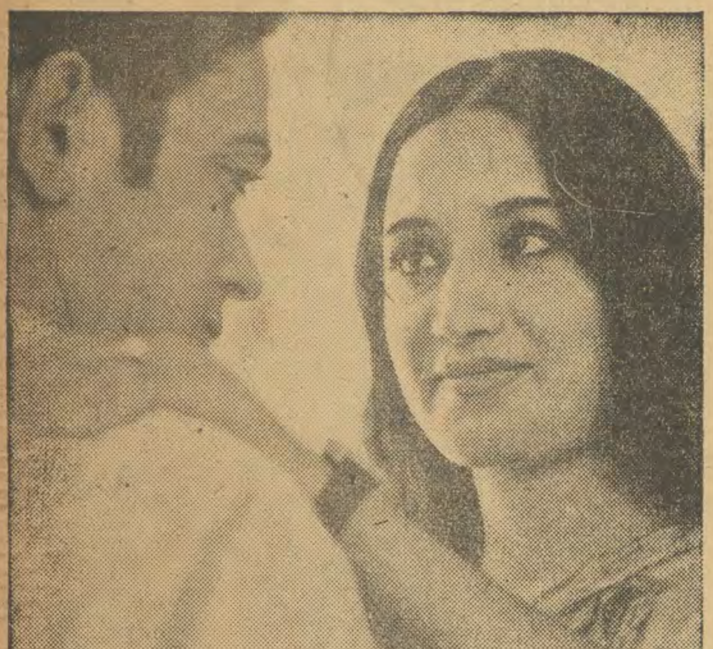

প্রথম প্রেমের মত স্নিগ্ধ মধুর!

তুজান যেদিন প্রথম দেখা, ও বলেছিল, 'ভারী মিষ্টি গন্ধ তো'। আমি বলেছিলাম, 'তানিয়া'। এখন ও আমাকে ডাকে 'তানিয়া' ব'লে। আচ্ছা, তানিয়ার মিষ্টি গন্ধ কি আমাকে ওর ভালো লেগেছিল, না আমাকে ভালোবাসেই তানিয়া ওর এত পছন্দ—কে জানে।

তানিয়া সুরভি

প্রস্তুতকারক : সাহেব সিং'স্

'বিউটি ইজ ইওর বার্থরাইট' পুস্তিকার জন্য এবং আপনার রূপচর্চার নানা সমস্যার উত্তরের জন্য আমাদের 'বিউটি কনসালটেণ্টস্', পোস্ট বক্স : ৪৪০, নিউ দিল্লী,—এই ঠিকানায় লিখুন।

Progressive/SS. 2/69

ব্রু'র স্বাদ! নতুন স্বাদ!

প্রতিটি 'জার' থেকে অনেক বেশী কাপ কফি তৈরী হয়।

ব্রু'র চাহিদা তাই বেড়েই চলেছে দিনকে দিন। স্বাদে গন্ধে ব্রু'র মতো কড়া অথচ আমেজভরা ইন্‌স্ট্যান্ট্ কফি আর নেই। ব্রু আপনাকে অনেক, অনেক বেশী তৃপ্তি দেবে। কফির জগতে এক নতুন আলোড়ন এনেছে ব্রু। তাছাড়া পরিমাণেও বেশী—অন্য যে-কোনও ইন্‌স্ট্যান্ট্ কফির তুলনায় অনেক বেশী কাপ কফি পাবেন ব্রু'র প্রতিটি 'জার' থেকে।

একমাত্র ব্রু'ই পাওয়া যায় সুলভে এবং সুন্দর কাঁচের জার-এ—যা পরেও ব্যবহার করা যায়।

ব্রু-কফির এই নতুন স্বাদ
দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে লোকের মুখে মুখে।

Bensons 1136A/1 BEN

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কালকাতা-১
আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক — শ্রীঅশোককুমার সরকার